Cosmo School

শিক্ষা উপকরণ পুস্তক

বিষয়: বাংলা

পঞ্চম শ্রেণি

২০২০

নাম : _____

শ্রেণি : _____

শাখা : _____

সাল : _____

বিদ্যালয় : _____

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
১.	এই দেশে এই মানুষ	১-৭
২.	সংকল্প	৮-১৩
৩.	সুন্দরবনের প্রাণী	১৪-২০
৪.	হাতি আর শিয়ালের গল্প	২০-২৬
৫.	ফুটবল খেলোয়াড়	২৭-৩২
৬.	বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ	৩৩-৪২
৭.	ফেব্রুয়ারির গান	৪৩-৪৭
৮.	শখের মৃৎশিল্প	৪৮-৫৭
৯.	শব্দ দূষণ	৫৮-৬২
১০.	স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন	৬৩-৭৪
১১.	স্বদেশ	৭৫-৭৯
১২.	কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা	৮০-৮৯
১৩.	অবাক জলপান	৯০-৯৬
১৪.	ঘাসফুল	৯৭-১০১
১৫.	মাটির নিচে যে শহর	১০২-১০৬
১৬.	শিক্ষাগুরুর মর্যাদা	১০৭-১১২
১৭.	ভাবুক ছেলেটি	১১৩-১২২
১৮.	দুই তীর	১২২-১২৬
১৯.	বিদায় হজ	১২৭-১৩৩
২০.	দেখে এলাম নায়াগ্রা	১৩৪-১৩৮
২১.	রৌদ্র লেখা জয়	১৩৯-১৪৩
২২.	মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	১৪৪-১৫১
২৩.	শহিদ তিতুমীর	১৫২-১৬০
২৪.	অপেক্ষা	১৬১-১৬৮
২৫.	রচনা	১৬৯-১৯৩

এই দেশ এই মানুষ

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও :

১. 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে ' কবির এ কথার অর্থ কি?
২. বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক কোন ভাষায় কথা বলে?
৩. প্রকৃতির বৈচিত্র্যের পাশাপাশি মানুষ ও ভাষার মধ্যে কি মিল রয়েছে?
৪. বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে কারা বাস করে?
৫. বাংলাদেশের বাইরে কোন দেশে বাঙালি রয়েছে?
৬. সাঁওতাল আমাদের দেশের কোথায় রয়েছে?
৭. জামালপুরে কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বসবাস করে?
৮. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন কোন ভাষায় কথা বলে?
৯. কিসে বাংলাদেশের গৌরব?
১০. হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান যুগ যুগ ধরে কিভাবে বসবাস করছে?
১১. জেলে, কুমার, কৃষক এদের মধ্যে সম্পর্ক কি?
১২. কিভাবে এক পেশার মানুষ অন্য পেশার মানুষকে সাহায্য করে?
১৩. কারা এদেশকে গড়ে তুলছে?
১৪. ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা এগুলো কোন ধর্মের ধমীয় উৎসব?
১৫. হিন্দুদের বড় ধর্মীয় উৎসবের নাম কি?
১৬. বুদ্ধ পূর্ণিমা কাদের কাদের ধর্মীয় উৎসব ?
১৭. খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কোনটি?
১৮. চাকমাদের নববর্ষ উৎসবের নাম কি?
১৯. সাংগ্রাই উৎসব কাদের নববর্ষ উৎসব?
২০. বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কে লিখ?
২১. পেশা,ধর্ম আর পোশাকের অমিল থাকলেও আমাদের সবার কোথায় মিল আছে?
২২. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন কেন ভারি বৈচিত্র্যময়?
২৩. দেশের নানা প্রান্ত ঘুরে দেখার পাশাপাশি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে কি করা দরকার?
২৪. নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র এগুলো কিসের মধ্যে পড়ে?
২৫. দেশকে কেন ঘুরে আসা দরকার?
২৬. দেশ মানে কী?
২৭. জননীর মতো কাকে বলা হয়েছে?
২৮. দেশের আলো, বাতাস আমাদেরকে কিভাবে রেখেছে?
২৯. জেলেরা কি করে?
৩০. কৃষকরা কি কাজ করে?

খ) শূন্যস্থান পূরন করঃ

১. আমাদের বাংলাদেশের বাইরে অনেক ..... আছে।
২. আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু,..... ।
৩. ..... হলো জননীর মতো।
৪. আমাদের ..... ও ..... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।
৫. ..... জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
৬. এদেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির ..... তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার..... ।
৭. পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে ..... জাতিসত্তার লোকজন।
৮. ..... দেশ অথচ কত বৈচিত্র্য।
৯. সবাই মিলেমিশে আছে ..... ধরে।
১০. এরকম ..... দেশেই আছে।
১১. বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত ..... ।
১২. ..... তার কাজ দিয়ে ..... সাহায্য করেছে।
১৩. আমাদের সবাইকে ..... করতে হবে ..... হবে।

১৪. আমাদের আছে ..... ধরনের উৎসব।
১৫. ..... দুর্গা পূজাসহ আছে..... উৎসব আর পার্বন।
১৬. ধর্ম যার যার উৎসব যেন.....।
১৭. পোশাক-পরিচ্ছদ..... ধরনের ..... ধাঁচের।
১৮. এই দেশকে ..... দেখা দরকার।
১৯. ..... প্রকৃতি ও জনজীবন তাই ভারি.....।
২০. জননী যেমন স্নেহ ..... ও ..... দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন।
২১. দেশ তার আলো, ... ও সম্পদ দিয়ে আমাদের .....।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. সাঁওতাল কোথায় বাস করে?
ক) রাজশাহী
খ) জামালপুর
গ) ঢাকা
ঘ) রংপুর

২. মুসলমানদের উৎসব কয়টি?
ক) ৩
খ) ৪
গ) ৫
ঘ) ২

৩. রাখাইনদের উৎসব কোনটি?
ক) ইস্টার সানডে
খ) বিজু উৎসব
গ) সাংগ্রাই
ঘ) বুদ্ধপূর্ণিমা

৪. অনুচ্ছেদটিতে কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক) বিদেশীদের
খ) দেশ ও দেশের মানুষের
গ) সাঁওতালদের
ঘ) বৌদ্ধদের

৫. সাঁওতালদের বসবাস নিচের কোন জেলায়?
ক) রাজবাড়ি
খ) খুলনা
গ) রাজশাহী
ঘ) চট্টগ্রাম

৬. নিচের যে বিষয়টি বাংলাদেশের গৌরবের কারণ-
ক) বাঙালি
খ) অবাঙালি
গ) ক্ষুদ্রজাতিসত্তা
ঘ) বৈচিত্র্য

৭. কারা আমাদের আপন জন?
ক) কৃষক
খ) কামার
গ) কুমোর
ঘ) সবাই

৮. রাজবংশীদের বসবাস নিচের কোন জেলায়?
ক) দিনাজপুর
খ) জামালপুর
গ) রংপুর
ঘ) ফরিদপুর

৯. নিচের কোনটি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব?
ক) বড়দিন
খ) দুর্গাপূজা
গ) ঈদ
ঘ) পহেলা বৈশাখ

১০. হিন্দুদের উৎসব নিচের কোনটি?
ক) ঈদ-উল-ফিতর
খ) ঈদ-উল-আযহা
গ) দুর্গাপূজা
ঘ) ইস্টার সানডে

১১. মুসলমানদের রয়েছে কয়টি ঈদ?

ক) ৫টি
খ) ৪টি
গ) ৩টি
ঘ) দুটি

১২. নিচের কোন উৎসব রাখাইনরা উদযাপন করে?
ক) বিজু
খ) সাংগ্রাই
গ) বুদ্ধ পূর্ণিমা
ঘ) বৈষ্ণ

১৩. নিচের কোনটি চাকমাদের উৎসব?
ক) বিজু
খ) দুর্গাপূজা
গ) সাংগ্রাই
ঘ) বৌদ্ধ পূর্ণিমা

১৪. কোন জায়গায় এদেশের সকলের মিল আছে?
ক) গায়ের রং
খ) ভাষায়
গ) গোত্রে
ঘ) আমারা বাংলাদেশের অধিবাসী

১৫. দেশ হলো কার মতো?
ক) ভাইয়ের
খ) বোনের
গ) জননীর
ঘ) মায়ের

১৬. নিচের কোনটি মুসলমানদের ধমীয় উৎসব?
ক) ঈদ-উল-ফিতর
খ) দূর্গাপূজা
গ) বড়দিন
ঘ) সাংগ্রাই

১৭. বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব কোনটি?
ক) ঈদ
খ) দুর্গাপূজা
গ) বৌদ্ধ
ঘ) পূর্ণিমা

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. ক্ষুদ্র জাতি সত্তার লোকজনের কোন ভাষা নেই।
২. বাঙালিদের সাথে ক্ষুদ্র জাতি সত্তার বিরোধ আছে।
৩. এদেশে শুধু মাত্র মুসলমান, হিন্দু ধর্মের লোক বাসবাস করবে।
৪. এদেশে এক পেশার মানুষ অন্য পেশার মানুষকে হিংসা করে।
৫. বিজু উৎসব রাখাইনদের উৎসব তার তার।
৬. বাংলাদেশের সব লোক বাংলায় কথা বলে।
৭. বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে হিন্দু ধর্মের লোকজন।
৮. রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস।
৯. একই দেশ অথচ নেই বৈচিত্র্য।
১০. এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক।
১১. একজন তার কাজ দিয়ে আরেকজনকে সাহায্য করে না।
১২. রাখাইদের উৎসবের মধ্যে রয়েছে সাংগ্রাই।
১৩. এই দেশকে ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার না।
১৪. দেশও তেমনই তার আলো বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।
১৫. এদেশকে আমরা ভালোবাসব।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য -এখানে লেখক মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য বলতে কি বুঝিয়েছেন?
২. বাংলা ভাষাকে কোন দেশে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে?
৩. এদেশের বিভিন্ন পেশার লোক কিভাবে অন্য পেশার লোককে সাহায্য করে?

৪. সব পেশার লোককে কেন শ্রদ্ধা করতে হবে?
৫. এদেশের মানুষের পোশাকের বৈচিত্র্যতার বর্ণনা দাও।
৬. লেখক কেন এই দেশ ঘুরে দেখার তাগিদ দিয়েছেন?

চ) **সৃজনশীল প্রশ্ন:**
১. লেখক এদেশে জন্মে নিজেকে সার্থক মনে করছেন কেন?
২. লেখকের মতে দেশ মানে কী?

শিক্ষা উপকরণ

১) বাংলাদেশে পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি সত্তার লোকজন। এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজনরা কে কোন জেলায় বাস করে তার একটি তালিকা তৈরি কর:

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	বসবাস স্থানের নাম
১। গারো	
২। চাকমা	
৩। সাঁওতাল	
৪। রাখাইন	
৫। মারমা	
৬। খাসিয়া	
৭। মনিপুরী	
৮। তঞ্চঙ্গা	
৯। মুরং	
১০। টিপরা	

২) নিচের পেশার মানুষের কাজের বর্ণনা দাও:

জেলে	
কুমার	
কৃষক	

৩) নিম্নের খালি জায়গাগুলো সঠিক তথ্য দিয়ে পূরণকর:

জাতির নাম	উৎসবের নাম
১। মুসলমান	
২।	জন্মাষ্টমী
৩। রাখাইন	
৪। চাকমা	
৫।	বুদ্ধ পুর্ণিমা
৬।	ইস্টার সানডে
৭।	
৮। বাঙালি	
৯।	ইংরেজী নববর্ষ
১০।	বিষ্ণু

৪) এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। নিচের তথ্য গুলো সাজিয়ে লিখি-
হিন্দু (১২.৫৪%, অন্যান্য (০.১৪%), ইসলাম (৮৭.৩%)
খ্রিষ্টান(০.৩৭%), বুদ্ধ(০.৬০%)

৫) নিচের তথ্যমূলক ছকাট দেখে জাতদের পোশাকের নাম লেখ।

জাতির নাম	ছেলেদের পোশাক	মেয়েদের পোশাক
বাঙালি জাতি		
গারো জাতি		
খাসিয়া জাতি		
ভারতীয় জাতি		

৬) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে 'তথ্য সংগ্রহ করি:

ক) সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি এর আয়তন ১.৩৯.৫০০ হেক্টর (৩.৪৫০০০০ একর) । সুন্দরবন বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগের হাট জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত। এটি ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো কতৃর্ক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে বিশ্ব বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরনের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির ও সাপসহ অসংখ্যা প্রজাতির প্রাণি আছে।

অবস্থান	
আয়তন	
নিকটবর্তী এলাকা	
ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতির সময়	
প্রাণিকূল	

খ) কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত। এর দৈর্ঘ্য ১২০ কিমি। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পুরো সৈকতটি বালুকাময়। কাদার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এর অন্য একটি নাম আছে পালংকী বা হলুদ ফুল। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

পৃথিবীর দীর্ঘতম	
সমুদ্র সৈকত	
দৈর্ঘ্য	
অবস্থান	
বৈশিষ্ট্য	
অবস্থান	

'এইদেশ এই মানুষ' পড়ে গল্প সম্পর্কে তুমি যা বুঝেছো নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
সৌভাগ্য	

প্রকৃতি	
বৈচিত্র্য	
ক্ষুদ্র	
বিচিত্র	
শ্রদ্ধা	
উৎসব	
বিচিত্র	
গৌরব	
বেলাভূমি	
প্রান্তর	
সাংগ্রাই	
স্বজন	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণবিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ল্প			
স্ব			
ক্স			
স্ন			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
শুভ ভাগ্য	
গর্ব করা হয় এমন	
বাংলাদেশে অধিবাসী	
যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন	
সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান	
মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ স্থান	
বারো বছর কাল	
যুগের পর যুগ	

বিপরীত শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
আপন		আনন্দ		কাছাকাছি		বাঙালি	
শ্রদ্ধা		নিজ		ভারি		সার্থক	
মিল		পূর্ণিমা		আসা		শত্রু	
দেশ		ভালবাসা		সৌভাগ্য		জন্ম	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
পাহাড়	
নদী	
আকাশ	
বাতাস	
সমুদ্র	
জননী	
স্নেহ	
আলো	

সার্থক	
প্রান্তর	
বন্ধু	
বিচিত্র	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
জন্মিয়াছি	
ঘুরিয়া	
করিব	
ফলাইবে	
হইল	
করিতে	
করিতেছে	
আগলাইয়া	
ভালোবাসিব	
করিলে	
তুলিতেছে	
বাচাইয়া	
রাখিয়াছে	

সংকল্প

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও :

১. সংকল্প কবিতার কবির নাম কি?
২. পাতাল ফেঁড়ে কোথায় নামবে?
৩. আকাশ ফেঁড়ে কে উঠবে?
৪. বিশ্বজগৎকে কবি কীভাবে দেখতে চান?
৫. চন্দ্র লোকের অচিনপুরে কিশোর কীভাবে যেতে চায়?
৬. কিশোর কেমন ঘরে থাকবে না?
৭. মানুষ কোথায় ঘুরছে?
৮. কবি কেমন ঘরে থাকবে না?
৯. কে জগৎটাকে দেখবে?
১০. মানুষ কোথায় ঘুরছে?
১১. কেন মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটছে?
১২. কিসের নেশায় বীর মরণ কে বরণ করছে?
১৩. হাউই চড়ে কিশোর কোথায় যেতে চায়?
১৪. চন্দ্র লোকের অচিনপুরে কিশোর কীভাবে যেতে চায়?

ক) শূন্যস্থান পূরন করঃ

১. থাকব না কো .....ঘরে।
২. কেমন করে ..... মানুষ।
৩. দেশ হতে দেশ .....।
৪. কিসের নেশায়..... করে।
৫. ..... যে বীর লাখে লাখে।
৬. কিসের আশায় ..... তারা।
৭. ..... মরণ যন্ত্রণাকে।
৮. হাউই চড়ে চায়..... কে।
৯. পাতাল ফেড়ে ..... ও .....।
১০. শুনব আমি, ... কোন।
১১. ..... হতে ..... উড়ে।
১২. উঠব আবার ..... ফুঁড়ে।
১৩. হাউই চড়ে চায়.....কে
১৪. পাতাল ফেড়ে .....এ।
১৫. ----------হতে ..... উড়ে।
১৬. উঠব আবার ..... ফুঁড়ে।

খ) সঠিক উত্তর দাওঃ

১. আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চাওয়া হয়েছে কেন?
ক) চাঁদে যাওয়ার জন্য
খ) সূর্য দেখার জন্য
গ) তারা দেখার জন্য
ঘ) আকাশের অজানা রহস্য জানার জন্য

২. কবি কি শুনতে চান?
ক) মঙ্গল গ্রহের ইঙ্গিত
খ) অমঙ্গলের ইঙ্গিত
গ) মায়ের ডাক
ঘ) প্রকৃতির ডাক

৩. আমাদের জাতীয় কবির নাম কি?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) আহসান হাবীব
ঘ) শামসুর রহমান

৪. কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) পশ্চিম বঙ্গে বর্ধমান জেলা
খ) রাউজান থানার বিনজুরি গ্রামে
গ) ঢাকা জেলায়
ঘ) বরিশাল জেলায়

৫. কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৫ শে বৈশাখ ১২৬৮
খ) ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬
গ) ২৬ শে বৈশাখ ১২৭০
ঘ) ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২০৬

৬. ইংরেজী কত সালে কবি কাজী নজরুল জন্ম গ্রহণ করে?
ক) ২৪ শে মে ১৭৯৯
খ) ২৫ শে মে ১৮৯৯
গ) ১৭ শে মে ১৭৭২
ঘ) ২৮ শে মে ১৮৯৯

৭. নিচের কোনটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ?
ক) অগ্নিবীণা
খ) এলাটিং বেলাটিং
গ) শেষের কবিতা
ঘ) ধুত্তুরি

৮. কবিতাংশটিতে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক) বীর
খ) কিশোর
গ) কবি
ঘ) বিম্ব

৯. লাখে লাখে কারা মরছে?
ক) সাধারন মানুষ
খ) বীর
গ) সৈনিক
ঘ) শাসক

১০. বীরেরা কী বরণ করছে?
ক) আনন্দ
খ) সুখ
গ) শান্তি
ঘ) মরণ-যন্ত্রণা

১১. বিশ্বজগৎ কীভাবে দেখার কথা বলা হয়েছে?
ক) মাথায়
খ) আয়নায়
গ) টিভিতে
ঘ) হাতের মুঠোয় পুরে

১২. আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চাওয়া হয়েছে কেন?
ক) চাঁদের যাওয়ার জন্য
খ) সূর্য দেখার জন্য
গ) তারা দেখার জন্য
ঘ) আকাশের অজানা রহস্য জানার জন্য

১৩. বরণ শব্দের অর্থ কী?
ক) অর্জন
খ) বর
গ) সাদরে গ্রহণ
ঘ) বর্জন

গ) সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান।
২. কবি জগৎটাকে ঘুরে ঘুরে দেখবে না।
৩. মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে।
৪. মানুষ এক জায়গাতে বসে আছে।
৫. কেমন করে লাখে লাখে বীর মরছে কবি তা জানতে চায়।
৬. মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটছে।
৭. চন্দ্রলোকে অচিনপুরে যেতে রিক্সা লাগবে।
৮. মঙ্গল হতে উড়ে আসে উট পাখি।
৯. কবি বিশ্ব জগৎকে হাতের মুঠোয় পুরে দেখবে।

১০. কবি পাতাল ফেড়ে নিচে নামবে আবার আকাশ ফুঁড়ে উঠবে।
১১. কবি কোন ইঙ্গিত শুনতে চান না।

ঘ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। সংকল্প কবিতাটি কে লিখেছেন?
২। কাজী নজরুল ইসলাম কবে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৩। বিদ্রোহী কবি নামে কে পরিচিত? তার একটি কবিতার নাম লিখ।
৪। কবি নজরুলের তিনটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম লিখ।
৫। কবি নজরুল কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
৬। কিশোর ছেলেটি বদ্ধ ঘরে থাকতে চায় না কেন?
৭। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
৮। মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে কেন ছুটছে?
৯। মৃত্যু যন্ত্রণাকে কারা অনায়াসে বরণ করে নিচ্ছে?
১০। অচিনপুর বলতে কী বুঝ?
১১। চন্দ্রলোকের অচিনপুর বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
১২। তুমি যদি চাঁদে যেতে চাও, তাহলে কিভাবে যেতে পারবে? লিখ।
১৩। মঙ্গল হতে কি উড়ে আসছে?
১৪। কিশোর পাতাল ফেড়ে কোথায় যেতে চায়?
১৫। বিশ্ব-জগৎ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
১৬। কিশোর পৃথিবীটাকে কী ভাবে দেখতে চায়?

ঙ) সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন? দুটি বাক্যে লিখ।
২। মানুষ দেশ হতে দেশান্তরে কেন ছুটছে? ৪টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ।
৩। বীর কেন মরণ যন্ত্রণাকে অনায়াসে গ্রহণ করছে? তা ৪টি বাক্যে লিখ।
৪। কবি কোথা থেকে আসা ইঙ্গিত শুনতে চান এবং তা কেন?
১। কবি আকাশে পাতালে কেন যেতে চান? চারটি বাক্যে লিখি।
২। কবি বিশ্বজগৎটাকে নিজের মুঠোয় পুরতে চান কেন? চারটি বাক্যে বুঝিয়ে বল।

শিক্ষা উপকরণ:

১. এলোমেলো লাইনগুলো ক্রমানুসারে প্রথম থেকে সাজিয়ে লেখো:

মরছে যে বীর লাখে লাখে
বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কিসের নেশায় কেমন করে
ছুটছে তারা কেমন করে
কিসেরে আশায় করছে তারা

২. নিম্নের তথ্যগুলো দিয়ে দুইটি বাক্য লিখ:

কৌতুহল	

বীর	
প্রতিজ্ঞা	

৩. নিম্নের খালিঘর পূরণ কর:

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি

৪. নিম্নের পেশাগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দাও:

পাইলট	
ডুবুরি	

৫. কবির জীবন কাল বর্ণনা কর:

জন্ম	স্থান:	মৃত্যু	স্থান:	কাব্যগ্রন্থ	১.
	সময়:		কাল:		২.
					৩.

'সংকল্প' কবিতা পড়ে গল্প সম্পর্কে তুমি যা বুঝেছ নিজের ভাষায় ৫টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ	প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
সংকল্প		জগৎ	
বদ্ধ		ঘূর্ণিপাক	
যুগান্তর		বীর	
দেশান্তর		লাখে লাখে	
বরণ		আশায়	
মরণ		পাতাল	
দু:সাহসী		মঙ্গল	
চন্দ্রলোক		বিশ্ব জগৎ	

অচিনপুর			
ফেড়ে			
ইঙ্গিত			
জগৎ			

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ন্ত			
ষ্ণ			
ন্দ			
শ্ব			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
এক যুগের পর আর এক যুগ	
এক দেশ থেকে আরেক দেশ	
অত্যাধিক সাহসী	
অনেকের মধ্যে একজন	
মরণের মতো যন্ত্রণা	
যেখানে চন্দ্র থাকে	
যে স্থান অচেনা	
তীব্র ইচ্ছা	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
সংকল্প	
বদ্ধ	
ইঙ্গিত	
জগৎ	
চন্দ্র	
হাত	
মানুষ	
মরণ	
বীর	
আশা	
আকাশ	
দেশ	
সাগর	
যন্ত্রণা	
স্বর্গ	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
আঁকিব	
দেখিব	
ঘুরিতেছে	

মরিতেছে	
ছুটিতেছে	
আসিতেছে	
চলিতেছে	
শুনিব	
খাইতেছে	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
আশা	
বীর	
পাতাল	
বদ্ধ	
দেশ	
উঠব	
দেশের	

সুন্দর বনের প্রাণী

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. বাংলাদেশের দক্ষিণে যে বন রয়েছে তার নাম কী?
২. সুন্দরবন বাংলাদেশের কোথায় গড়ে উঠেছে?
৩. কেওড়া সুন্দরীগাছ কোন বনে দেখতে পাওয়া যায়?
৪. বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে কী জড়িয়ে থাকে?
৫. রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সাথে কোন দেশের নাম জড়িয়ে থাকে?
৬. অস্ট্রেলিয়ার কথা বললে কোন প্রাণীর কথা মনে পড়ে?
৭. সিংহের কথা বললে কোন দেশের কথা মনে আসে?
৮. রয়েল বেঙ্গল টাইগার কী কী শিকার করে খায়?
৯. সুন্দরবনের কোন বাঘকে বিলুপ্তের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে?
১০. রাঙামাটি আর বান্দরবনের জঙ্গলে কী দেখতে পাওয়া যায়?
১১. এক সময় আমাদের দেশে প্রচুর কী দেখা যেত?
১২. কারা আকাশের অনেক উপরে বেড়ায়?
১৩. কোন হরিণের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ থাকে?
১৪. চিতাবাঘ ও ওলবাঘ কোথায় দেখা যেত?
১৫. বর্তমানে চিতাবাঘ ও ওলবাঘ কোথায় দেখা যায়?
১৬. সুন্দরবনের বাঘ দেখতে কেমন?
১৭. সুন্দরবনের কোথায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঘুরে বেড়ায়?
১৮. সুন্দরবনের বাঘের চালচলন কেমন?
১৯. সুন্দরবনের অমূল্য সম্পদ কী?
২০. গণ্ডার, হাতি, শুয়োর এখন আর কোথায় দেখা যায় না?
২১. শকুন কোথায় বাসা বাঁধে?
২২. শকুন কী খায়?
২৩. কীভাবে শকুন পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে?
২৪. কোন দেশের প্রাণিকুল কীভাবে জীবনধারণ করে?
২৫. বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি বিপর্যয় কেন নেমে আসে?
২৬. যে কোন দেশের জন্যই জীবজন্তু পশু পাখি কী?
২৭. বর্তমানে যেসব প্রাণী আছে সুন্দরবনে যেসব প্রাণীকে কিসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. বাংলাদেশের ..... রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দরবন
২. সমুদ্রের কোল ..... গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন।
৩. এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা.....ও ..... গাছের বন।
৪. বিশ্বের কোনো কোনো..... সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ..... নাম বা ..... নাম।
৫. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ..... বা রাজকীয় বাঘের নাম।
৬. এ বাঘ..... যেমন সুন্দর তেমনি..... ভয়ঙ্কর।
৭. সুন্দরবনের ভেজা স্যাঁত সেঁতে ..... এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়।
৮. এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের ..... হবে।
৯. কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে..... সাদা দাগ।
১০. কিন্তু..... এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি।
১১. যে কোনো দেশের জন্যই .....এক অমূল্য সম্পদ।
১২. প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলই সে দেশের ..... জীবন ধারণ করে।
১৩. যেসব প্রাণী আছে তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে ..... হবে।
১৪. এক সময় সুন্দর বনে প্রচুর ..... ছিল।
১৫. ..... দেখতে যে খুব সুন্দর পাখি তা কিন্তু নয়।

১৬. এরা উড়ে বেড়ায়..... অনেক উপরে।
১৭. প্রকৃতিতে যদি বিপর্যয় ঘটে তবে এদের জীবন ও ..... হয়।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা-
ক) ভারত
খ) বাংলাদেশ
গ) অস্ট্রেলিয়া
ঘ) আফ্রিকা

২. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?
ক) সিংহ
খ) হাতি
গ) বাঘ
ঘ) উট

৩. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?
ক) সিলেট ও খুলনায়
খ) ভাওয়াল ও মধুপুরে
গ) রাঙ্গামাটি ও বান্দরবনে
ঘ) উপরের সবখানে

৪. কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?
ক) ঈগল
খ) শকুন
গ) চিল
ঘ) কাক

৫. কোনটার বড় বড় শিং কোনটার গায়ে ফোটা ফোঁটা সাদা দাগ প্রাণিটির নাম কী?
ক) চিতাবাঘ
খ) চিত্রা হরিণ
গ) ভাল্লুক
ঘ) গন্ডার

৬. বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার-
ক) বান্দরবন
খ) সুন্দরবন
গ) শালবন
ঘ) গাজারিবন

৭. বিশ্বের কোন কোন প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কী?
ক) দেশের বা জায়গার নাম
খ) মানুষের নাম
গ) জাতির নাম
ঘ) নেতার নাম

৮. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোন প্রাণীর নাম?
ক) ক্যাঙ্গারু
খ) সিংহ
গ) রয়েল বেঙ্গল টাইগার
ঘ) হাতি

৯. নিচের কোন পাখিটি আকাশের অনেক উপরে উড়ে বেড়ায়?
ক) চড়ুই
খ) টুনটুনি
গ) বুলবুলি
ঘ) শকুন

১০. নিচের কোন প্রাণীটি সুন্দরবনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে?
ক) কুমির
খ) হরিণ
গ) রয়েল বেঙ্গল টাইগার
ঘ) চিতাবাঘ ও ওলবাঘ

ঘ) সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এক বিশাল প্রাসাদ।
২. বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম।
৩. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্যাঙ্গারু।
৪. রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার ভয়ঙ্কর।
৫. সুন্দরবনের শুকনো বনে এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়।
৬. বাঘ শিকার করে জীব জন্তু সুযোগ পেলে মানুষ ও খায়।
৭. সিংহের বড় বড় শিং থাকে।

৮. রাঙামাটি আর বান্দরবনের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।
৯. এক সময় সুন্দরবনে প্রচুর সিংহ ছিল।
১০. শকুন বাসা করে গাছের ডালে।
১১. প্রাণী বৃক্ষলতা প্রকৃতির দান তাকে ধ্বংস করতে নেই।
১২. প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল সে দেশের প্রাণীকুল জীবন ধারণ করে।
১৩. আমাদের দেশে এক সময় প্রচুর শকুন দেখা যেতে।
১৪. সুন্দরবনের শকুনের চলাফেরা রাজার মত।

ঙ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**
১. সুন্দরবন কোথায় অবস্থিত? কার কোল ঘেঁষে এর অবস্থান?
২. সুন্দরবনে কী কী ধরনের গাছ দেখা যায়? ৫টি গাছের নাম লিখ।
৩. কাঙ্গারু কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায়?
৪. তুলনামূলক সংখ্যাধিক্য সিংহ রয়েছে কোন দেশে ?
৫. বাংলাদেশের রাজকীয় বাঘের নাম লেখ। এর ২টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখ।
৬. রয়েল বেঙ্গল টাইগার কেমন পরিবেশে বাস করতে পছন্দ করে?
৭. রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শিকার কৌশল সম্পর্কে ২টি বাক্যে লিখ।
৮. অতীতে সুন্দরবনে দেখা যেত এমন ২টি বাঘের নাম লিখ।

চ) **বড় প্রশ্ন:**
১. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কারা অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে?
২. সুন্দরবনে প্রাণীকূল কেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে?
৩. আমরা কিভাবে সুন্দরবনের প্রাণীদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে পারি? তা দুটি বাক্য বুঝিয়ে বল।
৪. বিলুপ্ত ও বিলুপ্ত প্রায় এর মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. চিতাবাঘ সম্পর্কে ২টি বাক্যে লিখ।

শিক্ষা উপকরণ:

১. নিম্নের খালি জায়গাগুলো সঠিক তথ্য দিয়ে পূরণ কর:

এক সময়ে সুন্দর বনে ছিল	
	বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ
এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে	
সুন্দর বনে বাঘ ছাড়াও আছে	
চিত্রা হরিণের গায়ে রয়েছে	
	ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর হাতি দেখতে পাওয়া যায়।
যেকোনো দেশের জন্যই	
	এক সময় দেখা যেত
আকাশের অনেক উপরে	
	পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে
বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি	
প্রকৃতি ধ্বংস করলে নেমে আসে	
	প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে
প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটলে	
	পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে

২. নিচের প্রাণীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর:

রয়েল বেঙ্গল টাইগার	
ক্যাঙ্গারু	
শকুন	
চিত্রা হরিণ	

৩. নিচের প্রদত্ত কথাগুলো সাজিয়ে বর্ণনা কর:

বাংলাদেশের বিখ্যাত "রাজকীয় বাঘ" সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য কর ধারাবাহিক ভাবে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে:

* সুন্দরবনে ভেজা স্যাঁতসোঁতে গোলপাতার বনে এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়।
* রাজকীয় বাঘ বাংলাদেশের ঐতিহ্য বহন করে।
* শিকার করে জীবজন্তু; সুযোগ পেলে মানুষ ও খায়।
* রাজকীয় বাঘের অপর নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
* এ বাঘের চালচলন রাজার মতন।

৪. নিচের শব্দগুলো সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লিখ:

গণ্ডার:	
সুন্দরবন:	
হাতি	

৫. 'সুন্দরবনের প্রাণী' গল্পটি পড়ে তুমি যা বুঝেছো তা নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
অপার	
সম্ভার	
রয়েল	
ভয়ঙ্কার	
অমূল্য	
বিলুপ্তপ্রায়	
পরিমন্ডল	
অনন্য	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ঙ্ক			
প্ত			
চ্ছ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না	
যা বিলুপ্ত হতে চলেছে এমন	
যা লোপ পেয়েছে	
প্রয়োজন নেই এমন	
প্রাণ আছে এমন	
বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি	
আকাশে চড়ে বেড়ায় যে	
যা খাওয়া যায় না	
আবহাওয়া সম্পর্কিত বিবরণ	

বিপরীত শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
রাজা	
বড়	
সুন্দর	
অমূল্য	
ধ্বংস	
পরিচ্ছন্ন	
প্রয়োজন	
প্রচুর	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
ধ্বংস	
বন্যা	

খরা	
বিপর্যয়	
বৃক্ষলতা	
প্রকৃতি	
সম্পদ	
বিলুপ্তি	
বিশ্ব	
পরিচ্ছন্ন	
প্রচুর	
সুন্দর	
সমুদ্র	
হাতি	
পাখি	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
ঘোষিয়া	
উঠিয়াছে	
রহিয়াছে	
হইল	
জড়াইয়া	
ভাঙ্গিয়া	
পড়িয়া	

ক) বিরাম চিহ্ন বসাও: (।, ? ! ঃ)

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দরবন সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী জীবজন্তু

প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান তাকে ধ্বংস করতে নেই ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয় বন্যা খরা ঝড় ইত্যাদি

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ কোনটার বড় বড় শিং কোনটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ এদের বলে চিত্রা হরিণ এক সময় সুন্দরবনের প্রচুর গণ্ডার ছিল ছিল হাতি ছিল বুনো শুয়োর এখন এসব প্রাণী আর নেই তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবনের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়

কে,কি,কারা,কখন,কোথায় দিয়ে প্রশ্ন তৈরী কর:

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দরবন। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম যেমন ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার কথা, সিংহ বললেই মনে ভেসে ওঠে আফ্রিকার কথা, একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। এরা উড়ে বেড়ায় আকাশে অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

হাতি আর শেয়ালের গল্প

ক) এক বাক্যে প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?
২. মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?
৩. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?
৪. শিয়াল কীভাবে বনের পশু পাখিকে রক্ষা করল?
৫. হাতি আসার পূর্বে বনের পরিবেশ কেমন ছিল?
৬. শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশু পাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।
৭. অত্যাচারী ও অহংকারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হল?
৮. হাতি আর শেয়ালের গল্পেটিতে মানুষ কোথায় থাকত?
৯. জঙ্গলে ঢুকে পড়া হাতির অহংকার কী নিয়ে ছিল?
১০. হাতির মেজাজ কেমন ছিল?
১১. হাতিটির চিৎকার শুনে গুররে পোকার দল কোথায় লুকিয়ে ছিল?
১২. মেদিনী অর্থ কী?
১৩. বনের সবাই কার ভয়ে তটস্থ থাকে?
১৪. বনে সবার মনে শান্তি নেই কেন?
১৫. বনের সব প্রাণী সিংহের গুহায় কেন জড়ো হয়েছিল?
১৬. বনের সবাই মিলে কাকে সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব দিলেন?
১৭. শিয়াল ভয়ে ভয়ে কার আস্তানায় উপস্থিত হয়েছিল?
১৮. শিয়াল কাকে শক্তি শালী প্রাণী বলেছিল?
১৯. শিয়ালের ভাষ্য মতে বনের সবাই কেন হাতিকে বরণ করে নিতে চায়?
২০. হাতিটা কেন পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল?
২১. শিয়াল কেন হাতিটিকে নদীতে এনে ছিল?
২২. হাতি আর শিয়ালের গল্প হিতোউপদেশ কী ছিল?

খ) **শূন্যস্থান পূরণ:**

১. বনে বনে পশুদের ..... রাজত্ব।
২. হাতির গায়ে ..... অসীম শক্তি।
৩. বনের নতুন অতিথি..... ।
৪. হাতির হুঙ্কারে ইঁদুর মাটির তলায় .....।
৫. বনের সব প্রাণি সলা-পরামর্শ.....।
৬. শিয়াল লেজ গুটিয়ে হাতিকে .....।
৭. হাতি একটু একটু করে পানিতে .....।
৮. মানুষ তখন একটু একটু করে ..... হচ্ছে।
৯. হাতিটির সে কী .....।
১০. নতুন ..... এসেছে, সবাই ..... জানানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।
১১. বনের সবাই ..... তটস্থ শঙ্কিত।
১২. দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও .....।
১৩. শেষে ..... শিয়ালের উপরে ভার দিল।
১৪. আপনি তো বনের সবচেয়ে ..... প্রাণী।
১৫. ..... নদীতে ঝাঁপ দিল।
১৬. এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ শান্তিতে ..... পারিনি।

গ) **সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর:**

১. বনে বনে চলছে মানুষের রাজত্ব।

২. হাতিটার শুঁড় এতোটাই লম্বা যে আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে।
৩. হাতিটা ছিল খুব শান্ত।
৪. বনের কেউ হাতিটিকে পছন্দ করত না।
৫. এক সন্ধ্যায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো বাঘের গুহায়।
৬. শিয়াল লেজ গুটিয়ে হাতিকে সালাম দিল।
৭. শিয়াল হাতিকে বলল আমি নৌকা দিয়ে নদী পার হচ্ছি।
৮. অহংকার পতনের মূল।

ঘ) সঠিক উত্তর দাও:

১. হাতিটির মেজাজ কেমন ছিল?
ক) ভদ্র
খ) শান্ত
গ) তিরিক্ষি
ঘ) ভালো

২. হাতিটির হুঙ্কারে বনের পাখি কি করছিল?
ক) মাটিতে লুকালো
খ) উড়ে গেল
গ) কিচির মিচির শুরু করল
ঘ) ডানা ঝাপটালো

৩. শিয়াল ভয়ে ভয়ে কার আস্তানায় উপস্থিত হলো?
ক) বাঘের
খ) হাতির
গ) সিংহের
ঘ) সাপের

৪. হাতিটি কোথায় তলিয়ে গেল?
ক) নদীতে
খ) সমুদ্রে
গ) চোরাবালিতে
ঘ) পুকুরে

৫. বনের পশু-পাখির জীবন কেমন কাটছিল?
ক) কষ্টে
খ) সুখে
গ) শান্তিতে
ঘ) ঘুমিয়ে

৬. হাতি কিভাবে বনে ঢুকেছিল?
ক) ভয়ে
খ) তাড়া খেয়ে
গ) খুশিতে
ঘ) আনন্দে

৭. হাতি বনে ঢুকে কি শুরু করেছিল?
ক) তোলপাড়
খ) নৃত্য
গ) গান
ঘ) লাফালাফি

৮. মাটির তলায় কারা লুকিয়ে ছিল?
ক) পিপঁড়া
খ) কেঁচো
গ) গুবরে পোকা
ঘ) পোকা

৯. শিয়াল কীভাবে হাতিকে শায়েস্তা করল?
ক) বুদ্ধি দিয়ে
খ) পরামর্শ দিয়ে
গ) উপদেশ দিয়ে
ঘ) বিনয় দিয়ে

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. এই গল্পে শান্তিময় দিন কখন ছিল?
২. বনের মধ্যে তখন কাদের রাজত্ব ছিল?
৩. বনের মধ্যে হঠাৎ একদিন কী ঢুকে পড়েছিল?
৪. কার পা গুলো বট-পাকুড় গাছের মতো মোটা?

৫. মস্ত হাতিটা সম্পর্কে দুটি বাক্যে লেখ।
৬. বনের মধ্যে কে শক্তিধর প্রাণী ছিল?
৭. মস্ত হাতিটির কী নিয়ে অহংকার ছিল?
৮. তিরিক্ষি বলতে কী বুঝ লেখ।
৯. হাতিটা বনে ঢোকার পর কী ঘটেছিল?
১০. কারা নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল?
১১. কেন মেদিনী কেঁপে উঠেছিল?
১২. কে নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করল এবং কেন?
১৩. কে অমিত শক্তিধর থাকার পরেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিল?
১৪. তটস্থ বলতে কী বুঝ লেখ।
১৫. বনে কারো মনে শান্তি ছিলনা কেন?
১৬. বনের সব প্রাণী সিংহের গুহায় হাজির হয়েছিল কেন?
১৭. বনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে কার উপর দায়িত্ব পড়েছিল?
১৮. শেয়াল হাতিকে কীভবে শান্তি দিয়েছিলো দুটি বাক্যে লিখ।

চ) **সৃজনশীল:**

১. মানুষ কখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে এবং মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করছে তা নিজের ভাষায় লেখ।
২. বনে পশুদের উপর অশান্তি নেমে আসার কারণ বর্ণনা কর
৩. অন্য পশুপাখিদের সাথে হাতিটি কীরুপ আচরণ করত তা বর্ণনা কর।
৪. বনের পশুপাখিদের রক্ষার্থে কার উপর দায়িত্ব পড়েছিলো এবং কেন?
৫. শেয়াল হাতিকে শিক্ষা না দিলে বনের প্রাণীদের অবস্থা কী হতো লেখ।
৬. এই গল্পটির মূল বিষয়বস্তু সমন্ধে পাঁচটি বাক্যে লেখ।

শিক্ষা উপকরণ:

১। হাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল লেখ:

২। হাতি বনে ঢোকার আগে বনের অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। **বনের প্রাণীদের উপর অশন্তি নেমে আসার কারনগুলো লেখ।**

৪। **অহংকার পতনের মূল বলতে কি বুঝ লেখ।**

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

৫। শেয়ালের বুদ্ধিমাত্তা বর্ণনা দাও।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

৬। হাতির সহিংসতার/নির্মমতার ব্যাখ্যা দাও।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

৭। নিম্নের খালি জায়গায় সঠিক তথ্য দিয়ে খালি জায়গাগুলো পূরণ করঃ

ক	খ
কার পাগুলো বট পাকুড় গাছের মতো মোটা?	
	তিরিক্ষি বলতে কি বুঝ লেখ।
কেন মেদিনী কেঁপে উঠেছিলো	

৮। হাতি ও শেয়ালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

হাতি	শেয়াল

৯। নিম্নে হাতির নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্যে লেখ।

১০। বনের অশান্তির বর্ণনা দাও।

_____

_____

_____
_____
_____
_____

১১. হাতি আর শেয়ালের গল্পটি পড়ে তুমি যা বুঝেছো তা নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
দিগন্ত	
তিরিক্ষি	
অহংকার	
তুলকালাম কাণ্ড	
হুঙ্কার	
মেদিনী	
তটস্থ	
শঙ্কিত	
নিরীহ	
লোকালয়	
শক্তিধর	
আস্তানা	
উদগ্রীব	
সমস্বরে	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ণ্ড			
ক্ষ			
ঙ্ক			
স্থ			
ক্ত			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
বাধা পেয়ে ফিরে আসা প্রতিধ্বনি	
বিন্দুর মতো ছোট	
শক্তি আছে যার	
বিনীত নয় যে	

অহংকার নেই যার	
প্রবল প্রতাপের সঙ্গে	
সবাই মিলে এক সাথে বলা	
নিজেকে অনেক বড় মনে করে যে	
আকাশ যেখানে মাটির সাথে মিশে গেছে	
খারাপ মেজাজ	
যেখানে মানুষ বসবাস করে	
আগমনের জন্য অভিবাদন	
যে অনেক শক্তি ধারণ করে	

বিপরীত শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
সুন্দর	
অহংকার	
ভয়	
স্বাধীন	
মস্ত	
অসীম	
নিরীহ	
মুক্ত	
নিশ্চিত	
সভ্য	
ভয়	
শান্তি	
ধ্বনি	
শক্তিশালী	
আগের	
নতুন	
দূরে	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	**সমার্থক শব্দ**
বন	
আকাশ	
পাখি	
হাতি	
মেদিনী	
রাজা	
নদী	
শরীর	
গাছ	
শঙ্কিত	
পানি	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
হইতেছে	
পড়িল	
আসিয়াছে	
কাটিতেছিল	
উঠিল	
করিল	
বসিল	
বাঁচাইব	

কে, কী, কখন, কেন ও কারা দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করণ:

একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল আপনি তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনি বনের রাজা। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।

ফুটবল খেলোয়ার

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. ইমদাদ হক কী খেলোয়াড়?
২. মেসের চাকর কেন হয়রান হয়?
৩. ফুটবল খেলে কে পঙ্গু হয়?
৪. বাতাসের আগে বলে কোথায় ছুঁড়িয়া যায়?
৫. ইমদাদ হক সন্ধ্যা বেলায় খেলার মাঠে কী করে?
৬. বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে কী করে?
৭. দর্শক দল কবে খেলা দেখে আনন্দ পায়?
৮. ইমদাদ হক কী খেলে?
৯. হাতে পায়ে কার শত আঘাতের ক্ষত থাকে?
১০. ইমদাদ হক কীভাবে মেসের ঘরে আসে?
১১. মেসের চাকর হয়রান হয়ে কী করে?
১২. দৈনিক পত্রিকা খুলে কিসের সংবাদ দেয়?

খ) শূণ্যস্থান পূরন কর:

১. হাতে পায়ে মুখে শত---------- ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
২. মালিশ মাখিছে প্রতি ---------- কাত হয়ে বিছানাতে।
৩. মেসের চাকর হয় ---------- সেঁক দিতে ভাঙ্গ হাড়ে।
৪. ফুটবল টিমে ---------- লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।
৫. সারারাত শুধু ছটফট করে ---------- ডাক ছাড়ে ।
৬. ---------- খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে।
৭. বাম পায়ে বল ---------- করে ডান পায়ে মারে ঠেলা।
৮. ভাঙা দুটি পায়ে ---------- ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি।
৯. দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে ---------- কবে।
১০. সকালে সকলে ---------- খুল ---------- পড়ে।
১১. ---------- কেটে যায় আর তার চিৎকার করি ডাকি।
১২. প্রভাত বেলায় ----------লইতে ছুটে যাই তার ঘরে।
১৩. মোদের ----------ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে।
১৪. বাম পায়ে বল ---------- করে ডান পায়ে মারে ঠেলা ।
১৫. ভাঙা কয়খানা পায়ে তার ---------- করিছে খেলা।
১৬. মারো জোরে ---------- ভিতরে বলেবে ছুঁড়িয়া দাও।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১। ইমদাদ হক কি খেলোয়াড়?

ক) ক্রিকেট
খ) হকি
গ) ফুটবল
ঘ) হাডুডু

২। ফুটবল খেলোয়াড় কবিতাটিতে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ক) কবি
খ) ইমদাদ হক
গ) মেসের চাকর
ঘ) দর্শক

৩। কবিকে কারা উপহাস করছে?

ক) খাটিয়া
খ) ঘর
গ) মালিশের শিশি
ঘ) টেবিল

৪। মালিশের শিশিগুলো কোথায় রাখা আছে?

ক) ঘরের কোনে
খ) টেবিলের উপর
গ) বিছানায়
ঘ) বাইরে

৫। ইমদাদ হকের রাত কীভাবে কাটে?

ক) চিৎকার করতে করতে
খ) গান গাইতে গাইতে
গ) ফুটবল খেলতে খেলতে
ঘ) পড়তে পড়তে

৬। ফুটবল খেলোয়ার কবিতাটিতে কার খ্যাতি প্রকাশ পেয়েছে?

ক) দর্শকের
খ) ইমদাদ হকের
গ) কবির
ঘ) ফুটবলের

৭। সকালে সকলে কী খুলে মহা আনন্দে পড়ে?

ক) দৈনিক
খ) দরজা
গ) জানালা
ঘ) ম্যাগজিন

৮। কবি কখন ছুটে যান ইমদাদ হকে ঘরে?

ক) প্রভাতে
খ) বিকেলে
গ) সন্ধ্যায়
ঘ) রাতে

৯। ইমদাদ হক কোথায় থাকত?

ক) মামারবাড়ি
খ) মেসে
গ) নিজের বাড়ি
ঘ) চাচার বাড়ি

১০। প্রভাত শব্দের অর্থ কী?

ক) সকাল
খ) দুপুর
গ) বিকেল
ঘ) রাত

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. সন্ধ্যা বেলায় ইমদাদ হক গান করে।
২. মেসের চাকর লবেজান সেঁক দেয় ভাঙা হাড়ে।
৩. সারারাত মেসের চাকর হাসি ঠাট্টা করে।
৪. প্রভাত বলায় ইমদাদের বিছানা শূন্য পরে থাকে।
৫. টেবিলের মধ্যে ছোট ছোট বাটি থাকে।
৬. ভাঙা দুটি পা দিয়ে খেলে ইমদাদ হক।
৭. ইমদাদ হকের মত খেলা কমই নজরে পড়ে।
৮. ইমদাদ হকের হাতে পায়ে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি।
৯. কাত হয়ে প্রতি গিটে গিটে ক্রিম মাখিছে।
১০. ভাঙা দুটি পা দিয়ে খেলে ইমদাদ হক হেরে যায়।
১১. মাঠ থেকে দর্শকদল ফিরে চলেছে মহা কলরব করে।
১২. খোলা শেষে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইমদাদ মেসে ফিরে।
১৩. ইমদাদ হকের মত খেলা কমই নজরে পড়ে।
১৪. মাঠ থেকে দর্শকদল ফিরে চলছে মহা-কলরবে।
১৫. ছ মাসের জন্য ইমদাদ হক পঙ্গু হয়ে বিছনাতে পড়ে থাকে।

ঙ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১. ইমদাদ হক পেশায় কী ছিলেন?
২. ইমদাদ হক কেন শত আঘাতেও খেলা বন্ধ করতেন না?
৩. ইমদাদ হকের খেলার ধরন সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখ।
৪. ইমদাদ হক সারা রাত ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়তেন কেন?
৫. টেবিলের উপ মালিশের শিশিগুলো উপহাস করছে কেন?
৬. কবি সন্ধ্যে বেলায় খেলার মাঠে ইমদাদ হককে দেখে বিস্মিত হতেন কেন?
৭. ইমদাদ হক কী পণ করে খেলায় জিততেন?
৮. মেসের চাকর কেন হয়রান হয়ে যেতেন?
৯. সকালে দৈনিক পত্রিকা খুলে সবাই কী দেখতে পান?
১০. খেলার জন্য কোন কিছু ইমদাদ হককে বসিয়ে রাখতে পারতো না কেন দুটি বাক্যে লেখ।

চ) **বড় প্রশ্ন:**

১. কবিতার মূলভাব নিজের ভাষায় লেখ।
২. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলায় জেতার যে প্রচেষ্টা তা চারটি বাক্যে লেখ।
৩. ইমদাদ হকের আঘাতের ক্ষতে পটি বাঁধা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তিনি বল নিয়ে বজ্রের মতো খেলতেন বর্ণনা কর।
৪. প্রভাতে ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য থাকে কেন এবং কে তার খবর নিতে যেতেন?
৫. ইমদাদ হকের খেলায় জয় দেখে দর্শকরা কী মত পোষণ করতেন বর্ণনা কর।

শিক্ষা উপকরণ:

১. নিম্নোক্ত শব্দগুলো সম্পর্কে লেখ।

ইমদাদ হক	১।
	২।
	৩।
লবেজান	১।
	২।
	৩।
ছটফট	১।
	২।
	৩।
মালিশের শিশি	১।
	২।
	৩।
উপহাস	১।
	২।
	৩।

২. কবিতার লাইনগুলো সাজিয়ে লেখ।

হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়
মালিশ মাখিছে প্রতি গিটে গিটে কাৎ হয়ে বিছানাতে।
সন্ধ্যাবেলায় দেখিবে তাহার পটি বাঁধি পায়ে হাতে,

৩. নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে কবিতাটি বুঝিয়ে লেখ।

ইমদাদ হক	ড্রিবলিং	বজ্র করিছে খেলা	চালাও চালাও	বলেরে ছুড়িয়া দাও

৪. খেলোয়াড়ের জীবনী বর্ণনা কর:

৫. ফুটবল খেলোয়ার কবিতাটি পড়ে কবিতা সম্পর্কে তুমি যা বুঝেছো তা নিজের ভাষায় ৫টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
ক্ষত	
পটি	
মালিশ	
ড্রিবলিং	
বজ্র	
কোলাহল	
মহাকলরব	
বিস্ময়	
কভু	
খ্যাতি	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ন্ত্র			
ন্দ্র			
শ্ব			
ম্ভ			

ন্দ			
প্র			
ঙ্গ			
প্ত			
ন্ন			
ক্ষ			
ধ্ব			
র্য			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
দিন ও রাতের মিলনকাল	
বিভিন্ন ব্যক্তি চাঁদা দিয়ে যেখানে একত্র বাস ও আহার করে	
চলাচল করার শক্তি যার নেই	
সশব্দে বিদ্যুৎ প্রকাশ	
যিনি দেখেন	
অনেক মানুষের শোরগোল	
ভীষণ চিৎকার	
খেলাধুলা করেন যিনি	
খ্যাতি আছে যার	
ঘুম নেই যার	
বিনীত নয় যে-	
অহংকার নেই যার	
যা কষ্টে ভেদ করা যায়	
একের সঙ্গে অন্যের	

বিপরীত শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ক্ষত	
জয়	
আনন্দ	
স্বপ্ন	
ভাঙা	
শূন্য	
কাঁদে	
ছোট	
আগে	
ভেতরে	
সকাল	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
ভাগ্য	
উপহাস	

জয়	
রাত	
খবর	
প্রভাত	
চাকর	
মাঠ	
পা	
বাতাস	
হাত	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
লইতে-	
তাহারা	
ছুড়িয়া	
ফিরিয়া-	
পূর্বেই	
দেখিবে	
মাখিতেছে	
দেখিতে	
পড়িয়া	
খেলিয়াছেন	
চলিতেছে	

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. ইপিআর এর পুরো নাম কি?
২. গোয়ালহাটি গ্রামে কারা টহল দিচ্ছিলেন?
৩. নান্নু মিয়ার গায়ে কী এসে লাগে হঠাৎ?
৪. নূর মোহাম্মদ শেখ কাকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন?
৫. মর্টারের কয়টা গোলা এসে নূর মোহাম্মদের পায়ে লাগল?
৬. মহিষখোলা গ্রামে কোন বীরশ্রেষ্ঠের জন্ম হয়?
৭. মুন্সী আবদুর রউফ কোন বাহিনীর ছিলেন?
৮. ফরিদপুর জেলায় কোন বীরশ্রেষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন?
৯. পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গেল?
১০. মুন্সী আবদুর রউফ নিজের জীবন দিয়ে কিসের দায়িত্ব নিলেন?
১১. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের মতো কে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন?
১২. মংলা বন্দর দখল করে নিয়েছে কোন দুটি জাহাজ?
১৩. বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্সনায়ক মুন্সী আবদুর রউফ ফরিদপুর জেলার কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?
১৪. তিনি ইপিআরে কিভাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন?
১৫. মুক্তিসেনারা আক্রমণ করার জন্য কোথায় অবস্থান করেছিল?.
১৬. পাকিস্তানের সৈন্যদের কাছে কী ছিল?
১৭. আবদুর রউফ কেন শত্রুদের রুখে দিলেন?
১৮. নূর মোহাম্মদ শেখ কবে জন্মে গ্রহণ করে ছিলেন?
১৯. তার কিসের প্রতি আগ্রহ ছিল?
২০. কখন তিনি ইপিআর এ যোগ দেন?
২১. ইপিআর কী?
২২. যশোরের কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা টহল দিচ্ছিল?
২৩. টহলরত মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে কে ছিলেন?
২৪. পাকিস্তানি সেনারা কী করে তাদের ঘিরে ফেলে?
২৫. নূর মোহাম্মদ কেন বারবার অবস্থান পরিবর্তন করছিলেন?
২৬. কীভাবে তিনি মারা যান?
২৭. কোথায় আবদুর রউফের লাশ সমাহিত করা হয়?
২৮. রুহুল আমীন কবে মারা যান?
২৯. মুক্তিযোদ্ধাদের কোন নৌজাহাজ মংলাবন্দর দখল করে?
৩০. রুহুল আমিন ও তাঁর দল কোন নদী বেয়ে খুলনার দিকে যাচ্ছিল?
৩১. রুহুল আমিন কোথায় চির নিদ্রায় শায়িত আছেন?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. --------- বয়সে হঠাৎ করে তার বাবা-মা মারা গেলেন।
২. যোগ দিলেন ইপি আর এ অর্থাৎ ..... এ।
৩. ---------- গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ ---------- ।
৪. তিনদিক থেকে ---------- সেনারা তাঁদের ঘিরে ফেলে।
৫. ---------- তুলে নিলেন আর অন্য হাতে গুলি চালাতে লাগলেন।
৬. কৌশল হিসেবে বার বার নিজের ---------- পরিবর্তন করতে থাকলেন।
৭. হঠাৎ মার্টারের একটা ..... এসে লাগল তাঁর পায়ে।
৮. ১৯৭১ সালে ---------- ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি।
৯. দেশের এ ---------- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।
১০. রুহুল আমিন বি এন এস পলাশের ---------- ছিলেন।
১১. এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে ---------- বয়ে ---------- এনেছেন ---------- গৌরব।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ গল্পে কয়জন বীরশ্রেষ্ঠর কথা বলা হয়েছে?

ক) ৪ জন
খ) ৩ জন
গ) ২ জন
ঘ) ৫ জন

২. ইপিআর বাহিনীতে মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন কে?

ক) নূর মোহাম্মদ শেখ
খ) রুহুল আমিন
গ) মন্সী আবদু রউফ
ঘ) নান্নু মিয়া

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গেল?

ক) ৫টি
খ) ২টি
গ) ৬টি
ঘ) ৭টি

৪. নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালে কত তারিখে শহিদ হন?

ক) ৫ই সেপ্টেম্বর
খ) ৮ই এপ্রিল
গ) ১০ ই ডিসেম্বর
ঘ) ৮ই মে

৫. মুন্সী আবদু রউফ কবে শহিদ হন?

ক) ১৯৭১ সালের ১০ ই ডিসেম্বর
খ) ১৯৭২ সালে ৮ই মার্চ
গ) ১৯৭৩ সালের ১০ ই ডিসেম্বর
ঘ) ১৯৭৪ সালে ৮ই মার্চ

৬. রাঙামাটি জেলায় কাকে সমাহিত করা হয়?

ক) নূর মোহাম্মদ শেখ
খ) মন্সী আবদু রউফ
গ) রহুল আমিন
ঘ) মতিউর রহমান

৭. খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা-

ক) নূর মোহাম্মদ শেখ
খ) মুন্সী আবদু রউফ
গ) মতিউর রহমান
ঘ) রুহুল আমিন

৮. কোন দিন বিজয় দিবস পালিত হয়?

ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি
খ) ২৬ শে মার্চ
গ) ১৬ই ডিসেম্বর
ঘ) ১৪ ই ডিসেম্বর

৯. কার ডান হাতটি উড়ে গিয়েছিল?

ক) রুহুল আমিনের
খ) মুন্সী আবদু রউফের
গ) নান্নু মিয়ার
ঘ) নীর মোহাম্মদ শেখের

১০. হঠাৎ একটা গোলার আঘাতে কে শহিদ হন?

ক) মোস্তফা কামাল
খ) রুহুল আমিন
গ) মুন্সী আব্দুর রউফ
ঘ) নূর মোহাম্মদ শেখ

১১. বাব-মা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ শেখ কিসে যোগ দিলেন?

ক) বাংলাদেশে রাইফেলসে
খ) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
গ) বাংলাদেশ নিভিতে
ঘ) কোনটিই না

১২. মহালছড়ির বুড়িঘাট এলাকার কোন খালের পাশে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেয়?

ক) কলাখাল
খ) লালাখাল
গ) রাংড়িয়াল
ঘ) চিংড়িখাল

১৩. কোন দেশের সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করে?

ক) পাকিস্তানের
খ) ভারতের

গ) বাংলাদেশের
ঘ) ইংল্যান্ডের

১৪. তারা সাথে নিয়ে আসেন কয়টি স্পিটবোর্ড?
ক) ২টি
গ) ৩টি
খ) ৫টি
ঘ) ৭টি

১৫. কে দায়িত্ব নেয় সবাইকে রক্ষা করার?
ক) আবদুল হাদি
গ) আবদু রউফ
খ) নাইমুল হক
ঘ) সেলিম খান

১৬. কাদের তিনি ঘরে যেতে বললেন?
ক) সহযোদ্ধাদের
গ) বন্ধুদের
খ) শত্রদের
ঘ) বাচ্চাদের

১৭. কাদের আক্রমণে পাকিস্তানের স্পিডবোট ডুবে গেল?
ক) মুক্তিযোদ্ধাদের
গ) পাকিস্তানিদের
খ) বিহারিদের
ঘ) ইংরেজদের

১৮. আবদুর রউফ কি হাতে তুলে নিলেন?
ক) মেশিন
গ) মেশিনগান
খ) ছুড়ি
ঘ) বন্ধুক

১৯. বীরের রক্তে কী রঞ্জিত হলো?
ক) বাতাস
গ) পানি
খ) মাটি
ঘ) আকাশ

২০. আবদুর রউফকে কীসের উপর সমাহিত করা হয়?
ক) পাহাড়পুর উপর
গ) টিলার উপর
খ) গাছের উপর
ঘ) পানির উপর

২১. মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বি এন এস পলাশ এবং বিএন এন পদ্ম কোন বন্দর দখল করে?
ক) পায়রা বন্দর
গ) নদী বন্দর
খ) চট্টগ্রাম বন্দর
ঘ) মংলা বন্দর

২২. কোন নদী বেয়ে খুলনার দিকে ধেয়ে আসছেন তারা?
ক) তিতাস নদী
গ) ভৈরব নদী
খ) পদ্মা নদী
ঘ) মেঘনা নদী

ঘ) **সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করঃ**

১. ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বিজয় দিবস।
২. নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি রুহুল আমিনের প্রবল অনুরাগ ছিল।
৩. ময়নামতি গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা।
৪. অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া।
৫. একটা গুলি এসে হঠাৎ নান্নু মিয়ার গায়ে লাগে।
৬. ১৯৪৩ সালে রুহুল আমিনের জন্ম।
৭. ছেলে বেলায় মুন্সী আব্দুর রউফ অনেক দুরন্ত ছিলেন।
৮. বাংলাদেশে মোট ৬জন বীরশ্রেষ্ঠ ।
৯. মুন্সী আবদুর রউফ নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন।

১০. বোমারু বিমান থেকে ২টি বোমা এসে পড়ে।
১১. ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি।
১২. রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো নূর মোহাম্মদ শেখের।
১৩. মর্টারের গোলা মুন্সি আব্দুর রউফের পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।
১৪. নূর মোহাম্মদ শেখ বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।
১৫. কিশোর বয়সে নূর মোহাম্মদ শেখের বাবা-মা মারা গেছে।
১৬. তিন দিক থেকে ডাকাতের দল আক্রমণ করেছিল।
১৭. অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া।
১৮. নূর মোহাম্মাদ শেখের সাথে পাঁচ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ।
১৯. ১৯৩৬ সনের ২৬ শে ফেব্রুয়ারিতে নূর মোহাম্মদ শেখ জন্ম গ্রহণ করেন।
২০. ১৯৪৩ সালে রুহুল আমিনের জন্ম।
২১. ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের উপর আক্রমণ করে।
২২. মুক্তিযোদ্ধারা বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন।
২৩. মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাতটি স্পিডবোট আর ২টি লাইফবোর্ড ছিল।
২৪. বীরের রক্ত স্রোতে রঞ্জিত হল মাটি।
২৫. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফের সমাধিকে পরবর্তী সময় স্মৃতিস্তম্ভে রুপান্তরিত করে সরকার।
২৬. ডিসেম্বরের ১০ তারিখে মুক্তিযোদ্ধারে নৌজাহাজ মংলা বন্দর দখল করে নিয়েছিল।
২৭. মুক্তিযোদ্ধারা ভৈরব নদী বেয়ে যশোর যাচ্ছিলেন।
২৮. খুলনায় শিপইয়ার্ডের ছাদে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. নূর মোহাম্মদ শেখের কিসের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল?
২. বাবা-মার মৃত্যুর পর নূর মোহাম্মদ কোথায় যোগ দিলেন?
৩. ছুটিপুর ক্যাম্পটি কাদের আস্তানা ছিল?
৪. নূর মোহাম্মাদ কোথায় নেতৃত্বে ছিলেন?
৫. নান্নু মিয়ার পরিচয় দাও।
৬. নূর মোহাম্মদ শেখ কাকে কাঁধে তুলে নেন? কেন?
৭. কে বারবার অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন? কেন?
৮. নূর মোহাম্মদ শেখের জন্ম পরিচয় দাও।
৯. মুন্সী আব্দুর রউফের জন্ম পরিচয় দাও।
১০. মুন্সী আব্দুর রউফ কী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন?
১১. ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল কেন? দুটি বাক্যে লিখ।
১২. মুন্সী আব্দুর রউফসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী নৌসেনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য কোথায় অবস্থান গ্রহণ করেন?
১৩. পাকিস্তানী নৌসেনারা কী সাথে নিয়ে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে?
১৪. কোথায় মন্সী আব্দুর রউফকে সমাহিত করা হয়?
১৫. বাংলাদেশের সরকার বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের সমাধিকে স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তরিত করেছে কেন?
১৬. রুহুল আমিন কোন ইঞ্জিনরুমে ছিলেন? সেখানে কীভাবে আগুন ধরে গিয়েছিল?
১৭. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের স্পিডবোটটি অবস্থা কী হয়েছিল?
১৮. নৌসেনা বলতে কী বুঝ?
১৯. কিসের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছি ? কবে অর্জন করেছি?
২০. কাদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো রুহুল আমিনের?
২১. কোথায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন রুহুল আমিন ? এখানে কী নির্মান করা হয়েছে তাঁর স্মরণে?
২২. বীরশ্রেষ্ঠ বলতে কী বুঝ?
২৩. খুলনার পথ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নাম কী?

চ) **বড় প্রশ্ন:**

১. নূর মোহাম্মদ শেখ কিভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন?
২. ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি বর্ণনা কর।
৩. আব্দুর রউফ কিভাবে শহীদ হন? চারটি বাক্যে লিখ।
৪. বীরের রক্তে স্বাধীন এদেশ প্রবন্ধে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পদবী ও উপাধি লিখ।
৫. গল্পটি পড়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে যা জেনেছে তা চারটি বাক্যে নিজের ভাষায় উপস্থাপন কর।
৬. 'বীরের রক্তস্রোতে রঞ্জিত হলো মাটি'- বাক্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
৭. 'দেশ এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা'- উক্তিটির তাৎপর্য চারটি বাক্যে উপস্থাপন কর।
৮. রুহুল আমিন কিভাবে শহিদ হয়েছিল?
৯. বীরশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে তোমার অনুভূতি চারটি বাক্যে লিখ।

শিক্ষা উপকরণ

১. প্রদত্ত মূলশব্দগুলো বর্ণনা কর:

নূর মোহাম্মদ শেখ	
ই.পি.আর	
ছুটিপুর ক্যাম্প	
পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা	
অসীম সাহসী	
মর্টারের গোলা	

২. **স্থান সম্পর্কে বনর্ণা দাও:**

নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে	
সালামতপুর গ্রামে	
বুড়িঘাট এলাকা	
নানিয়ারচরের চিংড়িখালের	

৩. **(ডিসেম্বর ১০ তারিখ, বিএন এস পলাশ, বোমারু, বিমান, রাজাকারদের হাতে, খুলনা শিপইয়ার্ড)**

প্রদত্ত শব্দগুলো ব্যবহার করে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কিভাবে যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছিলেন তা বর্ণনা কর।

৪. **তথ্য ছক পূরণ কর: নিম্নের খালিঘর পূরণ কর:**

মুক্তিযোদ্ধারা মহাল ছড়ির কাছে	
	পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করতে নিয়ে আসে।
হালকা একটা মেশিনগান	
সহযোদ্ধাদের বললেন	
	৭টি স্পিটবোর্ড ডুবে গেল।
বাকি দুটো লঞ্চ	
	রঞ্জিত হলো মাটি

রাঙামাটি জেলার বোর্ড বাজারের কাছে	
একটি টিলার উপর	
	সমাধিকে স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তরিত
মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ দুটির নাম	
	রুহুল আমি ছিলেন
রাজাকারদের হাতে	
	চিরনিদ্রায় শয়িত আছেন রুহুল আমিন

৫. সাল দিয়ে ঘটনা বর্ণনা কর:

১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর	
১৯৩৬ সাল ২৬ শে ফেব্রুয়ারি	
১৯৪৩ সাল ৮ই মে	
১৯৭১ সাল ৮ই এপ্রিল	
১৯৭১ ১০ই ডিসেম্বর	

৬. নিচের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনাা দাও:

নাম	বর্ণনা
নূর মোহাম্মদ শেখ	১.
	২.
নান্নু মিয়া	১.
	২.
মুন্সি আব্দুর রউফ	১.
	২.
রুহুল আমীন	১.
	২.

৭. বীরের রক্তে রঞ্জিত তিনজন বীরশ্রেষ্ঠ নাম পদবী ও উপাধি লিখ।

নাম	পদবী	উপাধি
১.		
২.		
৩.		

৮. ল্যান্সনায়েক মুন্সি আব্দুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটি ধারাবাহিক ছকে উপস্থাপন কর:

১।
২।
৩।
৪।

৯. ছবি সম্পর্কে ৫টি লাইন লিখ :

১০. 'বীরের রক্তে স্বাধীন' এ দেশ' গল্প পড়ে গল্প সম্পর্কে তুমি যা বুঝেছো তা নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
দুরন্ত	
কৌশল	
মুক্তিযোদ্ধা	
মর্টার	
নিথর	
টহল	
আসন্ন	
অবধারিত	
রক্তস্রোত	
অন্তিম	
শায়িত	
শহিদ	
বীরশ্রেষ্ঠ	
প্রতিপক্ষ	
রঞ্জিত	
মুক্ত	
ঝাঁপ	
গৌরব	
অসীম	

লক্ষ্য	
দমবার	
আঘাত	
নির্দেশ	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ত্র			
ত্য			
ন্ন			
ক্ষ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
মুক্তির জন্য যিনি যুদ্ধ করেন	
একই সঙ্গে যারা যুদ্ধ করেন	
বীরদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ	
স্মৃতি রক্ষার্থে যে স্তম্ভ	
এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন	
সেনাদের নিয়ে গঠিত বাহিনী	
যার সীমা নেই	
শত্রু পক্ষের সেনা	
আকাশে যে উড়ে বেড়ায় যে	
সাহস আছে যার	
ন্যায় যুদ্ধে যিনি মারা যান	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
সম্ভব	
নিজের	
উপর	
শত্রুবাহিনী	
বাঙালি	
মৃত্যু	
গ্রাম	
দুরন্ত	
দূরে	
সাহসী	
জীবন	
নিরাপদ	
অসীম	
সুনাম	
দিন	
শুরু	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
দুরন্ত	
স্বাধীন	
মৃত্যু	
দিন	
মাটি	
সমাধি	
নদী	
তুচ্ছ	
উদ্দেশ্য	
সুনাম	
যুদ্ধ	
গা	
সাহসী	
গর্ব	
অর্জন	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
থাকিলেন	
পারিলেন	
গিয়াছিল	
পাইলেন	
হইয়াছে	
করিবে	
হইলো	
করিলেন	
হইয়াছিল	
চলিয়া	
থাকিলেন	
পারিলেন	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

দুরন্ত এক কিশোর নাম নূর মোহাম্মদ শেখ বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান নাটক থিয়েটার আর গানের প্রতি প্রবল অনুরাগ তাঁর কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তার বাবা মা মারা গেলেন বদলে গেল তাঁর জীবন যোগ দিলেন ইপিআর এ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ
এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাৎ এসে লাগে তাঁর গায়ে নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন আর অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন কৌশল হিসেবে বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি উদ্দেশ্য একজন নন অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন শত্রুদের এরকম একটা ধারণা দেয়া।

কে, কি, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর:

দুরন্ত এক কিশোর। নাম তার নূর মোহাম্মদ শেখ বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক থিয়েটার আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ। কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তার বাবা-মা মারা গেলেন। বদলে গেল, তাঁর জীভন। যোগ দিলেন ইপি আর এ অর্থাৎ ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ।

ফ্রেব্রুয়ারি গান

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. ফেব্রুয়ারি গান কবিতায় বর্ণিত কোন কোন পাখি গান গাইতে পারে?
২. কার গান ও সুরে সবার প্রাণ মুগ্ধ হয়?
৩. স্রোতস্বিনীর অর্থ কী?
৪. কে সুরের পাহাড় ছড়ায়?
৫. পাহাড় কোথায় সুরের পাহাড় ছড়ায়?
৬. কীভাবে পাহাড় সুরের বাহার ছাড়ায়?
৭. কার গানে মুগ্ধ পাতা ও স্বর্ণলতা?
৮. প্রজাপতি কিভাবে ফুলের সাথে কথা বলে?
৯. লেখক কোন ভাষায় গানের কথা বলেন?
১০. গান গাইতে পারে এমন কিছু পাখির নাম লেখ।
১১. সাগরে মন ভোলানো সুর বলতে কী বুঝিয়েছে?
১২. সাগরের আরেক নাম কী?
১৩. কে ঝরনা-প্রকৃতিতে সুরের বাহার ছড়ায়?
১৪. কখন বাতাসে তার প্রতিধ্বনি ছড়ায়?
১৫. কারা গাছের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে?
১৬. কে ফুলের সাথে কথা বলে?
১৭. কবি কোন ভাষায় কথা বলে?
১৮. বাংলা ভাষা কাদের দান ছিল?
১৯. কবির মতে ফেব্রয়ারির গান কী দিয়ে লেখা হয়েছে?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. দোয়েল, কোয়েল, ময়না সবার গান.....।
২. পাখির গানের সুরে সবার প্রাণ .....।
৩. নদী হচ্ছে .....।
৪. পাহাড় তার সুরের বাহার ঝরনা -প্রকৃতিতে .....।
৫. প্রজাপতি ছন্দ সুরে ফুলের সাথে .....।
৬. আমরা মায়ের ভাষায় .....।
৭. মাতৃভাষার জন্য শহিদ ছেলের জীবন.....।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. কোন কোন পাখি গান গাইতে পারে?

ক) দোয়েল কোয়েল
খ) কোয়েল টিয়া
গ) কাক, ঈগল
ঘ) কোকিল তোতা

২. সাগর নদীর ঊর্মিমালার সুর কেমন?

ক) উত্তাল সুর
খ) মন ভোনানো সুর
গ) ককর্শ সুর
ঘ) বেতাল সুর

৩. গাছের গানে কারা মুগ্ধ?

ক) গাছ
খ) পাতা
গ) স্বর্নলতা
ঘ) পাতাও

৪. বাংলা ভাষার জন্য কারা জীবন দিয়েছে ?

ক) বাংলা ছেলেরা
খ) বিদেশীরা
গ) উপজাতিরা
ঘ) মুসলমানরা

৫. কাদের গান আছে?
ক) দোয়েল, শ্যামা , কাক
খ) কোয়েল, দোয়েল, বুলবুলি
গ) শিল্পী
ঘ) দোয়েল, কোয়েল, ময়না কোকিল

৬. উমিমালা অর্থ কী?
ক) ঢেউ মালা
খ) ঢেউমালা
গ) তরঙ্গ মালা
ঘ) স্রোতমালা

৭. সাগরের প্রতিশব্দ কী?
ক) সাগর
খ) তটিনী
গ) সমুদ্র
ঘ) ঝর্ণা

৮. কে সুরের বাহার ছড়ায়?
ক) পাহাড়
খ) পর্বত
গ) টিবি
ঘ) শৃঙ্গ

৯. বাতাসে কখন প্রতিধ্বনি শোনা যায়?
ক) বর্ষা-শীত-বসন্ত
খ) গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত
গ) শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা
ঘ) বসন্ত-হেমন্ত-বর্ষা

১০. কার গানে মুগ্ধ পাতা?
ক) পাখির
খ) মানুষের
গ) গাছের
ঘ) পাতার

১১. আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?
ক) মায়ের মুখের ভাষা
খ) বাবার মুখের ভাষা
গ) বোনের মুখের ভাষা
ঘ) ভাইয়ের মুখের ভাষা

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. দোয়েল কোয়েলের গিটার আছে।
২. প্রজাপতির সুরে সবাই মুগ্ধ।
৩. পুকুরের মন ভোলানো সুর আছে।
৪. ফেব্রুয়ারির গান 'কবিতায়' সাগরকে স্রোতস্বিনী বলা হয়েছে।
৫. পাহাড় তার সুরের বাহার আকাশে ছড়ায়।
৬. বাতাসের প্রতিধ্বনি শুধু গ্রীষ্মকালেই শোনা যায়।
৭. পাখির গানে গাছের পাতা মুগ্ধ হয়েছে।
৮. কবি ঝরনার ভাষায় কথা বলেন।
৯. বাংলা ভাষা শহিদ ছেলের দান।
১০. ফেব্রুয়ারির গান রং তুলিতে আঁকা হয়েছে।

শিক্ষা উপকরণ

১। কবির জীবন কাল উপস্থাপন:

লুৎফর রহমান রিটন			
জন্ম:			
পুরষ্কার:			
শিল্পতোষ			

কাব্যগ্রন্থ:			
দৃষ্টি আকর্ষণ:			

২. নিম্নের খালি জায়গাগুলো সঠিক তথ্য দিয়ে পূরণ "করঃ

গাছের গানে মুগ্ধ পাতা

চন্দ্র-সুরে ফুলের সাথে

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই

মনের কথা কই

শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা

৩. নিম্নের শব্দগুলো সম্পর্কে লিখ।

একুশে ফেব্রুয়ারি	১.
	২.
	৩.
রাষ্ট্রভাষা	১.
	২.
	৩.
ভাষা আন্দোলন	১.
	২.
	৩.
শহিদ	১.
	২.
	৩.
ক্ষমতা ও শ্রদ্ধা	১.
	২.
	৩.

৪. কবিতার চরণগুলো মিল করঃ

ক	খ
দোয়েল কোয়েল ময়না	ঊর্মিমালার
পাখির গানে	বাহার
সাগর নদী	পাখির সুরে
ছড়ায় পাহাড় সুরের	প্রতিধ্বনি
বাতাসে তার	কোকিল
গাছের গানে	ফুলের সাথে
ছন্দ-সুরে	মুগ্ধ পাতা
বাংলা আমার	রক্তে লেখা

আমার ভাইয়ের	মায়ের ভাষা
ফেব্রুয়ারির	গান

৫. ফেব্রুয়ারি গান কবিতাটি পড়ে তুমি যা বুঝেছো নিজের তা ভাষায় ০৫টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
মুগ্ধ-	
ঊর্মি-	
ঊর্মিমালা	
স্রোতস্বিনী	
সমুদ্দুর	
বাহার	
স্বর্ণলতা	
প্রকৃতি	
প্রতিধ্বনি	
শহিদ-	
দান-	
ঝরনা-	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ব্র			
স্ম			
দ্ধ			
দ্ব			
ক্ত			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
স্রোত আছে যার	
ন্যায় যুদ্ধে যিনি মারা যান	
স্মরণ করার যোগ্য	
যে ধ্বনি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে	
শত্রু পক্ষের সেনা	
যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না	
মায়ের মুখে শেখা ভাষা	
পাখির ডাক	
বিভোর হওয়ার মতো অবস্থা	
স্বর্ণের ন্যায় যে লতা	
নদী ও সাগরের ঢেউ	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
মুগ্ধ	
সুর	
আছে	
আমার	
প্রতিধ্বনি	
মধুর	
দান	
মা	
সত্য	
পাহাড়	
শহিদ	
ভুই	
মুগ্ধ	
ছেলে	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
গাছ	
সাগর	
কোকিল	
ঝরনা	
কথা	
ঊর্মি	
পানি	
পাখি	
বাতাস	
ফুল	
নদী	
মা	
দান	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
বলিয়াছ	
জুড়াইয়া	
করিয়া	
লিখিয়াছেন	
দিয়েছেন	
করিয়াছেন	
পাইয়াছেন	

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. কবে থেকে বাংলাদেশে টেরাকোটার কাজ শুরু হয়?
২. বাংলাদেশে কোথায় কোথায় টেরাকোটার কাজ আছে?
৩. টেরাকাটা কীভাবে তৈরি করা হয়?
৪. টেরাকোটা কী?
৫. আনন্দপুর গ্রামে কোথায় কুমার পাড়া রয়েছে?
৬. মেলা থেকে লেখক কী কী কিনেছেন?
৭. কুমারদের কাছে মাটির জিনিস তৈরি করা খুব সহজ কেন?
৮. মাটির জিনিস তৈরিতে কেন এঁটেল মাটি ব্যবহার করা হয়?
৯. মাটির জিনিস তৈরিতে কোন ধরনের মাটি ব্যবহৃত হয়?
১০. এঁটেল মাটি কী?
১১. কুমার কারা?
১২. টেপা পুতুল কি?
১৩. লেখক মেলাতে কী দেখেছিলেন?
১৪. মামার ঝোলানো ব্যাগের ভিতর কী ছিল?
১৫. মামা কোথায় পড়েন?
১৬. লেখকসহ কয়জন মেলাতে গিয়েছিল?
১৭. লেখকের মামা বাড়ি কোথায়?
১৮. কোন জায়গাকে রসের হাঁড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে?
১৯. কখন মেলা বসে?
২০. মামা কেমন মানুষ?
২১. মামা ঢাকার কোন ইনস্টিটিউটে পড়েন?
২২. চারুকলা ইনস্টিটিউট কোথায়?
২৩. মেলা থেকে কীসের শব্দ আসছে?
২৪. কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন কীসের তৈরি?
২৫. কেন এটাকে শখের হাঁড়ি বলা হয়?
২৬. মাটির ইলিশের রং কেমন?
২৭. মাটির ইলিশ দেখতে কেমন?
২৮. টেপা পুতুল কী?
২৯. কেমন মাটি দিয়ে টেপা পুতুল বানানো হয়?
৩০. মাটির শিল্প কলা কোন গুলো?
৩১. শিল্প কী?
৩২. আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প কী?
৩৩. মৃৎশিল্প কী?
৩৪. মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ কী?
৩৫. মৃৎশিল্প তৈরিতে কী দরকার?
৩৬. মৃৎশিল্পের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কী?
৩৭. মৃৎশিল্প যারা তৈরী করে তাদের কী বলে?
৩৮. কুমারপাড়ার মানুষ জন কেমন?
৩৯. পোড়ামাটির ফলক কোথাকার মৃৎশিল্প?
৪০. কত বছর আগে এদেশে পোড়ামাটির কাজ শুরু হয়েছে?
৪১. কিসের কদর বেড়েছে?
৪২. এদেশের কোথায় পোড়ামাটির কাজ রয়েছে?

খ) **শূণ্যস্থান পূরণ করঃ**

১. গ্রামের নাম .....।
২. কথায় আছে মামার বাড়ি .....।
৩. ..... মেলা বসে।
৪. মেলা বসে .....।
৫. মামা বেশ ..... মানুষ।
৬. মামা পড়েন ঢাকার চারুকলা .....।
৭. নাগর দোলার ..... শব্দ।
৮. মেলায় রয়েছে বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি ও মাছ ধরার ..... ও .....।
৯. মাটির হাঁড়ি নানা ..... নানা.....।
১০. মাটির হাঁড়িতে আঁকা ফুল, পাতা ও ..... ছবি।
১১. শখের যে কোন জিনিসই.....।
১২. রুপালি ইলিশের ঠোঁট..... ও ..... আঁশ।
১৩. টিপে টিপে বানানো পুতুল ..... পুতুল।
১৪. মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে ..... দোকান।
১৫. শিল্পের কাজকে বলে.....।
১৬. আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে.....।
১৭. কুমার সম্প্রদায় ..... ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস।
১৮. মৃৎশিল্পের জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার.....।
১৯. এঁটেল মাটি বেশ.....।
২০. মাটির কাজের জন্য দরকার ..... আর শ্রম।
২১. কুমাররা বংশ ..... কাজ করে আসছে।
২২. এ কাজ করতে প্রয়োজন ছোট খাটো ..... ও .....।
২৩. সব কিছুর আগে প্রয়োজন .....।
২৪. মেলা থেকে ..... হাঁড়ি ভর্তি করে ফিরলাম।
২৫. আনন্দপাড়ায়..... ঘর বসতবাড়ি।
২৬. বাংলার অনেক পুরানো শিল্প.....।
২৭. দিনাজপুরের ..... মন্দিরে টেরাকোটার কাজ রয়েছে।
২৮. পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন.....।
২৯. পোড়ামাটির নকশার ..... বেড়েছে।
৩০. সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে..... ভবনে।
৩১. এসব ফলক তৈরি করছে আমাদের দেশের.....।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. গ্রামের নাম কী?

ক) আনন্দপুর
খ) সখীপুর
গ) কমলাকান্তা
ঘ) হালদাপুকুর

২. মামার বাড়ি_____

ক) আনন্দদায়ক
খ) রসের হাঁড়ি
গ) গুড়ের হাঁড়ি
ঘ) বিষের মতো

৩. মামার বাড়িতে গিয়েছিলাম_____।

ক) ঈদের ছুটিতে
খ) পুজোর ছুটিতে
গ) গ্রীষ্মের ছুটিতে
ঘ) বৈশাখের ছুটিতে

৪. মেলা বসে.....
ক) ঈদে
খ) পহেলা বৈশাখে
গ) শুক্রবারে
ঘ) পুজোতে

৫. মামা পড়েন_____ ।
ক) চারুকলায়
খ) গণিতে
গ) সংগীতে
ঘ) রসায়নে

৬. মামা কেমন মানুষ?
ক) মজার
খ) পাগল
গ) গম্ভীর
ঘ) রাগী

৭. নগরদোলার শব্দ কেমন?
ক) ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ
খ) ক্যাঁচাং ক্যাঁচ
গ) ক্যাঁচর ক্যাঁচর
ঘ) প্যাঁচ প্যাঁচ

৮. বাঁশ দিয়ে নিচের কোনটি তৈরি?
ক) ঘাট
খ) থলে
গ) ঘোড়া
ঘ) খালুই ।

৯. মেলায় কীসের দোকান বসেছে?
ক) কাপড়ের
খ) টিভির
গ) তরমুজের
ঘ) আসবাব পত্রের

১০. মাটির হাঁড়িতে কীসের নকশা রয়েছে?
ক) বাড়ি
খ) ঘর
গ) মাছ
ঘ) ফলের

১১. মেলায় কী রয়েছে?
ক) মাটির পুতুল
খ) শখের হাঁড়ি
গ) ১ ও ২
ঘ) শখের জিনিস

১২. ইলিশের রং কেমন?
ক) রুপালি
খ) কালো
গ) সোনালি
ঘ) তামাটে

১৩. টেপা পুতুল কীভাবে বানানো হয়?
ক) বারি দিয়ে
খ) চেপ্টা করে
গ) টিপে টিপে
ঘ) মুঠো করে

১৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প কোনটি?
ক) কাগজ শিল্প
খ) মৃৎশিল্প
গ) হস্তশিল্প
ঘ) পাট শিল্প

১৫. কারা মাটির জিনিস তৈরি করে ?
ক) কামার
খ) জেলে
গ) কুমার
ঘ) কৃষক

১৬. মাটির তৈরি জিনিস কোনটি?
ক) থালা
খ) হাঁড়ি
গ) ডালা
ঘ) পাটি

১৭. মাটির তৈরি শিল্পকে কী বলে?
ক) কাগজ শিল্প
খ) কাঁসা শিল্প
গ) মৃৎশিল্প
ঘ) তামা শিল্প

১৮. মাটির জিনিস তৈরিতে কোন মাটি লাগে?
ক) বেলে মাটি
খ) এঁটেল মাটি
গ) কাদা মাটি
ঘ) দোআঁশ মাটি

১৯. মাটির জিনিস তৈরিতে কী দরকার?
ক) অর্থ
খ) সময়
গ) পানি
ঘ) যত্ন ও শ্রম

২০. মৃৎশিল্পের জন্য প্রয়োজন_____ ।
ক) ভারি যন্ত্রপাতি
খ) বড় কারখানা
গ) বড় মেশিন
ঘ) ছোট খাটো পাতি ও সরঞ্জাম

২১. কুমার পাড়ায় কয়টি ঘরবাড়ি?
ক) দুই তিন
খ) সাত আট
গ) পাঁচ ছয়
ঘ) আট দশ ঘর

২২. পোড়ামাটির ফলকের আরেক নাম কী?
ক) চিনামাটির শিল্প
খ) পাথরকাটা শিল্প
গ) টেরাকোটা
ঘ) কাঁসাকাটা শিল্প

২৩. টেরাকোটা কী পুড়িয়ে তৈরি করা হয়?
ক) কাঠের ফলক
খ) মাটির ফলক
গ) কাগজের ফলক
ঘ) কোনটিই না

২৪. বাংলাদেশের কোথায় টেরাকোটার কাজ রয়েছে?
ক) ঢাকায়
খ) খুলনায়
গ) বগুড়ায়
ঘ) দিনাজপুরে

২৫. আজকাল পোড়ামাটির নকশায় কী বেড়েছে?
ক) কদর
খ) সম্মান
গ) উপযোগীতা
ঘ) ব্যবহার

২৬. বর্তমানে কোথায় পোড়ামাটির নকশার ব্যবহার হচ্ছে?
ক) বাগানে
খ) পার্কে
গ) সরকারি বেসরকারি ভবনে
ঘ) গাছ

২৭. কারা পোড়ামাটির নকশা করেছে?

ক) কামার
খ) কুমার
গ) জেলে
ঘ) চাষা

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় করঃ

১. গ্রামের নাম সখীপুর।
২. আনন্দপুরে কাকার বাড়ি।
৩. ঈদের ছুটিতে গিয়েছিলাম মামার বাড়ি।
৪. পহেলা বৈশাখে মেলা বসে।
৫. মেলা বসে বিকালে।
৬. মামা বেশ গম্ভীর মানুষ।
৭. মামা পড়েন রাজশাহী চারুকলাতে।
৮. নাগরদোলার শব্দ ক্যাঁচর ক্যাঁচর।
৯. মেলায় রয়েছে বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাই, খালুই।
১০. মেলায় রয়েছে বাঙি, তরমুজের দোকান।
১১. মাটির হাঁড়ি নানা রঙের নানা বর্নের।
১২. মাটির হাঁড়িতে শপিং মলের ছবি আঁকা।
১৩. শখের হাঁড়িতে কিছু রাখা হয় না।
১৪. চকচকে চোখ সোনালি ইলিশের মতো দেখতে।
১৫. মাটির ইলিশ পদ্মার তাজা ইলিশের মতো দেখতে।
১৬. বেলে মাটি টিপে টিপে টেপা পুতুল বানানো হয়।
১৭. মেলায় অল্প জায়গা জুড়ে মাটির পুতুলের দোকান।
১৮. প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প।
১৯. কুমার সম্প্রদায় মাটির জিনিস তৈরি করে।
২০. কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসন কোসন, পেয়ালা মৃৎশিল্প।
২১. দোআঁশ মাটি আঠালো।
২২. মাটির জিনিস তৈরিতে যত্ন ও শ্রম দরকার।
২৩. কুমাররা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করছে।
২৪. মাটির জিনিস তৈরিতে অন্যতম প্রয়োজন কাঠের চাকা।
২৫. মেলাতে অনেক মজা হয়েছে।
২৬. কুমার পাড়ায় সবাই অলস বসে আছে।
২৭. আমাদের দেশে নতুন শিল্প টেরাকোটা।
২৮. মাটির ফলক পুড়িয়ে তৈরি হয় টেরাকোটা।
২৯. পোড়ামাটি নকশার কদর বেড়েছে।
৩০. কামাররা পোড়ামাটি নকশার কাজ করে।
৩১. শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুরে টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. লেখকের মামার বাড়ি কোথায় এবং মামার বাড়ি কেমন হয়?
২. মামা কোথায় ঘুরতে নিয়ে গেলেন এবং মামা কেমন ধরনের মানুষ?
৩. মেলাতে কী কী দেখা গেল?
৪. শখের হাঁড়ি কাকে বলে?
৫. টেপা পুতুল কী? কীভাবে বানানো হয়?
৬. মাটির শিল্পকলা কী?
৭. শিল্পকলা কি?
৮. এদেশের কুমার সম্প্রদায়রা যুগ যুগ ধরে কী কী জিনিস তৈরি করে আসছে?
৯. মৃৎশিল্প কাকে বলে? এর মূল উপকরণ কী?

১০. এঁটেল মাটির বৈশিষ্ট্য লেখ।
১১. কাদের হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান আছে?
১২. মৃৎশিল্প বানাতে কি কি উপকরণ প্রয়োজ?
১৩. মেলা থেকে তারা কি কি কিনে ছিল? সেগুলো দেখতে কেমন?
১৪. কুমারপাড়া কোথায় এবং কত ঘর কুমারের বসতি সেখানে?
১৫. টেরাকোটা কার অপর নাম? কোথায় আমরা টেরাকোটার কাজ দেখতে পাই?
১৬. কোথায় কোথায় পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার বেড়েছে?
১৭. শালবন বিহার কোথায়?
১৮. কান্তজির মন্দির কোথায়? কবে নির্মিত হয়েছে?
১৯. অষ্টম শতকে নওগাঁা জেলায় কী আবিষ্কৃত হয়েছিল?
২০. কুমিল্লার ময়নামতিতে কোন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল?
২১. মহাস্থানগড় কোথায় অবস্থিত এবং সেখানে কী কী পাওয়া যায়?

চ) **বড় প্রশ্ন/ সৃজনশীল প্রশ্ন:**

১. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি? এর সম্পর্কে যা জানো লেখ?
২. 'মৃৎশিল্প একটি জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক' বিষয়টি ব্যাখ্যা কর?
৩. গল্পে কুমারপাড়া কোথায় অবস্থিত? তারা কিভাবে মৃৎশিল্প তৈরি করে -লেখে।
৪. মৃৎশিল্প কাকে বলে/ উদাহরণসহ লেখ। মৃৎশিল্প বানানোর উপকরণগুলো কি কি? মৃৎশিল্প কি জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন?
৫. টেরাকোটা কী? বাংলাদেশের কোথায় কোথায় টেরাকোটার কাজ রয়েছে? কীভাবে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা?
৬. প্রায় বারো শ বছর আগের তৈরি সভ্যতা কোনটি? সভ্যতা সম্পর্কে ৪টি বাক্যে লেখ?
৭. অষ্টাধম শতকের পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রচীন সভ্যতার পরিচয়েক' এই প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে যা জান লেখ।
৮. বগুড়া শহর থেকে ১২ কি: মি: উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে কোন প্রত্মস্থান অবস্থিত? এখানে কী কী নিদর্শন পাওয়া যায়?
৯. বিভিন্ন প্রত্মস্থানে যে টেরাকোটা ব্যভহারের নমুনা পাওয়া যায়-তা সম্পর্কে ৪টি বাক্যে লেখ?

শিক্ষা উপকরণ

১. নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে দুটি বাক্য লিখ:

আনন্দপুর	১.
	২.
পহেলা বৈশাখ	১.
	২.
মজার মানুষ	১.
	২.
মেলা	১.
	২.
মাটির হাঁড়ি	১.
	২.

খ) নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে তিনটি বাক্য লেখ।

শখের হাঁড়ি	১.
	২.
	৩.
টেপা পুতুল	১.
	২.
	৩.
মৃৎশিল্পের উপকরণ	১.
	২.
	৩.

গ) কুমার সম্প্রদায়ের মৃৎপাত্র তৈরীর কৌশল ক্রমান্বয়ে লেখ:

	আট-দশ ঘর বসতবাড়ি	
	সারি সারি করে শুকাতে দিচ্ছেন রোদে	

ঘ) নিচের স্থানগুলো সম্পর্কে যা জানো তা তিনটি বাক্যে লিখ:

শালবন বিহার	১।
	২।
	৩।
পাহাড়পুর	১।
	২।
	৩।
মহাস্থানগড়	১।
	২।
	৩।
দিনাজপুর কান্তজির মন্দির	১।
	২।
	৩।

ঙ) নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে আমাদের দেশের মৃৎশিল্প সম্পর্কে যা জেনেছো তা লিখ:
যন্ত্রপাতিও সরঞ্জম, কাঠের চাকা, মাটির তাল, শিল্পীদের , নকশা, রং, হাঁড়ি, ভর্তি, পোড়ানোর চুলা, ছোট ঢিবি, ধোয়া শিল্পচর্চা, পোড়ামাটির, নকশার কদর

চ) শখের মৃৎ শিল্প গল্প পড়ে গল্প সম্পর্কে তুমি যা বুঝেছো নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
সরঞ্জাম	
মৃৎশিল্প	
টেরাকোটা	
ফলক-	
বসতবাড়ি-	
কদর-	
ঐতিহ্য-	
নৈপুণ্য-	
তৈজসপত্র	
নকশা-	
টেপাপুতুল-	
শখ-	
শালবন বিহার-	
শখের হাঁড়ি-	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ল্প			
স্ট			
ন্দ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
মনের ইচ্ছা বা রুচি	
রেখা দিয়ে আঁকা ছবি	
যারা মাটির হাঁড়ি পাতিল তৈরি করে	
মাটির তৈরি শিল্পকর্ম	
পোড়ামাটির ফলক	
রূপার মতো রং যার	
শিল্প রচনা করেন যিনি	
ক্রমানুসারে চলে আসছে এমন ধারা	
মাটির তৈরি জালা	
পান করা যায় যাতে	
কোন কিছুর শেষ ভাগ বা কিনারা	
খুব পুরাতন কিছু	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
সকালে	
গেলাম	

সুন্দর	
প্রাচীন	
পরিষ্কার	
যত্ন	
সহজ	
পছন্দ	
চঞ্চল	
খোলা	
বিষাদ	
তাজা	
কেনা	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
কাজ	
ঘোড়া	
হাতি	
ফুল	
মাছ	
প্রাচীন	
ছবি	
পয়লা	
সুন্দর	
মাটি	
বাজার	
ছুটি	
দোকান	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
দেখিতে	
পড়িল	
কিনিলাম	
হইলো	
করিয়াছে	
দেখাইতে	
করিলাম	
বলিলেন	
কিনিলাম	
দেখিতেছ	
রাখিবেন	
ছুটিতেছে	

বিরাম চিহ্ন বসাও: (। , ? ! ঃ)

আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প এদেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছেন মাটির জিনিস যেমন কলস হাঁড়ি সরা বাসন কোসন পেয়ালা সরাই মটকা জালা পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ আরও কত কী

কে, কি, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর :

মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো।

শব্দদূষণ

ক) এক লাইনে উত্তর দাও:

১. গাঁয়ে সারাদিন কীসের ডাক শোনা যায়?
২. গ্রামে ভোরে কীসের ডাক শোনা যায়?
৩. নিশিরাতে কী জোরে জোরে ডাকে?
৪. শব্দ দূষণ কবিতায় কোন কোন পাখির নাম দেয়া আছে?
৫. শহরে কোন পাখি ডাক শোনা যায়?
৬. শহরের মানুষের ঘুম ভাঙ্গে কীসের হাঁকে?
৭. শহরে কান পাতলে কীসের শব্দ শোনা যায়?
৮. শহরে অলি গলিতে কীসের হাঁক শোনা যায়?
৯. গ্রামের কোন কোন পাখির কিচির মিচির শোনা যায়?
১০. শহরে ঘুমানো মুশকিল কেন?
১১. শহুরে জীবনে জ্বালা বেশি কেন?
১২. কবির কীসের সুরে মন ভরে যায়?
১৩. কোথায় ছোট ছেলে মেয়েদের হইচই শোনা যায়?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. ..... গরু, হাঁস, কবুতর.....।
২. গাছে সারাদিন শত শত পাখি.....।
৩. প্রতিদিন ভোরে..... ডাকে ঘুম ভাঙ্গে।
৪. নিশিরাতে কুকুরের দল ..... ডাকে।
৫. দোয়েল চড়ুই সারাদিন ..... করে।
৬. ঘুঘু আর টুনটুনি পাখি ..... ।
৭. শহরে সারাদিন ..... কাক ডাকে।
৮. শহরে হর্ণের হাঁকে.....মুশকিল।
৯. শহরে কান পাতলেই সিডি, টিভি, টেলিফোন, আর দরজার বেলের ..... যায়।
১০. শহরের অলি গলি পথে ..... হাঁক শোনা যায়।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. গায়ে সারাদিন কীসের ডাক শোনা যায়?

ক) গরু, হাঁস কবুতর শত শত পাখি
খ) গরু
গ) সিডি
ঘ) গাড়ির হর্ণ

২. কখন কুকুরের দল ডাকে?

ক) ভোরে
খ) সকালে
গ) সারাদিন
ঘ) নিশিরাতে

৩. নিচের কোন পাখি গান গাইতে পারে?

ক) দোয়েল
খ) চড়ুই
গ) টুনটুনি
ঘ) বাজপাখি

৪. শহরে কোন পাখির ডাক শোনা যায়?

ক) দোয়েল
খ) চড়াই
গ) টুনটুনি
ঘ) কাক

৫. ফেরিওয়ালা কোথায় ডাকে?

ক) গলি ও হাটে
খ) মাঠে
গ) মার্কেটে
ঘ) হাটে মাঠে

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. গ্রামে সারাদিন সিডি আর টিভির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।
২. গাঁয়ে মোরগের ডাক শুনতে পাওয়া যায়।
৩. শহরে সকালে ঘুম ভাঙে কাক আর গাড়ির হর্ণের হাকে।
৪. শহরে কান পাতলেই সিডি, টিভি, টেলিভিশনের শব্দ শোনা যায়।
৫. গলি পথে ফেরিওয়ালা গান গায়।
৬. ছোট বাচ্চারা ইশকুলে চুপ করে বসে আছে।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. গ্রামের দিন শুরু হয় কীভাবে?
২. শহরের কীসের শব্দ শোনা যায়?
৩. তোমার বাসায় কী কী শব্দ শুনতে পাও তার তালিকা তৈরি কর।

চ) বড় প্রশ্ন:

১. শব্দদূষণ কবিতায় গ্রাম্য জীবনের যে বর্ণনা আছে তা নিজের ভাষায় লিখ?
২. কবিতায় শহরের জীবনের যে বর্ণনা আছে তা ৫টি বাক্যে লিখ।
৩. 'শহুরে জীবন জ্বালা শব্দদূষণ'-এখানে শহরের জীবনকে জ্বালা বলে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
৪. তোমার কাছে কোন জীবন ভাল লাগে গ্রাম্য জীবন না শহুরে জীবন তা লিখ।

শিক্ষা উপকরণ

১. নিচের লাইনগুলো সাজিয়ে লিখ:

গান শুনি ঘুঘু আর টুনটুনিটির।
নিশিরাতে কুকুরের দল ডাকে জোরে।
গরু ডাকে হাঁস ডাকে কবুতর
মোরগের ডাক শুনি প্রতিদিন ভোরে
গাছে গাছে শত পাখি সারা দিন ভর
দোয়েল চড়ুই মিলে কিচির মিচির

২. নিচের তথ্য গুলো দিয়ে ৩টি করে বাক্য লিখ:

শহর জীবন	১।
	২।
	৩।

গ্রামের জীবন	১।
	২।
	৩।

শব্দ দূষণ	১।
	২।
	৩।

৩. নিচের ছকটি ধারাবাহিকভাবে পূরণ কর

গরু ডাকে

গাছে ডাকে শত পাখি
মোরগের ডাক
নিশিরাতে
দোয়েল চড়ুই
গান শুনি ঘুঘু
শহরের পাতি কাক
ঘুম দেয়া মুশকিল
পল্লির সেই সুরে
শহরে জীবন জ্বালা

৪. কবির জীবনবৃত্তান্ত লিখ: সুকুমার বড়ুয়া

জন্ম	স্থান সময়
গ্রন্থের নাম	১. ২. ৩.
পুরস্কার	

৫. 'শব্দদূষণ' কবিতাটি নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
গলিপথ	
নিশিরাত	
কিচির মিচির	
দিনভর	
ফেরিঅলা	
শব্দ দূষণ	
গলিপথ	

ডাকে	
সারা	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
প্র			
জ্ব			
ব্দ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে জিনিসপত্র বিক্রি করে যারা	
যা করা কষ্টকর	
সারাদিন ধরে	
সংকীর্ণ যে পথ	
যার কোন উপায় নেই	
শহুরে বাস করে যে	
পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ	
গরুর ডাক	
গলির ভিতর দিয়ে যে পথ	
গভীর রাত	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
দিনভর	
নিশি	
ঘুম	
পল্লি	
জীবন	
দরজা	
মুশকিল	
গলিপথ	
হইচই	
জোরে	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
ঘুম	
দিন	
রাত	
কাক	
গাছ	
স্কুল	
পাখি	

শহর	
মাঠ	
পল্লি	

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
ডাকিয়া	
হাকিয়া	
শুনিয়া	
ঘুমাইয়া	
ভরিয়া	

স্মরণীয় যারা চিরদিন

ক) এক লাইনে প্রশ্ন উত্তর দাও:

১. ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর কেন আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন?
২. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কারা ভরসা ও সাহস জুগিয়েছেন?
৩. কাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতার অর্জন করেছি?
৪. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা কাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?
৫. পাকিস্তানি সেনারা ২৫শে মার্চ কোথায় আক্রমণ চালায়?
৬. মুক্তিযুদ্ধ কতদিন হয়েছিল?
৭. পাকিস্তানিরা কাদের তালিকা তৈরি করে?
৮. পাকিস্তানিদের হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য কারা সাহায্য করেছিল?
৯. এম, মুনিরুজ্জামান কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?
১০. ২৫শে মার্চ ওই রাতে মুনিরুজ্জামান কোথায় ছিলেন?
১১. গোলাগুলির শব্দ শুনে মুনিরুজ্জামান কী করেছিলেন?
১২. অধ্যাপক জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা কে ছিলেন ?
১৩. জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা কোথায় থাকতেন?
১৪. জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা কবে মারা যান?
১৫. গোবিন্দচন্দ্র দেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন?
১৬. মানুষ হিসেবে গোবিন্দচন্দ কেমন ছিলেন?
১৭. শহিদ সাবের কোন পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন?
১৮. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে শহিদ সাবের পত্রিকা অফিসে কী করেছিলেন?
১৯. কীভাবে সাবের মারা যান?
২০. মৃত্যুর সময় কবি সাংবাদিক মেহেরুন্নাসার বয়স কত ছিল?
২১. ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের পেশা কী ছিল?
২২. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রথম দাবি কে তুলেছিলেন?
২৩. ধীরেন্দ্রনাথ কোথায় থাকতেন?
২৪. ৮৪ বছর বয়সে কাকে পাকিস্তানিরা হত্যা করে?
২৫. রণদাপ্রসাদ সাহা কী করতেন?
২৬. কেন রণদাপ্রসাদকে দানবীর বলা হত?
২৭. নূতনচন্দ্র সিং কে ছিলেন?
২৮. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেবুরুয়ারি' এ গানটির সুরকার কে?
২৯. সুরকার আলতাফ মাহমুদ কীভাবে মারা যান?
৩০. পাকিস্তানিরা কেন এদেশকে গভীর ভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়?
৩১. কবে পাকিস্তানিরা নতুন করে হত্যা শুরু করে?
৩২. এই হত্যাযজ্ঞের পেছনে পাকিস্তানিদের কারা সহায়তা করেছিল?
৩৩. অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কোথায় শিক্ষাকতা করতেন?
৩৪. ফজলে রাব্বী কে ছিলেন?
৩৫. কোথায় বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া যায়?
৩৬. কবে শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালন করা হয়?
৩৭. আমরা কাদের আদর্শ অনুসরণ করে এদেশ গড়ে তুলব?
৩৮. কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করা সম্ভব?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের ..... ।
২. বিজয় পাওয়ার আগে দেশ বাসীর..... করতে হয়।
৩. শহিদদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন দেশে ..... ।
৪. ..... মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ববাংলার ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র মানুষের উপর..... ।
৫. পাষাণ্ড কিছু লোকজন যোগ দেয়..... ।

৬. পাকিস্তানি সেনারা শিক্ষকদের বাড়িতে ..... দেয়।
৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন.....।
৮. .....মনিরুজ্জামান পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করে।
৯. জ্যোতিময় গুহঠাকুর থাকতেন.....।
১০. জ্যোতিময় গুহঠাকুর কে পাকিস্তানি সৈন্যরা টেনে ..... বের করে আনে।
১১. গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব ছিলেন.....।
১২. ..... রাতে গোবিন্দচন্দ্র দেবকে হত্যা করা হয়।
১৩. প্রধান সংবাদ পত্রগুলোর অনেক অফিসে পাকিস্তানিরা..... দেয়।
১৪. ঘুমন্ত অবস্থায় ..... পুড়ে যান।
১৫. মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন.....।
১৬. ..... ৮৬ বছর বয়সে মারা যান।
১৭. কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে ..... হত্যা করা হয়।
১৮. দানশীলতার জন্য..... দানবীর বলা হয়।
১৯. চট্টগ্রামে বিখ্যাত সমাজ সেবক ছিলেন.....।
২০. আলতাফ মাহমুদের প্রাণ..... কেড়ে নেয়।
২১. ..... সহায়তার পাকিস্তানিরা নতুন করে হত্যাযজ্ঞা.....।
২২. অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে পাকিস্তানিরা..... নিয়ে যায়।
২৩. অনেক নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের সন্ধান.....।
২৪. শহিদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এদেশে.....।

গ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।
২. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ভোরে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
৩. দীর্ঘ নয় মাস থেমে থেমে যুদ্ধ হয়েছিল।
৪. এম মনিরুজ্জামান, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুর ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ।
৫. শহিদ সাবের ২২ শে মার্চ রাতে অফিসে কাজ করছিলেন।
৬. বাইশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদের স্মরণে আমরা ফুল দিতে শহিদ মিনারে যাই।
৭. পাকিস্তানিদের জয় অবধারিত জেনে তারা নতুন করে হত্যা যজ্ঞ শুরু করেন।
৮. মুনীর চৌধুরী ছিলেন ইহিাসের অধ্যাপক ।
৯. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন রাশীদুল হাসান।
১০. দেশের অধিকাংশ জনগণই পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়।
১১. পাকিস্তানি সেনারা শুধু মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলাতে আক্রমণ চালায়।
১২. গোলাগুলির সময় মুনিরুজ্জামান বই পড়তে শুরু করে
১৩. জ্যোতিময় গুহঠাকুরতা দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন
১৪. শহিদ সাবের রাতে অফিসে বসে ছিলেন
১৫. পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশের উন্নতির করার উদ্যোগ নেয়।
১৬. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।
১৭. অধ্যাপক রাশীদুল হাসান ছিলেন বাংলার শিক্ষক।
১৮. মোহাম্মদ মোর্তজাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা তুলে নিয়ে যায়।

ঘ) সঠিক উত্তর দাও:

১. বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়োছিল?

ক) ১৬ই নভেম্বর
খ) ১৬ই ডিসেম্বর
গ) ১৫ ই জানুয়ারি
ঘ) ১৬ই ফেব্রুয়ারি

২. এম মুনিরুজ্জামান কোন বিভাগের শিক্ষক ছেলেন?

ক) সমাজ বিজ্ঞান
খ) বিজ্ঞান

গ) ইংরেজি
ঘ) বাংলা

৩. অধ্যাপক জোতিময় গুহঠাকুরতা কোন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন?
ক) ইংরেজি সাহিত্য
গ) বাংলা
খ) বিজ্ঞান
ঘ) সমাজ বিজ্ঞান

৪. দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক কে ছিলেন?
ক) এম মুনিরুজ্কাম
গ) মুনির চৌধুরি
খ) অধ্যাপক জ্যেতিময়
ঘ) অধ্যাপক গোবন্দিচন্দ্র দেব

৫. শহিদ সারের কী ছিলেন?
ক) অধ্যাপক
গ) লেখক ও সাংবাদিক
খ) লেখক
ঘ) সাংবাদিক

৬. শহিদ সাবের পঁচিশে মার্চ রাতে কোথায় ঘুমিয়ে ছিলেন?
ক) সংবাদপত্র অফিসে
গ) হোটেলে
খ) নিজের বাসায়
ঘ) নিজের অফিসে

৭. শহিদ সাবের কোন সংবাদপত্র অফিসে কাজ করতেন?
ক) দৈনিক প্রথম আলো
গ) দৈনিক ডেইলি স্টার
খ) দৈনিক সংবাদ
ঘ) দৈনিক নয়াদিগন্ত

৮. মুত্যুর সময় ধীরেন্দনাথ দত্তের বয়স ছিল?
ক) ৮৪ বছর
গ) ৪৫ বছর
খ) ৮৬ বছর
ঘ) ৮৫ বছর

৯. ধীরেন্দনাথ দত্তকে কোথায় হত্যা করা হয়?
ক) নিজ বাড়িতে
গ) কুমিল্লায়
খ) নিজের অফিসে
ঘ) নিজের চেম্বারে

১০. কত বছর বয়সে যোগেশচন্দ্র ঘোষকে হত্যা করা হয়?
ক) ৮২ বছরে
গ) ৮৩ বছরে
খ) ৮৪ বছরে
ঘ) ৮৬ বছরে

১১. রনদা প্রসাদকে দানবীর বলা হতো কেন?
ক) দানশীলতার জন্য
গ) বীরের মত দান করতেন
খ) দানের জন্য কাজ করতেন
ঘ) দান না করা জন্য

১২. মোফাজ্জেল হায়দার চৌধরী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?
ক) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ) পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?
২. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখ।
৩. রণদাপ্রসাদকে কেন দানবীর বলা হয়?
৪. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?
৫. কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?
৬. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

৭. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে লিখ।
৮. বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার পিছনে পাকিস্তানি বাহিনীর কী উদ্দেশ্য ছিল?

চ) **বড় প্রশ্ন:**
২. ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
৩. হত্যা কাণ্ডের পাশাপাশি পাকিস্তানির বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা বলতে কী বুঝাচ্ছে? কেন এই পরিকল্পনা করা হয়?
৪. ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নাম ও পেশার তালিকা তৈরি কর।
৫. স্বরনীয় যাঁরা চিরদিন প্রবন্ধে যে কোন দুই জন বুদ্ধিজীবী হত্যার বর্ণনা দাও।
৬. তুমি কীভাবে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের ঋণ শোধ করবে? বুঝিয়ে লিখ।

শিক্ষা উপকরণ

১. নিচের বাক্যগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে লিখ:

ক) পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে।
খ) তাঁরা ছিলেন নানা পেশার কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক।
গ) ১৯৭১ সালে পঁচিশে মার্চ গভীর রাত।
ঘ) আর দেশের ভিতর অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।
ঙ) আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে।
চ) ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা দেশকে শত্রমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি।
ছ) এই বিজয়কে পাওয়ার আগে দেশ বাসিকে করতে হয় এক মরণ পণ মুক্তিযুদ্ধ।

২. নিচের শব্দ গুলো দিয়ে ২৫ শে মার্চ রাত্রের সেই ভয়াবহতার একটি গল্প তৈরি কর:

পরিকল্পনা, মধ্যরাত, যশস্বী শিক্ষক, ছাত্রবাস, পবিত্র কুরআন, খ্যাতিমান, দর্শন শাস্ত্র, আগুন, দৈনিক সংবাদ, ঘুমন্ত, সাংবাদিক, কবি।

৩. নিচের ছকে খালি ঘরগুলো ধারাবহিক ভাবে সাজিয়ে লিখ।

রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী
১৯৪৮ সালে গণ পরিষদে
শহীদ হন ৮৫ বছর বয়সে তাঁর বাড়ি
দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য
দেশবাসীর স্বাস্থ্য সেবার জন্য দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের
চট্টগ্রামের এই বিখ্যাত সমাজ সেবককে ডাকা হত
‘আমার ভাইয়ের রক্তে’ -গানটির সুরকার
গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় কারণ তারা
তারা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হত্যা করে

৪. নিচের শব্দ গুলি সম্পর্কে ৩টি করে বাক্য লিখ:

বধ্যভূমি	১।
	২।
	৩।

বুদ্ধিজীবী দিবস	১।
	২।
	৩।

জাতির শ্রেষ্ঠ	১।
	২।

সন্তান	৩।

৫. নিচের তথ্যগুলো দিয়ে ২টি করে বাক্য তৈরি কর:

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর	১।
	২।
	৩।

২৫শে মার্চ কাল রাত্রি	১।
	২।
	৩।
রাজাকার, আলবদর ও আল শামসবাহিনী	১।
	২।
	৩।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১।
	২।
	৩।

সংবাদ পত্র অফিস	১।
	২।
	৩।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ	১।
	২।
	৩।

৬. নিচের তথ্যগুলো নিয়ে পাশের ছকে ধারা বাহিক ভাবে সাজাও

	১৪ ই ডিসেম্বর
অধ্যাপক আনোয়ার পাশা	
সাধনা ঔষধালয়	
দানবীর	
	মিরপুর ও রায়ের বাজার বধ্যভূমি
	প্রতিভাবান সুরকার
প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইন জীবী	

৭. প্রদত্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তিনটি করে বাক্য লিখ:

গোবিন্দচন্দ্র দেব	১।
	২।
	৩।

সেলিনা পারভীন	১।
	২।

	৩।

রনদা প্রসাদ সাহা	১।
	২।
	৩।

মুনীর চৌধুরী	১।
	২।
	৩।

রাশিদুল হাসান	১।
	২।
	৩।

শহীদুল্লাহ কায়সার	১।
	২।
	৩।

আনোয়ার পাশা	১।
	২।
	৩।

ফজলে রাব্বি	১।
	২।
	৩।

৮. নিচের শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ কর

১৯৭১ সাল

সশস্ত্র যুদ্ধে প্রাণ দেন

অবরুদ্ধ জীবনযাপনে প্রাণ দেন

তাঁরা ছিলেন

লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু

মুক্ত স্বাধীন দেশ

১৯৭১ সাল

আক্রমণ চালায়

হত্যাকাণ্ড চালায় দীর্ঘ

পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে

পাষণ্ড কিছুলোক

পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহীদ হন

এম, মুনিরজ্জামান

অধ্যাপক

বিজ্ঞানের শিক্ষক

প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ

একই বাড়ির নিচতলায়

এ বাড়ির খুব কাছের বাসায়

দর্শন শাস্ত্রের

মানুষ হিসেবে

সে রাতে আক্রান্ত হয়

শহীদ হন

মাত্র পঁটিশ বছর বয়স

প্রখ্যাত রাজনীতি বিদ ও আইনজীবি

বয়স

১৯৪৮ সাল

তিনিই প্রথম

তার বাড়ি

অধ্যক্ষ

দেশবাসীর স্বাস্থ্য সেবায়

তাঁর বয়স

দেশের মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ

দানশীলতার জন্য

বিখ্যাত সমাজ সেবক বাড়ি

তারঁ নাম

একুশ ফেব্রুয়ারি

আমার ভাইয়ে রক্তে রাঙানো গানের সুরকার

প্রাণ কেড়ে নেন

পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে

দেশকে গভীর ভাবে

দেশের মনস্বী, চিন্তাবিদ ও

হত্যা করলে অপূরণীয় ক্ষতি

হত্যা যজ্ঞে সহায়তা করে

১৯৭১ সালে ১৪ই ডিসেম্বর ধরেনেয়

ক্ষত বিক্ষত লাশ

আবার অনেকের

১৪ই ডিসেম্বর

এ জাতির

তাঁদের প্রাণ দান

তাঁদের স্মরণ করব

দেশ ও মাতৃভাষার জন্য

আমরা সেই আদর্শ

তাদের ঋণ

৯. 'স্মরনীয় যাঁরা চিরদিন' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
অবরুদ্ধ	
অবধারিত	
আত্মদানকারী	
নির্বিচারে	
বরেণ্য	
পাষণ্ড	
রক্তক্ষয়ী	
জুগিয়েছে	
ভরসা	
নিরস্ত্র	
হত্যাযজ্ঞ	
কার্যকর	
দেশদ্রোহী	
দর্শনশাস্ত্র	
মনস্বী	
যশস্বী	
প্রখ্যাত	
পাকিস্তান গণপরিষদ	
ঔষধালয়	
সঁপে	
জনহিতকর	
আবাসস্থল	
বধ্যভূমি	
স্থাপন	
ঋণ	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
স্থ			
স্ত			
স্ত্র			
জ্ঞ			
দ্ধ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
অন্যের অধীন	
শত্রু দিয়ে বেষ্টিত	
নিজের জীবন উৎসর্গ করেন যিনি	
বরণ করার যোগ্য	
মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ	
হত্যার উদ্দেশ্যে যে কর্মকান্ড চালানো হয়	
সুরের জন্য যিনি সাধনা করেন	
সমাজের সেবা করে যিনি	
যশ আছে যার	
মেধা আছে এমন যে জন	
কোনভাবেই পূরণ করা যায় না এমন	
বিচার-বিবেচনা ছাড়া	
সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন যার পেশা	

বিপরীত শব্দ:

দিন	বিপরীত শব্দ
ঘুমন্ত	
যেতে	
কাছেই	
শহিদ	
পরাজয়	
জীবিত	
মান	
স্বাধীন	
সহজ	
সাহসী	
সংবাদ	
কৃতজ্ঞ	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
পৃথিবী	
শিক্ষক	
বাহিনী	
রাত	
মুক্ত	
পুরোপুরি	
দিন	
মানুষ	
নারী	
বাড়ি	
সংবাদ	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
করিব	
গিয়াছেন	
গড়িয়া	
শুনিয়া	
করিতে	
ডাকিত	
বলিয়া	
ঝাঁপাইয়া	
নামাইয়াছে	
চলাইয়া	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে হত্যা করে বহু সাংবাদিককে পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক সংবাদ অফিসে আগুন দেয়

কে, কি, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর:

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে আরও গভীর ভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা জানে এদেশের চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে।

'স্বদেশ'

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. কোথায় নৌকা সারে সারে সাজানো আছে?
২. স্বদেশ কবিতায় কোন ছবিটি কবির খুব চেনা?
৩. কবি মনে মনে কোন ছবি আঁকেন?
৪. ছবিটির মূল্য কত?
৫. স্বদেশ কবিতায় "নানা কাজের মানুষগুলো আছে নানান বেশ"-বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
৬. কবিতাটিতে বর্ণিত ছেলেটির দিন কীভাবে কাটে?
৭. ছেলেটি দেখতে কেমন ছিল?
৮. ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলে উত্তরে কী বলে?
৯. ছেলেটি দেশকে কীসের সাথে তুলনা করেছে?
১০. কবির আঁকা ছবিতে কী কী আছে?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. নদীর ঘাটে নৌকা ..... আছে।
২. মনে মনে কবি ছবিটি ..... ।
৩. ছবির এক পাশে ..... গাছ দুইটি জারুল পাখি।
৪. ছেলেটি ..... নদীর পাড়ে বসে থাকে।
৫. নানা কাজে নানা মানুষের নানা রকমের..... ।
৬. ছেলেটি হেসে বলে..... ।
৭. আমাদের দেশটি ..... মত।
৮. দেশের সব মানুষের নানা রকমের ..... ।

গ) সত্য/ মিথ্যা র্ণিয় কর:

১. স্বদেশ কবিতায় লেখকের নাম আহসান ।
২. নদীতে নৌকাগুলো এলোমেলো ভাবে সাজানো আছে।
৩. নদীর ধারে বসে থাকা ছেলেটির কাছে সব ছবি খুবই অচেনা।
৪. জাম গাছে দুটি হলুদ পাখি রয়েছে।
৫. কবির কাছে ছবিটি অনেক মূল্যবান।
৬. বাংলাদেশে শুধু বাঙালিদের বসবাস।

ঘ) সঠিক উত্তর টিক চিহ্ন:

১. নদীতে কী সারি সারি সাজানো রয়েছে?
ক) ভেলা
খ) নৌকা
গ) ডিঙি
ঘ) কাগজের নৌকা

২. 'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কোথায় বসে আছে?
ক) বট গাছের নিচে
খ) নদীর ধারে
গ) বাসে
ঘ) চেয়ারে

৩. ছেলেটি কখন ছবি আঁকে?
ক) সকালে
খ) বিকালে
গ) ভরদুপুরে
ঘ) যখনখুশি তখন

৪. জারুল গাছে কী পাখি ছিল?
ক) টিয়া পাখি
খ) বুলবুলি পাখি
গ) হলুদ পাখি
ঘ) ময়না পাখি

৫. ছেলেটি দেখতে কেমন?

ক) সারাদেশের সব ছেলেদের মত
খ) সারাদেশের মেয়েদের মত
গ) সারাদেশের বৃদ্ধদের মত
ঘ) ফুলের মত

ঙ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। স্বদেশ কবিতাটির কবির নাম কী?
২। গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?
৩। কবি মনের মধ্যে কোন ছবি আঁকেন?
৪। জারুল গাছে কী পাখি?
৫। কবিকে 'কে তুমি' প্রশ্ন করলে তিনি কী উত্তর দিবেন?
৬। রঙ তুলি ছাড়া কোন ছবি আঁকা যায়?
৭। যখন টাকা পয়সা ছিলো না তখন মানুষ কেনা-বেচা করত কী ভাবে?
৮। পয়সা দিয়ে কী কেনা যায় না?
৯। দেশকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
১০। ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে?

চ) **বড় প্রশ্ন:**

১. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?
২. 'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৩. মাঠের উপাদান কী কী?
৪. শিল্পী রং তুলি দিয়ে যে প্রকৃতির ছবি আঁকেন তা ৪টি বাক্যে লিখ।
৫. স্বদেশ কবিতার মূলভাব লেখ।
৬. 'ছবির মতো দেশ'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ৪টি বাক্যে লিখ।

শিক্ষা উপকরণ

১. নিচের খালিঘরে সঠিক তথ্য দিয়ে ছকটি পূওু কর:

এই যে নদী
নৌকা সারে সারে,
বসে নদীর ধারে-

২. সঠিক তথ্য দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি:

মাঠের পরে মাঠ চলেছে	১।
	২।
নানা কাজের মানুষগুলো আছে নানান বেশ	১।
	২।

মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর, হাটের মানুষ হাটে।	১।	
	২।	

৩. কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লিখ:

মুখেতে টুকটুক।
ভালোবাসার শিল্পী আমি'
এই ছেলেটির মুখ
বলব হেসে তখন
প্রশ্ন করি যখন
কে তুমি ভাই,
সারাদেশের সব ছেলেদের

৪. কবি আহসান হাবীবের জীবন বৃত্তান্ত লিখ:

জন্ম	স্থান
	সময়
পেশা	
শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ	১. ২.
মৃত্যু	

৫. 'স্বদেশ' কবিতাটি পড়ে যা বুঝ তা পাঁচ বাক্যে বর্ণনা কর:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
কড়ি	
সারে সারে	
জোয়ার	
একলা	
বেশ	
টুকটুক	

শিল্পী	
পাখপাখালি	
হাট	
আপন	
জারুল	
রঙ	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
স্ব			
ল্প			
ক্ষ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
মূল দিয়ে কেনা যায় না যা	
জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ ভূমি	
স্বাদ নেই এমন	
নিজের দেশ	
দিনের শেষ ভাগ	
নদী মাতা যার	
যিনি কোন শিল্প কলার চর্চা করেন	
ছবি আঁকার ব্রাশ	
যেখানে ফল ফলাদি উৎপন্ন হয়	
চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদীর পানির স্ফীতি	
যিনি কোন শিল্পকলার চর্চা করেন	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
আদান	
ভাই	
কল্যাণ	
হাসি	
কেনা	
ছেলে	
খুশি	
স্বদেশ	
জোয়ার	
শেষ	
চেনা	
মধ্যে	
দিন	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
নদী	
নৌকা	
পাখি	
বাগান	
টুকটুকে	
মাঠ	
বাড়ি	
ছবি	
দিন	
শেষ	
মন	
তীর	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
বসিয়া	
চলিয়াছে	
দেখিয়া	
বলিবে	
হাসিয়া	
আঁকিতে	
বেড়াইতে	

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. এক দেশে কী ছিল?
২. রাজার কয়টি পুত্র ছিল?
৩. রাজার ছেলের সাথে কার সাথে খুব ভাব?
৪. দুই বন্ধু পরস্পরকে কী করে?
৫. রাখাল মাঠে কী চরায়?
৬. কে গাছের তলায় অপেক্ষা করে?
৭. নিঝুম দুপুরে কে বাঁশি বাজায়?
৮. রাজপুত্র কী জড়িয়ে বসে বসে সুর শোনে?
৯. কীসের সুর বাজে?
১০. কার জন্য রাখাল বাঁশি বাজিয়ে সুখ পায়?
১১. কী শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ভরে ওঠে?
১২. রাজপুত্র কী প্রতিজ্ঞা করে?
১৩. রাখালকে রাজপুত্র কী বানাতে চায়?
১৪. রাজপুরি কীসে গমগম করে?
১৫. রাজপুরি আলো করে কে আসে?
১৬. রাজপুত্র কাকে ভুলে যায়?
১৭. দিন শেষে কী নিয়ে দু:খী রাখাল চলে যায়?
১৮. কখন রাজার ঘুম ভাঙে ?
১৯. ভোরবেলা ঘুম ভেঙে কী ঘটে?
২০. রাজ্য জুড়ে কীসের রোল পড়ে?
২১. কীসের অপরাধে রাজার এই দশা?
২২. রানি কী দেখাশোনা করেন?
২৩. কাঞ্চনমালা কোথায় স্নান করতে যান?
২৪. রানি কী কিনেন নদীর ঘাটে?
২৫. কিসের বিনিময়ে রানি দাসী কিনেন?
২৬. দাসীর নাম কী?
২৭. কাঞ্চনমালা কোথায় ডুবে দিতে যান?
২৮. কার ভয়ে কাঞ্চনমালা কাঁপতে থাকে?
২৯. রাজ্যে কী এসে গেছে?
৩০. বাড়ির সকল কাজকর্ম করেন কে?
৩১. কার কষ্টের সীমা থাকে না?
৩২. কাঞ্চনমালা কী ধুতে নদীর ঘাটে যায়?
৩৩. কীসের ব্রত পালন করা হচ্ছে?
৩৪. রানিদের কী বিলাতে হচ্ছে?
৩৫. রানি উঠানে কী দিতে যায়?
৩৬. জল্লাদকে কী নিতে হুকুম দেয় হয়?
৩৭. বহু বছর পর রাজা কী মেলেন?
৩৮. রাজা বন্ধুর কাছে কী চান?
৩৯. সুখে রাজার কী ভরে ওঠে?

খ) শূন্যস্থান পূরন কর:

১. এক দেশে ছিল এক .....।
২. রাজার ..... একটাই।

৩. রাজপুত্রের সঙ্গে ..... খুব ভাব।
৪. দুই বন্ধু পরস্পরকে.....।
৫. রাখাল ..... গরু চরায়।
৬. রাজপুত্র ..... বসে অপেক্ষা করে।
৭. .....দুপুরে রাখাল বাঁশি বাজায়।
৮. ..... জন্য বাঁশি বাজিয়ে..... বড় সুখ পায়।
৯. রাজপুত্রের মন খুশিতে ..... ওঠে।
১০. সৈন্যসামন্তে ..... করে রাজপুরি।
১১. রাজপুরি আলো করে থাকে .....।
১২. রাজপ্রসাদের ..... রাখালকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না।
১৩. দিন শেষে..... নিয়ে রাখাল চলে যায়।
১৪. ভোরবেলা ..... ঘটেছে।
১৫. তার শরীরে গেঁথে আছে..... সুচ।
১৬. রাজ্যজুড়ে..... রোল পড়ে যায়।
১৭. কাঞ্চনমালা..... স্নান করতে যান।
১৮. কাঁকন দিয়ে কেনা দাসীর নাম .....।
১৯. চোখের পলকে কাঁকনমালা..... সব গয়না পড়ে নেয়।
২০. কাঁকনমালার ভয়ে কাঁপতে থাকে.....।
২১. ..... থাকে রাজপুরীর সকলে।
২২. ..... রাজা জানতেন না ঝামেলার কথা।
২৩. রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন.....।
২৪. সুচবিঁধা শরীর..... টনটন করে।
২৫. গায়ে ..... এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে।
২৬. কাঞ্চনমালা ..... ধুতে যায় নদীর ঘাটে।
২৭. কাঞ্চনমালা শোনেন ..... পাশে গাছতালা এক অদ্ভুদ .....।
২৮. আজ হচ্ছে ..... ব্রত।
২৯. আজকের দিনে..... পিঠা বিলাতে হয়।
৩০. কাঞ্চনমালাকে পিঠা বানাতে ..... দেয়।
৩১. নকল রানি উঠানে ..... দিতে যায়।
৩২. কাঞ্চনমালা আঁকেন .....।
৩৩. হাতের কাঁকনে কেনা .....।
৩৪. অচেনা মানুষ তার সুতার পুঁটলিকে ..... দেয়।
৩৫. ..... সুতা গিয়ে ..... আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে।
৩৬. কাঞ্চনমালার ..... দিন শেষ হয়।
৩৭. রাজা ..... চান বন্ধুর কাছে।
৩৮. রাজা বন্ধুকে ..... বাঁশি গড়িয়ে দেন।
৩৯. রাখাল সারাদিন..... কাজ করে।
৪০. .....রাজার মন ভরে যায়।
৪১. রাজপুত্র রাখালের গলা জড়িয়ে বসে.....শোনে।
৪২. বড় হয়ে রাজা হলে রাখালকে..... বানাবে।
৪৩. লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে .....রাজপুরি।
৪৪. রাজা দেখের যে তার শরীরে গেঁথে আছে.....।

গ) **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:**

১. একদেশে ছিল দুই রাজা।
২. রাজার কন্যা এক জন।
৩. রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর ছেলের খুব ভাব।

৪. রাজপুত্র পার্কে বসে অপেক্ষা করে।
৫. নিঝুম দুপুরে রাখাল বাঁশি বাজায়।
৬. বন্ধুর জন্য বাঁশি বাজিয়ে রাখাল খুব সুখ পায়।
৭. রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে ।
৮. রাজপুত্র রাজার কাছে প্রতিজ্ঞা করে।
৯. লোকলস্কর সৈন্যসামন্তে গমগম করে রাজপুরি।
১০. রাজপুরি আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা।
১১. রাজ্যের চারিদিকে শুধু দু:খ সুখের মধ্যে রাখালবন্ধুর কথা মনে পড়ে।
১২. রাখাল রাজপুত্রের সাথে দেখা করতে আসে।
১৩. রাখাল রাজপ্রাসাদে ঢুকতে পারে না।
১৪. মনে সুখ নিয়ে রাখাল ফিরে যা।
১৫. রাতের বেলা রাজার সর্বনাশ ঘটে।
১৬. রাজার শরীরে গেঁথে ছিল অগনিত সুচ।
১৭. রাজ্য জুড়ে খুশির বন্যা বয়ে যায়।
১৮. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাদে রাজা শাস্তি পায়।
১৯. কাঁকনমালা রাজ্য দেখাশোনা শুরু করেন।
২০. কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে স্নান করতে যায়।
২১. রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জণ্য প্রয়োজন ছিল দাসীর
২২. গলার মালা দিয়ে দাসী কিনেন।
২৩. কেনা দাসীর নাম কাঁকনমালা।
২৪. কাঞ্চনমালার গয়না পরে রানি হয় অচেনা মানুষ।
২৫. কাঁকনমালার ভয়ে কাপতে থাকে রাজপুরী।
২৬. কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করে।
২৭. রাজার শরীর ব্যাথায় চিনচিন করে।
২৮. রাজার গায়ে মশা এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে।
২৯. কাঞ্চনমালা একগাদা থালাবাসন ধুতে নদীর ঘাটে যায়।
৩০. রানি বাড়ির পাশের বাগান থেকে শোনেন অদ্ভুত মন্ত্র।
৩১. আজ হোলি উৎসব।
৩২. এই ব্রততে প্রজাদের পিঠা বিলাতে হয়।
৩৩. নকল রানির তৈরি পিঠা খুবিই সুস্বাদু।
৩৪. কাঞ্চনমালা চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশী, ক্ষীর, মুরলি পিঠা বানান।
৩৫. কাঁকনমালা আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া , ময়ূর পুতুল।
৩৬. রাজা এক বছর পর চোখে মেলেন।
৩৭. রাজা বন্ধুকে সোনার বাঁশি গড়িয়ে দেন।
৩৮. রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করে।
৩৯. কাঞ্চন মালা আর কাঁকন মালা তারা দুই বোন।
৪০. রাজপুত্রের সঙ্গে রাজ্যের রাখাল ছেলের খুব শত্রুতা।
৪১. বন্ধুর জন্য বাঁশি বাজিয়ে রাখাল বড় সুখ পায়।
৪২. রাজপুরি আলো করে থাকে রানি কাঁকনমালা।
৪৩. কাঞ্চনমালা রজ্যের সকল কাজকর্ম করেন।
৪৪. কাঁকনমালা একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে যান।
৪৫. রানি কাঞ্চনমালা চোখের জল মুছতে মুছতে রাজা দেখাশোনা শুরু করেন।
৪৬. কাঞ্চনমালা বনের পাশের গাছতলা থেকে এক অদ্ভুত মন্ত্র শোনেন।
৪৭. রাজ দুরীতে গিয়ে অচিন মানুষ সুচ নেবার কথাটাও বলে না।
৪৮. কাঁকন মালা আঁকেন পদ্মলতা।
৪৯. কাঞ্চন মালা পিঠা খেতে বিস্বাদ।
৫০. নকল রানি শেষে মারা যায়।

৫১. রাজা তাঁর বন্ধুকে নতুন সোনার বাঁশি গড়িয়ে দেন।

ঘ) **সঠিক উত্তর দাও:**

১. এক দেশে কী ছিল?

ক) রানি
খ) রাজপুত্র
গ) রাজা
ঘ) রাজকুমারী

২. রাজার রাজপুত্র ছিল কয়টি?

ক) দুই
খ) তিন
গ) চার
ঘ) এক

৩. রাজপুত্রের সাথে কার ভালো সম্পর্ক?

ক) রাজকুমারীর
খ) রাজার
গ) মন্ত্রীর
ঘ) রাখালের

৪. রাখাল কোথায় গরু চরায়?

ক) মাঠে
খ) ঘাটে
গ) পার্কে
ঘ) রাস্তায়

৫. রাজপুত্র কোথায় বসে অপেক্ষা করে?

ক) পার্কে
খ) গাছের তলায়
গ) নদীর ঘাটে
ঘ) বাড়ির বাগানে

৬. রাখাল কখন বাঁশি বাজায়?

ক) নিঝুম দুপুরে
খ) রাতে
গ) বিকালে
ঘ) সন্ধ্যায়

৭. কী শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে?

ক) কথা
খ) গান
গ) বাঁশির সুর
ঘ) কবিতা

৮. রাজপুত্র কার কাছে প্রতিজ্ঞা করে?

ক) বাবার কাছে
খ) মায়ের কাছে
গ) রাখালের কাছে
ঘ) বোনের কাছে

৯. রাজপুত্র রাখালকে কী বানানোর প্রতিজ্ঞা করে?

ক) ডাক্তার
খ) গায়ক
গ) শিক্ষক
ঘ) মন্ত্রী

১০. রাজপুরি কীসে গমগম করে?

ক) মানুষজনে
খ) পশুপাখিতে
গ) গাছপালায়
ঘ) লোকজনে

১১. রাজপুরি আলো করে আসে কোন রানি?

ক) সুয়োরানি
খ) দুয়োরানি
গ) কাঞ্চনমালা
ঘ) কাঁকনমালা

১২. রাজপুত্র সুখের মধ্যে কার কথা ভুলে যায়?

ক) বাবার
খ) বন্ধুর
গ) রানির
ঘ) প্রজাদের

১৩. রাখালকে কারা রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেয় না?

ক) মন্ত্রীরা
খ) রাজার আত্মীয়রা
গ) প্রাসাদের রক্ষীরা
ঘ) রানিরা

১৪. দিনশেষে কী নিয়ে দু:খী রাখাল চলে যায়?
ক) খাবার
খ) দু:খ
গ) কাপড়
ঘ) টাকা পয়সা

১৫. রাজার শরীরে কী গেঁথে আছে?
ক) ফুলের কাটা
খ) মশার কামড়
গ) অগুনতি সুচ
ঘ) নখের আঁচড়

১৬. রাজ্যজুড়ে কীসের রোল পড়ে যায়?
ক) আনন্দের
খ) দু:খের
গ) উপহাসের
ঘ) কান্নাকাটির

১৭. রাজ্য দেখাশোনা করতে শুরু করেন কে?
ক) রানি
খ) মন্ত্রী
গ) উজির
ঘ) নাজির

১৮. কাঞ্চনমালা কোথায় স্নান করতে যান?
ক) পুকুরে
খ) গোসলখানায়
গ) সুইমিংপুলে
ঘ) নদীর ঘাটে

১৯. রানি কী দিয়ে দাসী কিনেন?
ক) কাঁকন
খ) মালা
গ) টিকলী
ঘ) পায়ের নুপূর।

২০. কেনা দাসীর নাম কী?
ক) কাঞ্চনমালার
খ) কিরনমালা
গ) কাঁকনমালা
ঘ) ইচ্ছামতী

২১. রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন কে?
ক) বুড়ি
খ) কাঞ্চনমালা
গ) কাঁকনমালা
ঘ) রাজা

২২. রাজার শরীর সুচের ঝাঁকে ঝাঁকে কী বসে?
ক) মশা
খ) মাছি
গ) পোকা
ঘ) ফড়িং

২৩. কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে কী ধুতে যায়?
ক) থালাবাসন
খ) কাপড়চোপড়
গ) মাথার চুল
ঘ) আসাবাবপত্র

২৪. বনের পাশের গাছতলা থেকে কাঞ্চনমালা কী শোনের?
ক) গান
খ) মন্ত্র
গ) কবিতা
ঘ) বাঁশির সুর

২৫. আজকের দিনে রানিদের কী বিলাতে হয়?
ক) কাপড়
খ) গয়না
গ) পিঠা
ঘ) খাবার

২৬. কাঞ্চনমালা কী নকশা আঁকেন?
ক) পদ্মলতা
খ) গাছপালা
গ) হাতি
ঘ) ঘোড়া

২৭. নকল রানির তৈরি পিঠার স্বাদ কেমন ছিল?
ক) বিস্বাদ
খ) সুস্বাদু
গ) তেতো
ঘ) ঝাল

২৮. রাজা রাখালকে কীসের বাঁশি গড়িয়ে দেয়?
ক) দস্তার
খ) সোনার
গ) রুপার
ঘ) তামার

২৯. রাজার কয়জন পুত্র ছিল?
ক) দুই জন
খ) তিনজন
গ) চারজন
ঘ) একজন

৩০. রাজপুত্রের সঙ্গে রাজ্যের কার খুব ভাবছিল?
ক) কাঞ্চনমালার
খ) কাঁকনমালার
গ) রাখালছেলে
ঘ) মন্ত্রী

৩১. রাজপুত্র গাছতলায় বসে কার জন্য অপেক্ষা করে?
ক) রাজার জন্য
খ) কঞ্চনমালার জন্য
গ) কাঁকনমালার
ঘ) রাখাল ছেলের

৩২. রাখাল ছেলে কী বাজায়?
ক) এক তারা
খ) বাঁশি
গ) দোতরা
ঘ) সেতারা

৩৩. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করত?
ক) নদীর ঘাটে
খ) রাজ প্রাসাদে
গ) বনের ধারে
ঘ) গাছ তলায়

৩৪. রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে কেন?
ক) বন্ধুকে দেখে
খ) বন্ধুর বাশির সুর শুনে
গ) বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে
ঘ) বন্ধুর কাছে মনের কথা বলতে পেরে

৩৫. কাঞ্চনমালা কী দিয়ে দাসী কিনতে হয়?
ক) সোনার কাঁকন
খ) রুপার কাঁকন
গ) সোনার দুল
ঘ) রুপার দুল

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নউত্তর:

১. কখন রাজপুত্র রাখালের জন্য অপেক্ষা করে এবং কেন?
২. রাজপুত্র রাজা হবার পর রাজ্যে কেমন চলছিল?
৩. কাঞ্চনমালার কেন দাসীর দরকার ছিল?
৪. কাকনমালা কীভাবে নকল রাণী হয়ে গেল?
৫. সুচরাজার কষ্টের বর্ণনা দাও।
৬. পিটকুড়ুলির ব্রত কী?
৭. কিভাবে কাঞ্চনমালার দু:খের দিন শেষ হলো?

চ) **বড় প্রশ্ন:**

১. রাজপুত্র ও রাখাল ছেলের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বর্ণনা দাও। পাচঁটি বাক্যে লিখ।
২. রাজা তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য কী শাস্তি পেলেন?
৩. কাঞ্চনমালা অচেনা মানুষকে ঘরে নিয়ে যায় কেন?
৪. নকল রানি ও আসল রানির পার্থক্য দেখাও।
৫. তোমার মতে বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য লেখ।

শিক্ষা উপকরণ:

১. **নিচের তথ্য দেখে রাজপুত্র ও রাখাল ছেলের বন্ধুত্ব ছকে বনর্ণা কর:**

রাজপুত্র ও রাখাল ছেলের বন্ধুত্ব	
সম্পর্ক	
সময় কাটানো	
প্রতিজ্ঞা	
দূরত্ব	

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে গল্পটি ধারাবাহিকভাবে লিখঃ
রাজার অসুস্থতা, কাঁকনমালার রানি হওয়া, রাজ্যের দুরাবস্থা, নকল রানির অত্যাচার

৩.

সুচ পেতাম পাঁচ হাজার
তবে খাই তরমুজ

যদি পাইলাম
পাই এক হাজার সুচ
তবে যেতাম হাটবাজার
তবে দেই রাজ্যপাট

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

৪. তথ্য দেখে নিচের ছক পূরণ করঃ

রাজ্যের অবস্থা	
রাজার অসুস্থতা	
দাসীর ছলনা	
নকল রানির আচরণ	
রাজ্যের দুরাবস্থা	
অচিন মানুষের আগমন	
রাজ্যে সুখের আগমন	
কুড়ুলির ব্রত	
নকল রানি চিহ্নিতকরণ	
নকল রানির মৃত্যু	
মন্ত্রপাঠ	
রাজার ক্ষমা চাওয়া	

৫. রাজার অসুস্থ হওয়ার পরের চিত্র বর্ণনা করঃ

১।	
২।	
৩।	
৪।	
৫।	
৬।	

৬. আসল রানি ও নকল রানির পরিচয় দাওঃ

৭. কাঞ্চনমালা ও কাঁকনমালা গল্পটির মূলভাব নিজের ভাষায় লেখঃ

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
রাজপ্রাসাদ	
রক্ষী	
টনটন	
চিনচিন	
কাঁকন	
পরস্পর	
মায়াবতী	

আষ্টেপৃষ্ঠে	
গর্দান	
গর্জে ওঠা	
স্বাদ	
বিস্বাদ	
পুঁটলি	
ফরমাস	

বিপরীত শব্দ

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
জীবন	
পুত্র	
ভিতর	
চেনা	
রাজা	
দু:খী	
নকল	
শুভ	
নিয়ম	
সুন্দর	
হাসি	
বন্ধু	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
গ্র			
ষ্ক			
র্ক			
ষ্ঠ			
ত্ব			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
সারা শরীরে	
যে গরু চরায়	
ঘাড়সহ মাথা	
খেতে ভালোলাগে এমন	
মমতা আছে যে নারীর	
সম্পূর্ণ নীরব	
রাজার ধন-ভাণ্ডার	
পন্য কেনা বেচার নির্দিষ্ট স্থান	
রাজার প্রাসাদ	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
রাজা	
পুত্র	
চোখ	
কাঞ্চন	
নদী	
বন	
মন	
হাত	
বন্ধু	
হাতি	
দাসী	

অবাক জলপান

ক) এক লাইনে উত্তর দাও:

১. পৃথিকের ভাষ্য মতে কে সাত-পাঁচ গপ্‌পো করছিল?
২. পথিবীর কত ভাগ জল ও কত ভাগ স্থল?
৩. খোকার মামা দেখতে কেমন?
৪. কে পথিকের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল?
৫. মামা পথিককে কাকে মনে করেছিলেন?
৬. পথিক দ্বিতীয়বার কার কাছে পানি চেয়েছিল?
৭. মামা কাকে ঘরে টেনে নিলেন?
৮. মামার ঘরটি দেখতে কেমন ছিল?
৯. মামা কাকে জল সম্পর্কে বলছিলেন?
১০. জলে হাইড্রোজেনের পরিমান কতটুকু?
১১. জলকে বিশ্লেষেণ করলে কী হয়?
১২. বদ্যিনাথকে কী কামড়েছিল?
১৩. বদ্যিনাথের কী হয়েছিল?
১৪. হাইড্রোফিবিয়া কি?
১৫. পথিক মামার কাছে কেমন জল খেতে চেয়েছিল?
১৬. বোতলে কেমন জল ছিল?
১৭. ডিস্টিল ওয়াটারের বাংলা কী?
১৮. কোন জলকে বোবা জলের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
১৯. কোন জলে গোলাপি রং এর জল ঢেলে দিলে গোলাপি রং চলে যায়?
২০. মামা কাকে জল আনতে বলল?
২১. কার তেষ্টা পেয়েছিল?
২২. কে সকাল থেকে হাঁটছেন?
২৩. পথিকের তেষ্টায় কী হয়েছিল?
২৪. বেশি চ্যাঁচাতে গেলে সবাই কী নিয়ে তেড়ে আসতে পারে বলে পথিক মনে করে?
২৫. পথিক প্রথমে কার কাছে পানি চেয়েছিল?
২৬. কার সাথে কথা বলে পথিকের অন্যায় হয়েছে বলে মনে করেন ?

খ) শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. জল না পেলে আর ..... না।
২. পথিক সকাল থেকে ..... আসছে।
৩. তেষ্টায় মগজের ..... পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল।
৪. বেশি চ্যাঁচতে ..... হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে।
৫. কাঁচা আম চাইলে ..... ।
৬. লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু ..... করে ..... হয়।
৭. ঝুড়িওয়ালা পথিককে পাঁচ রকমের ফর্দ .....।
৮. সমুদ্রের জল অতি .....।
৯. মামা তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা .....।
১০. জলাতঙ্ক হলে জল ..... খিচ ধরে।
১১. ডিষ্টিল ওয়াটার ..... পরিশ্রুত জল।
১২. পরীক্ষা হলো ..... ।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. পথিক কখন থেকে হাঁটছে?
ক) ভোর খ) সকাল

গ) দুপুর
ঘ) রাতে

২. ঝুড়িওয়ালা পথিককে কী দিতে চেয়েছিল?
ক) কাঁচা জাম
গ) কাঁচা আম
খ) জলপাই
ঘ) জল

৩. বৃদ্ধ কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছিল?
ক) কুঁড়েঘর থেকে
গ) পাশের ঘর থেকে
খ) পাশের বাড়ি থেকে
ঘ) ফ্ল্যাট থেকে

৪. কে সাত পাঁচ গপ্‌পো করেছিলেন?
ক) ঝুড়িওয়ালা
গ) মামা
খ) বৃদ্ধ
ঘ) পথিক

৫. ঝুড়িওয়ালার দাদা কোথায় চাকরি করে?
ক) খালিদ পুরে
গ) কাশিম পুরে
খ) খালিসপুরে
ঘ) মোহন পুরে

৬. বৃদ্ধ কাকে অপদার্থ বলেছিল?
ক) ঝুড়িওয়ালাকে
গ) মামাকে
খ) পথিককে
ঘ) বৃদ্ধলোককে

৭. সমুদ্রের জলের স্বাদ কেমন?
ক) লবণাক্ত
গ) মিঠা
খ) সুস্বাদু
ঘ) ঝাল

৮. পথিক মামাকে কীসের কষ্টের কথা বললেন?
ক) জলতেষ্টা
গ) বুকের ব্যাথা
খ) পায়ের ব্যাথা
ঘ) হাতের ব্যাথা

৯. মামা কাকে পাড়ার ছোকরা বলে ছিল?
ক) পথিককে
গ) বৃদ্ধকে
খ) ঝুড়িওয়ালাকে
ঘ) ট্যাপাকে

১০. মামা পথিককে কোথায় নিয়ে গেল?
ক) নিজের বাড়ি
গ) নিজের ঘরে
খ) মাঠে
ঘ) রাস্তায়

১১. কুকুর কামড়ালে কী অসুখ হয়?
ক) জলাতঙ্ক
গ) আতঙ্ক
খ) হাইড্রোফোবিয়া
ঘ) কলেরা

১২. জলাতঙ্ক হলে কী হয়?
ক) জল খেতে পারে না
গ) বেশি কারে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়
খ) বেশি করে জল খায়
ঘ) কোনটি নয়

১৩. বোতলে কী জল ছিল?

ক) পরিশ্রুত
খ) পরিষ্কার
গ) পরিশোধিত
ঘ) নোংরা জল

১৪. ডিস্টিল ওয়াটারের স্বাদ কেমন?

ক) মিষ্টি
খ) ঝাল
গ) তেতো
ঘ) ঝাল টক

১৫. খোকার নাম কী?

ক) ট্যাপা
খ) খোকন
গ) খোকা
ঘ) বাবু

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. পথিক দুপুর থেকে হাঁটছে ।
২. পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কাঁচা আম চেয়েছিল ।
৩. আলু আর আলুবোখারা সমান ।
৪. ঝুড়িওয়ালার দাদা কাশিমপুরে চাকরি করে ।
৫. বৃদ্ধ ঝুড়িওয়ালাকে চালাক বলেছিল ।
৬. পৃথিবীর এক ভাগ জল আর দুই ভাগ মাটি।
৭. পথিক মামার কাছে বাড়ির ঠিকানা জানতে চেয়েছিল।
৮. মামার মাথায় টাক ছিল।
৯. মামা পথিক দেখে দরজা লাগিয়ে দিল।
১০. মামা পথিকের অনাগ্রহ দেখে খুব খুশি হয়েছিল।
১১. পৃথিবীতে একভাগ জল আর তিন ভাগ স্থল।
১২. সমুদ্রের পানি অত্যন্ত সুস্বাদু ।
১৩. মামা শুধু বই বের করল।
১৪. ডিস্টিল ওয়াটরের স্বাদ তেতো।
১৫. নোংরা জলে গোলাপি জল ঢেলে দিলে পানি গোলাপি রং ধারণ করে।
১৬. মামা পথিকের জন্য পানি নিয়ে এলেন।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. অবাক জলপান নাটিকা তে কয়টি চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়?
২. ১ম দৃশ্যটি কোথায় দৃশ্যপট হয়?
৩. পথিকের পোশাক কেমন ছিল?
৪. পথিক পথে আসার সময় কী বলতে লাগলো?
৫. গেরস্তর বাড়ি-এর অর্থ কী?
৬. ঝুড়িওয়ালার মাথায় করে কী নিয়ে যাচ্ছিল?
৭. জল ও জলপাই আগমন কখন ঘটে?
৮. বৃদ্ধ পথিককে কী বললো?
৯. ঝুড়িওয়ালার দাদা কোথায় চাকরি করেন?
১০. পথিক কয়জনের কাছে পানি/জল চেয়েছেন?
১১. নাটিকায় হত ভাগ্য বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
১২. ঝুড়িওয়ালার দাদা কোথায় চাকরি করেন?
১৩. এ নাটিকায় কয় ধরণের জলের উল্লেখ আছে?
১৪. নাটিকায় খোকার মামা দেখতে কেমন ছিল?
১৫. নাটিকায় কখন খোকার আগমন ঘটে?
১৬. খোকা কার বাড়িতে থাকে?

১৭. পথিক কার বাড়িতে যায়?

চ) **বড় প্রশ্ন:**

১. জলের তেষ্টায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কেমন হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।
২. পথিক ও ঝুড়িওয়ালার মধ্যে কথপোকথন থেকে কীসের শিক্ষা পাওয়া যায় নিজের ভাষায় লিখ।
৩. কোন পথিক তোমার কাছে জল চায় তবে তুমি কী করবে? নিজের ভাষায় লেখ।
৪. পথিক মামার কাছে জল চাইলে, মামা জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা কেন বললেন? ৪টি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।
৫. জলাতঙ্কের সাথে জলের সম্পর্ক কী? বোবা জল কেমন হয়ে থাকে?
৬. অবাকজলপান' গল্পটি পড়ে তুমি বুঝতে পেরেছ তা নিজের ভাষায় লেখ? এবং তুমি পথিকের স্থানে থাকলে কী করতে?

শিক্ষা উপকরণ

১. **১ম দৃশ্য হতে পথিক ও ঝুড়িওয়ালার সংলাপ নিজের ভাষায় লেখ। মনে কর তুমি পথিক ও তোমার অন্য বন্ধু** ঝুড়িওয়ালা।

পথিক	
	ঝুড়িওয়ালা
পথিক	
	ঝুড়িওয়ালা
পথিক	
	ঝুড়িওয়ালা
পথিক	
	ঝুড়িওয়ালা

২. নিচের ছবি থেকে চরিত্র গুলোকে বর্ণনা কর:

৩. ছবি দেখে শিখি:

৪. সঠিক তথ্য দিয়ে ছক পূরণ করি:

	H_2O
উপকারিতা	
ব্যবহৃত	
সম্পর্কে শব্দ	
বৈজ্ঞানিক উপকরণ	
পানিবাহিত রোগ	

৫. সৃজনশীল ছক:

মনেকর, পথিকের, জায়গায় তুমি আছ ।এমন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তুমি পথিক হলে কী করতে নিজ ভাষায় লেখ।

৬. অবাক জলপান গল্পটি পড়ে তুমি যা বুঝেছো তা নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
গেরস্থ	
বরকান্দাজ	
তেষ্টা	

খাটিয়া	
একপেরিমেন্ট	
রুক্ষমূতি	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
য্য			
শ্র			
ন্য			
ন্ত			
স্ন			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
বেশি কথা বলে যে	
পথে হাঁটে যিনি	
মন্দ ভাগ্য যার	
যার তুলনা হয় না	
তৃষ্ণায় কাতর যিনি	
কোন কিছু বুঝতে পারেন না যে	
কল্পনা করা যায় না এমন	
সংসারী লোক	
দেখে ভয়ে লাগে এমন শুকনো চেহারা	
কথা কাটাকাটি	
কৃত্বিত্তের গৌরব	
সত্য বলে বিবেচনা	
সম্পূর্ণ নতুন	

বিপরীত শব্দ:

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সকাল	
কাঁচা	
ভুল	
অন্যায়	
অস্থির	
বিস্বাদ	
কষ্ট	
আকাশ	
ছোকরা	
দুর্গন্ধ	
পরিষ্কার	
শুকনো	
আগ্রহ	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
দরজা	
বৃষ্টি	
খবর	
তফাত	
নোংরা	
জল	
তেষ্টা	
সকাল	
চুল	
পৃথিবী	
সমুদ্র	
আকাঙ্খা	
চোখ	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
চলিতেছে	
আসিয়াছি	
উঠিল	
ডাকিলে	
আসিতেছে	
বলিতে	
বলিতেছিলুম	
আসিবে	
দেখিয়াছি	
খাইতেছি	
ডাকিতেছে	
লইয়া	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

অন্যায় তো হয়েছেই দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি তবে জল চাচ্ছেন কেন ঝুড়িতে করে কী জল নেয় লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়

আচ্ছা থাক এখন নাই বা খেলেন-পরে খাবেন আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে সবকটাকে খনিকটা করে খাইয়ে দেবেন তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন-আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার

কে, কী, কখন, কেন, কোথায় দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করণ:

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়- হাইড্রজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল!

ঘাস ফুল

ক) এক লাইনের প্রশ্ন :

১. ঘাসফুল দেখতে কেমন?
২. ঘাসফুল কোথায় মাথা দোলায়?
৩. ঘাসফুলের নরম পাতা কী অনুরোধ করছে?
৪. ঘাসফুল কী দেখে আনন্দিত হতে বলেছে?
৫. ঘাসফুল কেমন করে হেসে উঠে?
৬. ধরার বুকে কী ঘাস হয়ে ফুটে?
৭. ঘাসফুল কী কী রঙের হাসির কথা বলা হয়েছে?
৮. ঘাসফুল কোথা থেকে বাঁশির সুর শোনে?
৯. ঘাসফুল কখন ফোটে?
১০. কত সালে কোথায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন?
১১. তিনি একজন কী ছিলেন? তিনি কী লিখে বিখ্যাত হয়েছেন?
১২. কী হিসেবে তিনি খ্যাতিমান অর্জন করেন?
১৩. জ্যোতিরিন্দ্র কবে মৃত্যুবরণ করেন?

খ) শূন্যস্থান পূরন করঃ

১. ঘাসফুল হাওয়াতে মাথা .....।
২. ঘাসফুলের নরম পাতা..... , ...।
৩. সূর্যের সাথে হাসির কিরণ ..... খুশি।
৪. ঘাসফুল দুলে দুলে মাথা .....।
৫. ধরার বুকে স্নেহ কণাগুলি ঘাস হয়ে .....।
৬. ঘাসফুল নীল আকাশের বাঁশির সুর .....।

গ) সঠিক উত্তর দাওঃ

১. ঘাসফুল দেখতে কেমন?
ক) বড়
খ) বৃহৎ
গ) ছোট ছোট
ঘ) ক্ষুদ্র

২. ঘাসফুলের পাতা কেমন?
ক) নরম
খ) শক্ত
গ) বড়
ঘ) ছোট

৩. ঘাসফুল কী দেখে খুশি হতে বলেছে?
ক) সূর্যের সাথে হাসির কিরণ
খ) সূর্য দেখে
গ) চাঁদ দেখে
ঘ) হাসি দেখে

৪. ঘাসফুল কেমন করে মাথা নাড়ায়?
ক) দুলে দুলে
খ) নেচে নেচে
গ) জোরে জোরে
ঘ) আস্তে আস্তে

৫. ধরার বুকে কী ঘাস হয়ে ফুটে?
ক) ভালবাসা
খ) আদর
গ) স্নেহ-কণা
ঘ) দু:খ

৬. কারা লাল নীল সাদা হাসি হাসে?
ক) গাছ
খ) ফুল
গ) সূর্য
ঘ) ঘাসফুল

৭. ঘাসফুল কোথায় দোলে?

ক) পানিতে
খ) বাতাসে
গ) দোলনায়
ঘ) আকাশে

ঘ) সত্য মিথ্যা:

১. ঘাসফুল হাওয়াতে পা দোলায়।
২. ঘাসফুল চাঁদের সাথে হাসে।
৩. ঘাসফুল দুলে দুলে নাচি।
৪. ফুলের টবে ঘাস ফুটে ওঠে।
৫. ঘাসফুলের হাসির রং সবুজ
৬. ফুলের টবে ঘাস ফুটে ওঠে।
৭. ঘাসফুলের হাসির রং সবুজ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ঘাসফুল কবিতাটি কে লিখেছেন?
২। দোলাই এবং স্নেহ কণা শব্দের অর্থ লিখ।
৩। হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?
৪। কোন পাতা ছিঁড়তে নিষেধ করছে? মনে মনে কি হতে বলছে?
৫। কার সাথে হাসির কিরণে হেসে উঠে আর কীভাবে মাথা নাড়ায়?
৬। ধরার বুকে কারা ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে? তারা কী কী রঙের হাসি?
৭। রূপকথা কী রঙের বাঁশি? কখন বাতাসে শুনে আর দুলে?
৮। ফুল ছেঁড়ার অর্থ কী? ফুল ছেঁড়া ঠিক কি না? দুটি বাক্যে লিখ।
৯। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলের ও তেমনই কি আছে?

চ) বড় প্রশ্ন:

১। ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?
২। ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?
৩। ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?
৪। ঘাসফুল কীভাবে জীবনকে উপভোগ করছে? দুটি বাক্যের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।
৫। 'মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি দুটি বাক্যে বুঝিয়ে দাও।
৬। কবিতার মূলভাব লিখ।

শিক্ষা উপকরণ:

১. সঠিক তথ্য দিয়ে নিচের ফাঁকা ঘর গুলো পূরণ কর।

ক	খ
ঘাসফুল কবিতাটি লিখেছেন	
	ছোট ছোট ফুল
	মাথা,
তুলো না মোদের	
	পাতা।
শুধু দেখ আর	
	হাসির কিরণে
কেমন আমরা	
	নাড়ি মাথা।

২. **ধারাবাহিক ছক: নিচের ফাঁকা স্থানে চরণগুলো ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে লিখ।**

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
দুলে দুলে নাড়ি মাথা
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
শুনি আর দুলি বাতাসে

৩. **ঘাসফুল কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লিখ।**

- ❖ ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে
- ❖ ধরার বুকে স্নেহ-কণাগুলি
- ❖ দুলে দুলে নাড়ি মাথা
- ❖ রুপকথা নীল আকাশের বাঁশি
- ❖ মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
- ❖ যখন তারারা ফোটে।
- ❖ শুনি আর দুলি বাতাসে।

৪. **ঘাসফুল কবিতার কবির জীবনকাল/ কবি পরিচিতি সম্পর্কে লিখ:**

জন্ম :	
সাল:	
স্থান:	
পরিচয়	

লাভ	
খ্যাতিলাভ	
অবদান	
মৃত্যু	

৫. ঘাসফুল কবিতাটি পড়ে তুমি যা বুঝেছো নিজের ভাষায় ০৫টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
দোলাই	
কিরণ	
এরা	
ফোটে	
স্নেহকণা	
রূপকথা	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ন্দ্র			
জ্য			
স্ন			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
প্রস্ফুটিত হওয়া	
ঘাসের ফুল	
সূর্যের আলো	
অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনী	
নীল রঙের আকাশ	
লম্ব বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র	
পা দিয়ে মাড়ানো বা পেষা	
দেশের প্রতি প্রেম	
যার তুলনা নেই	
স্নেহের কণা	
সকলে মিলে	
আকাশে চরে যে	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
আসল	
নিষ্ঠুর	
খুশি	
স্নেহ	
হাসি	
নরম	
অসীম	
ছোট	
সাদা	
শান্ত	
আমরা	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
ছোট	
মাথা	
পাতা	
সূর্য	
ধরা	
সাদা	
বাতাস	
ফুল	
মন	
তীর	
নিষ্ঠুর	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
দোলাইয়া	
তুলিয়া	
ছিঁড়িয়া	
দেখিয়া	
হাসিয়া	

মাটির নিচে যে শহর

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. লালমাই কোথায় অবস্থিত?
২. পাহাড়পুর কোথায় অবস্থিত?
৩. মধুপুরগড়ের মাটি কত দিনের পুরানো?
৪. কত দিন আগে গঙ্গা নদীর তীরে জন মানুষের বসতি ছিল?
৫. নরসিংদী পাশ দিয়ে কোন নদী রয়ে গেছে?
৬. কত সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদী ময়মনসিংহ পেরিয়ে গিয়েছে?
৭. কোন কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ওলট পালট হয়?
৮. ১৮৯৭ সালে আমাদের দেশে কি কী হয়েছিল?
৯. প্রাকৃতিক কারণে কী কী বদলায়?
১০. উয়ারী বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত?
১১. কত সালে উয়ারি গ্রামে মাটি খনন করা হয়?
১২. কে উয়ারী থেকে মুদ্রা সংগ্রহ করেন?
১৩. ১৯৩৩ সালের প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো কোথাকার মুদ্রা ছিল?
১৪. উয়ারি বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা কী ছিল?
১৫. কবে বটেশ্বর গ্রামে দুইটি লৌহপিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল?
১৬. লৌহপিণ্ডগুলোর আকৃতি কেমন ছিল?
১৭. কত সালে ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রার ভাণ্ডার পাওয়া যায়?
১৮. প্রাপ্ত ভাণ্ডারে কয়টি রৌপ্য মুদ্রা ছিল?
১৯. কত সালের পর থেকে উয়ারী বটেশ্বর থেকে প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়?
২০. হাবিবুল্লাহ উয়ারী বটেশ্বরের প্রচুর নিদর্শনগুলো কোথায় জমা দেন?
২১. কার নেতৃত্বে ২০০০ সালে উয়ারী বটেশ্বর খনন শুরু হয়?
২২. সংগ্রহীত মুদ্রা গুলো কোথাকার ছিল?
২৩. উয়ারী বটেশ্ব কত বছরের পুরানো?
২৪. নগর সভ্যতা কী?
২৫. নগর সভ্যতার বিস্তৃতি কতটুকু ছিল?
২৬. উয়ারী বটেশ্বর রাজ্যের বিস্তৃত কতটুকু ছিল?
২৭. উয়ারী বটেশ্বর আশেপাশে কয়টি পুরানো জায়গা পাওয়া গেছে?
২৮. উয়ারী বটেশ্বরের কোথায় কোথায় প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়?
২৯. উয়ারী বটেশ্বরের বসতির মানুষ কেমন ছিল?
৩০. সোনাগড়া কোথায়?
৩১. উয়ারী বটেশ্বর থেকে শিবপুর উপজেলা কত দূরে অবস্থিত?
৩২. কোথায় বৌদ্ধ পদ্ম মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে?
৩৩. কোথায় বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. লালমাই আর মহাস্থানগড়ের ভূমির গঠন..... ।
২. বহু বছর আগে এদেশের মাটি অনেক বছরের ..... ।
৩. গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য জনমানুষের ..... ।
৪. ব্রহ্মপুত্র নদী নর নরসিংদীর পাশ দিয়ে ..... ।
৫. ব্রহ্মপুত্র নদী ১৭৭০ সাল পর্যন্ত প্রাচীর সোনার গাঁ নগরের পাশ দিয়ে..... ।
৬. ভূমিকম্প, বন্যা প্লাবন বা নদীভাঙনের জন্য ভূপ্রকৃতি..... ।
৭. ১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প..... ।
৮. ভূমিকম্পের কারণে মাঠ-ঘাট নদী-নালা সবই..... ।
৯. নরসিংদী জেলার ..... ও ..... উপজেলার অবস্থিত।
১০. উয়ারী ও বটেশ্বর..... গ্রাম।

১১. ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি..... সময় কিছু মুদ্রা .....।
১২. স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠা ২০-৩০টি মুদ্রা.....।
১৩. ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লোহার .....।
১৪. ১৯৫৬ সালে উয়ারী গ্রামে রৌপ্য মুদ্রার ভাণ্ডার .....।
১৫. ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে ..... উয়ারী বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন জাদুঘরে .....।
১৬. বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন .....।
১৭. হাবিবুল্লাহ প্রাচীন নিদর্শন জাদুঘরে.....।
১৮. আড়াই হাজার বছরে প্রাচীন দুর্গ নগর খনন করে.....।
১৯. মাটির নিচে থাকা প্রাচীন দুর্গ নগরটি..... পুরানো।
২০. শীতলক্ষ্যা নদী পাড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল ..... বসবাস ।
২১. পূর্ব দক্ষিণদিক দিয়ে..... হয়ে নগর সভ্যতার ব্যবসা-বানিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত..... হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দিয়ে ব্যবস্থা .....।
২২. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর..... পর্যন্ত উয়ারী বটেশ্বররের আশে পাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো.....।
২৩. উয়ারী বটেশ্বর স্থাপত্য অত্যন্ত ..... ছিল।
২৪. উয়ারী বটেশ্বর প্রাচীনকালে ..... নামে পরিচিত.....।
২৫. উয়ারী বটেশ্বর থেকে ৮ কি:মি: দূরে ..... অবস্থিত।
২৬. শিবপুর উপজেলার মন্দিরভিটার এক বৌদ্ধ মন্দির .....।
২৭. জানখাঁরটেক একটি বৌদ্ধবিহারের ..... পাওয়া গেছে।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

ক) মহাস্থানগড়ের অন্য নাম কি?

১. লালমাই
২. পাহাড়পুর
৩. বরেন্দ্র অঞ্চল
৪. মধুপুর গড়

খ) কাদের মতে মধুপুরের মাটি হাজার বছরের পুরানো?

১. মাটি গবেষক
২. মৃত্তিকা - বিজ্ঞানী
৩. প্রত্নতাত্তিক
৪. স্থানীয়দের

গ) কোথায় সুসভ্য মানুষের বসতি ছিল?

১. গঙ্গা
২. যমুনা
৩. ব্রহ্মপুত্র
৪. তিস্তা

ঘ) বহ্মপুত্র নরসিংদীর জেলার কোন উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে?

১. বেলাবো
২. সোনার গাঁ
৩. ময়মনসিংহ
৪. লালমাই

ঘ) সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. বরেন্দ্র অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র লালমাই অবস্থিত।
২. ১৭৭১ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ পেরিয়ে গেছে।
৩. গঙ্গার তীরে পশুদের চলাচল ছিল।
৪. উয়ারী বটেশ্বর বাংলাদেশের একটি দর্শনীয় স্থান।
৫. উয়ারী এবং বটেশ্বর একই গ্রাম।
৬. মোহাম্মদ হানিফ পাঠান দুটি লৌহপিণ্ড পান।

৬) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১. উয়ারী-বটশ্বর এর আশেপাশে কয়টি গ্রাম পাওয়া গেছে? সেসব গ্রামের নাম লিখ এবং কী কী জিনিস পাওয়া গেছে তা উল্লেখ কর।
২. প্রায় আড়াই হাজার বছরের সভ্যতা থেকে কী কী জিনিস পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
৩. উয়ারী-বটেশ্বর গ্রাম দুইটি সম্পর্কে যা জান লিখ।
৪. বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সংরক্ষণের জন্য কী কী করা উচিত?
৫. এ নিদর্শনগুলো কীভাবে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারবে তা নিজের ভাষায় লিখ।

শিক্ষা উপকরণ

১. 'মাটির নিচে যে শহর' গল্পটি পড়ে আমাদের দেশের প্রত্নত্তাতিক নিদর্শন সম্পর্কে যা জেনেছো তা দশটি বাক্যে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
ঐতিহাসিক	
উপত্যকা	
অভিভূত	
নিদর্শন	
প্রত্ন	
নগর	
সভ্যতা	
জনবসতি	
মাটিচাপা	
জনপদ	
প্রত্নতাত্ত্বিক	
বাটখারা	
সুদৃশ্য	
দুর্গা	
বিশিষ্ট	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
শ্ব			
ত্ত্ব			
দ্ধ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানী	
ভাবাবিষ্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া	
কোনকিছুর উপর ছাপ দিয়ে অঙ্কিত	
নদীও সাগরের ঢেউ	
যা বহুকাল পূর্বের	
যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন	
মাটির নিচে চাপা	
তিন কোনের সমাহার	
যেখানে অনেক মানুষ একসাথে বসবাস করে	
ধান, খাদ্য বা অন্য বস্তু যেখানে সঞ্চিত থাকে	
পরিখা বা প্রাচীর বেষ্টিত সংরক্ষিত সেনানিবাস	
বিশেষ যে উদাহরণ	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
নগর	
পুরনো	
দক্ষিণে	
বড়	
প্রথম	
মূল্যবান	
নিচের	
ভারি	
চোখা	
দূরে	
শক্ত	
তেতো	
স্থায়ী	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
নিদর্শন	
সংগ্রহ	
চেষ্টা	
অঞ্চল	
প্রচুর	
পাথর	
ঢিবি	
প্রাচীন	
বাবা	

মুদ্রা	
জায়াগা	
নদী	
বন্যা	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
বহিয়া	
করিয়া	
দেখিয়া	
তুলিয়া	
পড়িয়া	
থাকিবে	
পড়িতেছে	
গিয়াছে	
হইয়াছে	
যাইত	
তুলিলেন	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হয় আমাদের দেশে ফলে মাঠ-ঘাট নদী-নালা আর জনবসতি সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে যায় অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা এই প্রত্নতত্ত্ব স্থাপিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া এই সভ্যতা প্রাচীনকালে সোনাগড়া নামে বিশ্বপজুড়ে পরিচিত ছিল

কে, কী, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর -

এদেশে মাটির নিচে রয়েছে এক প্রাচীন নগর সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে ছয় শতকে বর্তমানের গঙ্গানদীর তীরে সুসভ্য জনমানুষের বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দর নগরী। এরপর সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা -প্লাবন বা নদী ভাঙ্গন হয়েছিল কোনো এক সময়ে । ১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হয় আমাদের দেশে। এর ফলে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর জনবসতি সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে যায়।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. প্রাণের চেয়ে কী বড়?
২. মৌলবি কেন ভয় পাচ্ছিলেন?
৩. হঠাৎ করে মৌলবি কী ভাবলেন?
৪. বাদশাহয়ের কথা শুনে শিক্ষক কী করলেন?
৫. কুর্ণিশ করে কী বললেন?
৬. বাদশাহ্ আলমগীর কে ছিলেন?
৭. শিক্ষকের চরণে কে পানি ঢালছিলেন?
৮. কখন কুমার শিক্ষকের চরণে পানি ঢালছিলেন?
৯. কে নিজের পায়ের আঙ্গুল সাফ করছেন?
১০. পরদিন প্রাতে কে শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেল এবং কোথায়?
১১. শিক্ষাগুরুর মর্যদা কবিতাটি কে লিখেছেন?
১২. কবি কাজী কাদের নওয়াজ কবে জন্মগ্রহণ করেন?
১৩. তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
১৪. কবি কাদের নওয়াজ প্রথম চাকরি জীবনে কোথায় ছিলেন?
১৫. তিনি কোথায় পড়াশুনা করেন?
১৬. তিনি কিসের জন্য খ্যাতি লাভ করেন?
১৭. কাজী কাদের নওয়াজ কবে মৃত্যু বরণ করেন?
১৮. প্রাণের চেয়ে কী বড়?
১৯. কুমারকে কে পড়াইত?
২০. কাকে দিল্লির মৌলবি পড়াতো?
২১. বাদশাহ সকালে কী দেখেছিলেন?
২২. বাদশাহর কুমার কী করছিল?
২৩. মৌলবি কী করেছিলেন?
২৪. শিক্ষক কেন চিন্তায় পড়লেন?
২৫. কে শিক্ষকের চরণে পানি ঢেলেছিলেন?
২৬. ভাবতে ভাবতে শিক্ষকের চেহারা অবস্থা কেমন হয়েছিল?
২৭. কেন শিক্ষক আর ভয় পেলোনা?
২৮. শিক্ষক কাকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন?
২৯. প্রাণের চেয়ে মান বড় এ কথাটি কে বলেছিল?
৩০. কখন শিক্ষক বাদশাহের সাথে দেখা করেন?
৩১. মৌলবি বাদশার সাথে কোথায় দেখা করলেন?
৩২. বাদশাহ কেন মনে কষ্ট পেয়েছিলেন?
৩৩. কে বাদশাহকে কুর্ণিশ করল?
৩৪. বাদশাহ আলমগীরকে মহান বলা হয়েছিল কেন?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. .....পড়াত।
২. একটি পাত্র থেকে শিক্ষক পানি.....।
৩. মৌলবী নিজ হাতে পা .....।
৪. ..... ভাবলেন যে আজ তার নিস্তার নেই।
৫. হঠাৎ করে ..... ভাবলেন আমি কোন ভয় করি নাকো।
৬. বাদশাহকে ..... শাস্ত্রের কথা শুনাবেন।
৭. ..... চেয়ে মান বড়।
৮. ..... বাদশাহের সাথে দেখা করতে কেল্লাতে .....।
৯. বাদশাহের ধারণা তার ছেলে ..... কাছে থেকে বেয়াদবি শিখছে।

১০. কুমারে তাঁহার পড়াতি এক মৌলবি .....।
১১. দেখেন বাদশাহ .....এক পাত্র .....নিয়া
১২. ধুয়ে মুছে সব করিছেন সাফ ....._অঙ্গুলি
১৩. .....কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে-কোন .....
১৪. বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব .....
১৫. বরং শিখেছে .....আর গুরুজনে অবহেলা।
১৬. নহিলে সেদিন দেখিলাম সাহা.....সকাল বেলা।
১৭. নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন ..... ।
১৮. পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ..... ।
১৯. .....ভরি শিক্ষকে আজি দাঁড়ায়ে ..... ।
২০. .....কবি বাদশাহে তবে কহেন ..... ।
২১. আজ হতে চির ..... হলো শিক্ষাগুরুর শির।
২২. .....তুমি মহান উদার বাদশাহ ..... ।
২৩. শিক্ষক আমি .....সবার।
২৪. দিল্লির .....সে তো কোন ..... ।
২৫. ..... কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে-কোন.....।

গ) **সঠিক উত্তর দাও:**

১. শাহজাদাকে পড়াতেন যে মৌলবি তিনি কোথাকার ছিলেন?
ক) কলকাতার
খ) দিল্লির
গ) ঢাকার
ঘ) দার্জিলিং

২. পুলকিত হৃদে আনত-নয়নে কে তাকিয়ে ছিল?
ক) শিক্ষক
খ) বাদশাহ্
গ) রাজপুত্র
ঘ) কেউনা

৩. কী প্রাণের চেয়ে বড়?
ক) পুত্র
খ) কন্যা
গ) মান
ঘ) সন্তান

৪. চিন্তার রেখা কোথায় দেখা দিল?
ক) গালে
খ) ভালে
গ) চোখের নিচে
ঘ) চোখের উপরে

৫. সৌজন্য কী কিছু শিখিয়াছেন? প্রশ্নটি কে কাকে করেছেন?
ক) শিক্ষক শাহজাদাকে
খ) শাহাজাদা শিক্ষককে
গ) বাদশাহ শিক্ষককে
ঘ) শিক্ষক বাদশাহকে

৬. কে, কাকে নিরালায় ডেকেছেন?
ক) শিক্ষক বাদশাহকে
খ) শিক্ষক শাহজাদাকে
গ) বাদশাহ শিক্ষককে
ঘ) শাহজাদা শিক্ষককে

৭. নিজ হাতে কে চরণ প্রক্ষালন করে?
ক) বাদশাহ্
খ) শিক্ষক
গ) শাহজাদা
ঘ) কেউনা

৮. প্রভাতে শিক্ষকের কর্ম দাঁড়িয়ে কে দেখলেন?
ক) বাদশাহ
খ) শাহজাদা
গ) শিক্ষক
ঘ) মৌলবি

৯. পাত্র হাতে নিয়ে শাহজাদা কার পায়ে পানি ঢালছেন?

ক) বাদশাহের
খ) রানির
গ) শিক্ষকের
ঘ) নিজের

১০. বাদশাহ শুধালে অনর্গল কী শুনাবে?

ক) ইতিহাসের কথা
খ) শাস্ত্রের কথা
গ) যৌক্তিক কথা
ঘ) বানী কথা

১১. পুলকিত হৃদে আনত-নয়নে কে তাকিয়েছিল?

ক) শিক্ষক
খ) বাদশাহ
গ) রাজপুত্র
ঘ) কেউনা

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. শাহজাদা মৌলবির পা ধুয়ে দেয়।
২. শাহজাদা মৌলবির পায়ে সন্ধ্যায় পানি ঢেলে দিচ্ছিল।
৩. মৌলবি বাঙালি ছিলেন।
৪. উজিরের ছেলে মৌলবির পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছিল।
৫. বাদশাহ জাহঙ্গীর কুমারে তাঁহার পড়াই এক মৌলবি দিল্লির।
৬. গুজরাটের এক মৌলবি কুমারকে পড়াইত।
৭. শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতাটি লিখেছেন কাজী কাদের নওয়াজ।
৮. শাহজাদা একটা কলস হাতে শিক্ষকের পায়ে পানি ঢালছিলেন।
৯. শিক্ষক নিজ হাতে পায়ের আঙ্গুল সাফ করছিলেন।
১০. বাদশাহ শুধালে চরম কথা শুনাবে মৌলবি।
১১. প্রাণের চেয়ে ধন সম্পত্তি অনেক বড়।
১২. বাদশাহরে দূত শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেলে কেল্লাতে।
১৩. বাদশাহ মনে বড় ব্যাথা পায়।
১৪. বাদশাহ শিক্ষককে কুর্ণিশ করলো।
১৫. আজ হতে বাদশাহের পায়ে শাহজাদা পানি ঢালছিল।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?
২. একদিন সকালে বাদশাহ কি দেখতে পেলেন?

চ) বড় প্রশ্ন:

১. কীভাবে বাদশাহ আলমগীরের পুত্র শিক্ষকের সেবা করছিল?

শিক্ষা উপকরণ:

১. চরিত্রগুলো সম্পর্কে লেখ:

বাদশাহ আলমগীর	
কুমার	
মৌলবি	

২. কবিতাটি সাজিয়ে লেখ:

দিল্লিপতির পুত্রের কবে
শিক্ষক মৌলবি
লইয়াছে পানি চরণের পরে
ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তাঁর ভালে ।
ভাবিলেন আজি নিস্তার নাহি, যায় বুঝি তাঁর সবি।
স্পর্ধার কাজ হেন অপরাধ কে করেছে- কোন কালে!

৩. 'শিক্ষা গুরুর মর্যাদা' কবিতাটি পড়ে যা বুঝেছ তা পাঁচটি বাক্যে লেখ:

৪. নিচের শব্দগুলো পড়ে বর্ণনা কর:

ছাত্র-শিক্ষক	

শিক্ষক	

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
সঞ্চারী	
কুমার	
শাহজাদা	
বারি	
চরণ	
শির	
শাহানশাহ	
প্রক্ষালন	
কুর্ণিশ	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ক্ষ			
ত্ত			
ঞ্চ			
ঙ্গ			
ন্ধ			
দ্ধ			
খ্র			
ষ্ট			
ত্র			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
রাজার পুত্র	
যা দ্বারা শিক্ষা দান করা হয়	
বাদশাহর পুত্র	
সংবাদ বহন করে যে	
সুজনের ভাব বা আচরণ	
নির্জন স্থান	
যিনি বিদ্যা দান করে	
আদব নেই যার	
অনেকের মধ্যে উত্তম	
পরোয়া নেই যার	
মাথা নত করে অভিবাদন করা	
জলে চরে যা	
সঞ্চারণ করা	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
গুরু	
শাহজাদা	
শ্রেষ্ঠ	
উদার	
উন্নত	
প্রভাতে	
পুলকিত	
পরিষ্কার	
ভয়	
পুত্র	
মান	
চরণ	
যাবে	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
শিক্ষক	

প্রভাত	
চরণ	
নয়ন	
পুত্র	
পতি	
বারি	
শির	
মান	
উচ্ছাস	
বাদশাহ	
মন	
শ্রেষ্ঠ	
ভাল	
গুরু	
কুমার	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপঃ

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
গিয়াছে	
পড়িতেছে	
হইতে	
চলিত	
আসিয়াছে	
চলিতেছে	
দেখিলাম	
ডাকিয়াছেন	
লইয়াছে	
পড়াইত	

ভাবুক ছেলেটি

ক) এক বাক্যে প্রশ্নউত্তর :

১. 'ভাবুক ছেলেটি' গল্পে ছেলেটি পড়াশুনায় কেমন ছিল?
২. ছেলেটি সময় পেলেই কী করত?
৩. ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে কী ভাবত?
৪. ছেলেটি কাকে গাছ নিয়ে প্রশ্ন করে?
৫. ছেলেটির বাবা পেশায় কী ছিলেন?
৬. ছেলেটির বাবার পেশা আগে কী ছিল?
৭. বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি কোথায় ছিল?
৮. বিজ্ঞানী জগদীশেরচন্দ্র বসুর জন্ম কোথায় হয়েছিল?
৯. বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের হাতেখড়ি কোথায় হয়েছিল?
১০. জগদীশ চন্দ্র কোথা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে?
১১. জগদীশ চন্দ্র কবে এফএ পাস করে?
১২. জগদীশ চন্দ্র বত সালে বিএস পাস করে?
১৩. প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানীকের নাম কী?
১৪. জগদীশ কত দিন ডাক্তারি পড়েন?
১৫. জগদীশ চন্দ্র কোথা থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন?
১৬. দেশে ফিরে জগদীশ চন্দ্র কোথায় এবং কোন পদে যোগ দেন?
১৭. জগদীশ চন্দ্রের বেতন কত ছিল?
১৮. বেতন কেটে নেয়ার প্রতিবাদ স্বরুপ জগদীশ চন্দ্র কী করে ছিলেন?
১৯. ইংরেজ সরকার কেন জগদীশ চন্দ্র বসুকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন?
২০. কখন জগদীশ চন্দ্রের চাকরি স্থায়ী হয়?
২১. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগদীশ কোন ডিগ্রি পান?
২২. কত সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন?
২৩. জাগদীশ চন্দ্রের পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য শুনে কারা তাকে আমন্ত্রণ জানান?
২৪. তিনি কোন দেশে ফিরে এসেছেন?
২৫. কে তাকে বিজ্ঞান জগতে বিজয়স্তম্ভ বলেছে?
২৬. বাংলা ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর নাম কী?
২৭. ব্রিটিশ সরকার তাকে কী উপাধী দেয়?
২৮. কতসালে জগদীশ নাইট উপাধী পান?
২৯. কত সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন?
৩০. কবে তিনি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন?
৩১. মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি কী করতেন?
৩২. জগদীশ চন্দ্রকে কার সাথে তুলনা করা হয়?
৩৩. কেন তাকে গ্যালিলিও - নিউটনের সমকক্ষ বলা হয়?
৩৪. কত সালে তিনি ডি এস সি ডিগ্রি পান?
৩৫. কবে তিনি মারা যান?

খ) শূন্যস্থান পূরন করঃ

১. জগদীশ চন্দ্র বসু ছেলে বেলায় পড়া শোনায়.....।
২. তিনি সময় পেলেই গাছ পালা নিয়ে .....।
৩. জগদীশ চন্দ্র আকাশের মেঘ, বিদ্যুৎ চমকানো নিয়ে অবাক বিস্ময়ে .....।
৪. জগদীশ চন্দ্রের বাবা পেশায় ছিলেন.....।
৫. ..... বাবার বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রাম।
৬. জগদীশ চন্দ্র ময়মনসিংহে.....।
৭. জগদীশ চন্দ্রের বাড়িতেই .....।
৮. স্কুল শিক্ষা শেষ করে জগদীশ কলকাতায়.....।

৯. সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে জগদীশ.....।
১০. জগদীশ ১৮৭৮ সালে.....।
১১. জগদীশ বিএস পাস করে বিলেতে.....।
১২. জগদীশ ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে.....।
১৩. ..... সালে জগদীশ দেশে ফিরে আসে।
১৪. দেশ স্বাধীনের আগে ইংরেজী অধ্যাপকের বেতনের ..... ভাগ ভারতীয়রা বেতন পেতেন।
১৫. শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার জগদীশ চন্দ্রকে .....।
১৬. ..... থেকে জগদীশ চন্দ্রকে ডিএস সি প্রদান করেন।
১৭. জগদীশ চন্দ্রের প্রতিটি আবিষ্কার..... এক একটি .....।
১৮. জগদীশ বসু শিশুদের জন্য বাংলাতে বেশ কিছু ..... লিখেছেন।
১৯. ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ ভারত সরকার জগদীশকে ..... দেন।
২০. ১৯৪৬ সালে জগদীশ..... করেন।
২১. জগদীশ চন্দ্র ভারতের..... মারা যান।

গ) **সঠিক উত্তর দাও:**

১. কত বছরের ছেলেটি তেমন দূরন্ত নয়?
ক) আট -নয়
খ) দশ -এগারো
গ) এগারো -বারো
ঘ) সাত -আট

২. ঝড়ে গাছ পালা ভেঙ্গে গেলে ছেলেটি কাকে প্রশ্ন করে?
ক) ভাইকে
খ) বোনকে
গ) মাকে
ঘ) বাবাকে

৩. জগদীশ চন্দ্রের বাবা পেশায় কী ছিলেন?
ক) কেরানি
খ) পুলিশ
গ) ম্যাজিস্ট্রেট
ঘ) ব্যারিস্টার

৪. জগদীশ চন্দ্র বসু কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) ময়মন সিংহ
খ) ঢাকা
গ) কুমিল্লা
ঘ) ফরিদপুর

৫. তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৮৫৭
খ) ১৮৫৮
গ) ১৭৫৭
ঘ) ১৮৭৪

৬. জগদীশ চন্দ্র বিলেতে যান কী করতে?
ক) ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে
খ) ডাক্তারি পড়তে
গ) অধ্যাপনা করতে
ঘ) চাকুরি করতে

৭. জগদীশ চন্দ্র বসু কত সালে বিএস পাস করে?
ক) ১৭৮০ সালে
খ) ১৮৮১ সালে
গ) ১৮৮০ সালে
ঘ) ১৭৫৭ সালে

৮. জগদীশ চন্দ্র বসু কত সালে তিনি এফ এ পাস করে?
ক) ১৮৫৮ সালে
খ) ১৮৭৪ সালে
গ) ১৮৭৮ সালে
ঘ) ১৮৮০ সালে

৯. কত মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়?
ক) ১৮ মাসের
খ) ১২ মাসের
গ) ১৭ মাসের
ঘ) ৯ মাসের

১০. ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয়রা কেমন বেতন পেতেন?
ক) ইংরেজদের দুই ভাগের এক ভাগ
খ) ইংরেজদের তিন ভাগের দুই ভাগ
গ) ইংরেজদের চারভাগের এক ভাগ
ঘ) ইংরেজদের পাঁচভাগের এক ভাগ

১১. গাছের প্রাণ আছে- কে আবিষ্কার করেছে?
ক) আইনস্টাইন
খ) গ্যালিলিও
গ) নিউটন
ঘ) জগদীশ

১২. কাকে বিজ্ঞান জগতের বিজয়স্তম্ভ বলা হয়?
ক) আইনস্টাইন
খ) গ্যালিলিও
গ) নিউটন
ঘ) জগদীশ

ঘ) সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর:
১. মাত্র ১৮ বছরের মধ্যে করা জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়।
২. ভারত বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্র ডিএস সি ডিগ্রি প্রদান করেন।
৩. ১৮৮২ সালে জগদীশচন্দ্র ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান।
৪. ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাকে নাইট উপাধি দেন।
৫. জগদীশচন্দ্রকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যাল তাকে ১৯৩৫ সালে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করেন।
৬. তিনি ভারতের গিরিডিতে মারা যান ১৯৩৭ সালে।
৭. মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।
৮. বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও নিউটন সমকক্ষ ছিল।
৯. দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি বিদেশে চলে যান।
১০. তার প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।
১১. ১৮৮৫ সালে দেশ ছিল স্বাধীন।
১২. তাঁর লেখা 'অদৃশ্য আলোক' একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:
১। জগদীশের বাবার বাড়ি কোথায়?
২। ডাক্তারি শেষ করে জগদীশ কোথায় যান?
৩। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে তিনি কী পাস করেন?
৪। কেন জগদীশ চন্দ্রের বেতন আরও একভাগ কেটে নেয়া হত?
৫। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে কী ডিগ্রি প্রদান করেন?
৬। তাঁর আবিষ্কার দেখে আইনস্টাইন কী কি বলেছিলেন?
৭। শেষ পর্যন্ত কে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন?
৮। তিনি কীসের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন?
৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে কবে কী ডিগ্রি প্রদান করেন?
১০। জগদীশ চন্দ্র বসু কবে মারা যান?
১১. তিনি কোথায় মারা যান?
১২. তিনি কত সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
১৩. জগদীশ চন্দ্র বসু কোন কারনে বেশি পরিচিতি লাভ করেন?
১৪. কত সালে কোন সরকার তাঁকে নাইটি উপাধি দেন?

১৫. তাঁর বক্তৃতা শুনে কারা বিলেতে অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান?

সৃজনশীল:

১. ভাবুক ছেলেটির গল্পে ভাবুক ছেলেটির শৈশবকাল বর্ণনা কর।
২. জগদীশ চন্দ্র বসুর শিক্ষাজীবন বর্ণনা কর।
৩. বিজ্ঞানক্ষেত্রে জগদীশ চন্দ্রের অবদান চারটি বাক্যে লিখ।
৪. বিজ্ঞানী আইন স্টাইন জগদীশ বসুকে বিজ্ঞান জগতের একটি বিষয়বস্তু বলেছেন কেন? ৪টি বাক্যে লেখ।
৫. জগদীশ চন্দ্রের ছোটদের জন্য লেখাগুলোর তালিকা তৈরি কর।
৬. শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এখানে কীসের স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে।
৭. কীভাবে জগদীশ তাঁর স্বীকৃতি লাভ করেন?
৮. উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে মিল আছে মিলগুলো লিখ।
৯. 'জগদীশ পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ'- কীভাবে?

শিক্ষা উপকরণ:

১. নিচের ছকটি পূরণ কর:

	ছেলেটি তেমন দূরত নয়
পর্যবেক্ষণ করে	
ভাবক ছেলেটিরর বাবা	
	বিক্রমপুরের রাঢ়ি খাল গ্রামে
তার জন্ম	
	ত্রিশে নভেম্বর
স্কুলশিক্ষার ধাপ শেষ হয়	
	কলকাতা স্কুল
প্রবেশিকা পরীক্ষার সাল	
১৮৭৮ সাল	
	১৮৮০ সাল
প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক নাম	
তার খ্যাতি	

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে জগদীমচন্দ্র বসুর কর্ম জীবন শুরু করার যে গল্প সেটি তৈরি কর।
১৯৭১ সাল, উচ্চ শিক্ষা, ১৮৮৫ সাল, পরাধীন, ইংরেজ অধ্যাপক, অস্থায়ী, চাকরি, স্বীকৃত, বকেয়া, পরিশোধ, জগদীশচন্দ্র বসু, ডিএসসি ডিগ্রি।

৩. নিচের বাক্যগুলো দিয়ে ৪টি করে বাক্য তৈরি কর।

গাছের ও প্রাণ	১।
	২।
	৩।
	৪।
অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি	১।
	২।
	৩।

	৪।
পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা	১।
	২।
	৩।
	৪।
আইনস্টাইন	১।
	২।
	৩।
	৪।
বিজ্ঞান মন্দির	১।
	২।
	৩।
	৪।
জগদীশ চন্দের লেখা।	১।
	২।
	৩।
	৪।
নাইট উপাধী	১।
	২।
	৩।
	৪।
তার মৃত্যু	১।
	২।
	৩।
	৪।

৪. নচের চরিত্রটির বর্ণনা দাও:

জগদীশ চন্দ্র	১.
	২.
	৩.
	৪.
	৫.
	৬.
	৭.
	৮.
	৯.
	১০.

৫. নিচের ছকটি প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে পূরণ কর:

জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন কাল বর্ণনা কর	নাম	
	জন্ম	
	মৃত্যু	
	১৮৮৫ সাল	
	ইউরোপীয় বিজ্ঞানী	
	পলাতক তুফান	
	বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চা	

৬. নিচের উল্লেখিত সময় গুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য দাও:

১৮৮৫ সাল	
১৮৭৪ সাল	
১৮৭৮ সাল	
১৮৮০ সাল	
১৮৮১ সাল	
১৮৮৫ সাল	
১৮৯৫ সাল	
১৯১৫ সাল	
১৯১৬ সাল	
১৯৩৫ সাল	
১৯৩৭ সাল	

৭. ভাবুক ছেলেটি গল্পটি পড়ে জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে যা জেনেছো তা নিজের ভাষায় দশটি বাক্যে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
পর্যবেক্ষণ	
পাণ্ডিত্যপূর্ণ	
বিজয়স্তম্ভ	
গিরিডি	
কল্পকাহিনী	
প্রবেশিকা	
এফ এ	
উপাধি	
অবসর	
গবেষণা	
চর্চা	
স্বীকৃতি	
অধ্যাপক	

অস্থায়ী	
পরিশোধ	
বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
স্ম			
শ্ল			
ক্র			
ন্দ্র			
ড্ড			
ক্ত			
চ্চ			
স্থ			
স্ব			
ড্ড			
ন্ড			
ল্প			
স্ত			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
যা কষ্টে লাভ করা যায়	
নব উদ্ভাবিত	
অনেকের মধ্যে একজন	
কোনো কিছু খেয়াল করে দেখা	
স্থায়ী নয় যা	
বলা হয়নি এমন	
নামের শেষে ব্যবহৃত উপনাম	
অধ্যাপনা করেন যিনি	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
কল্যাণ	
গ্রাম	
ক্ষুদ্র	
ভালো	
দুরন্ত	
সফল	
স্বাধীন	
অস্থায়ী	
স্বীকৃতি	
মিল	
পণ্ডিত	
জন্ম	

আনন্দ	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
ব্যথা	
বৃষ্টি	
সুন্দর	
সফলতা	
কল্যাণ	
বৃষ্টি	
জগৎ	
বিদুৎ	
স্থান	
গাছ	
মেম	
খ্যাতি	
তরঙ্গ	
আবিস্কার	
বকেয়া	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
খেলিতে	
পারিয়াছ	
হইয়া	
করিয়াছেন	
ফিরিয়া	
পাইতেন	
ঘটিয়াছে	
ভাঙিয়া	
শুনিয়া	
চমকাইয়া	
দেখাইয়াছেন	
লিখিয়াছেন	
হাসিতেছেন	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

সেই ছেলেটিই বড় হয়ে প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক হিসেবে জগৎ জ্যোড়া খ্যাতি অর্জন করে তোমরা অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছ কে তিনি হ্যাঁ সেদিনকার সেই ভাবুক ছেলেটিই পরবর্তী কালের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তিনি দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন কোন তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণের সফলতা অর্জন করেন তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার টেলিভিশন রাজারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্র

কে, কী, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর:

ছেলেটির বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের বাটিখাল গ্রামে। তবে তার জন্ম ময়মনসিংহে। ১৮৫৮ সালে ত্রিশে নভেম্বর ওর পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। তারপর ময়মনসিংহে স্কুল শিক্ষার ধাপ শেষ করে সে ভর্তি হয় কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে ১৮৭৪ সালে সে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে। কৃতিত্বের ধারায় সে ১৮৭৮ সালে এফ এ পাস করে তারপর ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে।

দুই তীরে

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. দুই তীরে নদীর ও পারে লোক কী ভালোবাসে?
২. নদীর ওই পারের বনের পথ কোথায় এসে মিশেছে?
৩. বেনুবন অর্থ কী?
৪. বেনুবন কোথায় রয়েছে?
৫. নদীর ঘাটে গাঁয়ের বধূদের মেলা হয় কখন?
৬. কবিতাটিকে বধূর মেলা বলতে কী বুঝিয়েছে?
৭. কারা নদীর ঘাটে জলে ভেলা ভাসায়?
৮. দুই তীরে কবিতাটিতে কবি কোন জিনিস ভালোবাসেন?
৯. বছরের কোন সময় চকাচকিরা ঘর বাঁধে?
১০. বছরের কোন ঋতুতে বিদেশি হাঁস আসে?
১১. কোথায় কচ্ছপেরা রোদ পোহায়?
১২. কারা সন্ধেবেলায় ডিঙি ভেড়ায়?

খ) শূন্যস্থান পূরন কর:

১. কবি নদীর বালুচর .....।
২. ..... নদীর তীরে চকাচকিরা নির্জনে ঘর বাঁধে।
৩. নদীর দুই তীরে ..... ফুটেছে।
৪. শীতের দিনে বিদেশী হাঁসেরা বনে ..... করে।
৫. নদীর তীরে ..... ধীরে ধীরে রোদ পোহায়।
৬. নদীর তীরে .....জেলেদের ডিঙ্গি ভিড়ে।
৭. ওই পারের বন ..... পাতায় আচ্ছাদন।
৮. বাঁকা গলি নদীতে ..... গিয়েছে।
৯. নদীর দুই ধারে বেনুবনে..... ।
১০. নদীর ঘাটে ..... বধূর মেলা হয়।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. দুই তীরে কবিতায় নদীর বালুচর কে ভালবাসে?

ক) কবি
খ) নদীর ওপারে লোক
গ) গাঁয়ের বধূ
ঘ) জেলে

২. শরৎকালে চকাচকি নদীর বালুচরের কোথায় বাঁধে?

ক) জনবহুল স্থানে
খ) একাকী
গ) নির্জনে
ঘ) বালির উপরে

৩. কবিতাটিতে নদীর ঘাটের চারপাশে কী ফুটেছে?

ক) কাশফুল
খ) বুনোফুল
গ) ঘাসফুল
ঘ) পদ্মফুল

৪. বিদেশী পাখিরা কখন নদীর তীরে ভিড় করে?

ক) শরৎ কালে
খ) শীতকালে
গ) গ্রীষ্মকালে
ঘ) বর্ষাকালে

৫. কচ্ছপেরা কখন নদীর তীরে রোদ পোহায়?

ক) শরৎ কালে
খ) শীতকালে
গ) গ্রীষ্মকালে
ঘ) বর্ষাকালে

৬. নদীর ঘাটে কয়টি জেলেদের ডিঙ্গি রয়েছে?

ক) দুই একটি
খ) তিন-চারটি
গ) পাঁচ-ছয়টি
ঘ) চার-পাঁচটি

৭. নদীর ওপারে মানুষকে কী জিনিস বেশি আকৃষ্ট করে?
ক) বনের এই পারে
খ) বনের ওই পার
গ) বন
ঘ) পাতার আচ্ছদন

৮. নদীর ওপারে রাস্তা দেখতে কেমন?
ক) সোজা
খ) বাঁকা
গ) এলোমেলো
ঘ) বক্র

৯. নদীর দুই ধারে কিসের বন রয়েছে?
ক) কাঁটাবন
খ) সুন্দর বন
গ) বেনু বন
ঘ) গজার বন

১০. কখন ঘাটে বধূর মেলা বসে?
ক) সারা বিকাল
খ) সকালবেলা
গ) সকাল -সন্ধ্যা বেলা
ঘ) বিকাল বেলা

১১. ছেলেদের দল ঘাটে কী ভাসায়?
ক) নৌকা
খ) ভেলা
গ) জাহাজ
ঘ) কাগজের নৌকা

ঘ) সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করঃ

১. কবি নদীর ওই পার খুবই পছন্দ করেন।
২. শীতকালে চকাচকিরা ঘর বাঁধে ।
৩. নদীর চারপাশে গোলাপ ফুল ফোটে।
৪. শীতের দিনে নদীর তীরে কাক বাস করে।
৫. কচ্ছপেরা নদীতে গোসল করে।
৬. পাড়ে জেলেরা ডিঙি ভেড়ায়।
৭. নদীর ওই পাড়ের বন খুবই খোলামেলা।
৮. নদীর ধারে সোজা গলি চলে যায় ।
৯. নদীর ধারে বেণুবন রয়েছে।
১০. সন্ধেবেলায় বধূর মেলা বসে।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. নদীর ওই পাড়ের বন দেখতে কেমন?
২. নদীর পাড়ে রাস্তা গুলো দেখতে কেমন এবং কোথায় এসে মিশেছে?
৩. সন্ধেবেলার নদীর ঘাটের বর্ণনা দাও।
৪. ছেলের দলে ঘাটের জলে ভাসায় ভেলা এখানে ছেলের দলে বলতে কী বুঝিয়েছে?
৫. দুই তীরে কবিতাটির লেখকের নাম কি।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় কবে জন্মগ্রহণ করেছিল।
৭. রবীন্দ্রনাথ কবে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন?
৮. রবীন্দ্রনাথ কবে মৃত্যুবরণ করেন?
৯. দুইতীরে কবিতায় কবি কী ভালোবাসেন?
১০. চকাচকিরা কখন ঘর বাঁধে?
১১. দুই তীরে কবিতায় নদীর তটে কী ফুল ফুটে?
১২. শীতের দিনে কারা নদীর তটে বসবাস করে?
১৩. নদীর তীরে কারা রোদ পোহায়?

১৪. সন্ধেবেলায় নদীর ঘাটে কী দেখা যায়?
১৫. দুই তীরে কবিতায় চকাচকিরা শরৎকালে নদী তীরে কেন ঘর বাঁধে?
১৬. দুইতীরে কবিতায় নদীর ঘাটে শীত কালের বর্ণনা দাও।
১৭. জেলেরা কেন সন্ধেবেলায় নদীর ঘাটে ডিঙ্গি ভেড়ায়?

চ) **বড় প্রশ্ন:**
১. নদীর ওপারের মানুষের নদীর ওই পাড় ভালো লাগার কারণ কী?
২. দুই তীরে কবিতায় কবি কোন বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন?
৩. সকাল -সন্ধেবেলা ঘাটে বধূর মেলা-এখানে ঘাটের বধূরা কেন সকাল -সন্ধে বেলায় নদীর ঘাটে যায়?
৪. দুই তীরে কবিতা পড়ে তুমি কী বুঝেছো তা লেখ?
৫. তোমার দেখা কোন নদীর তীরের বর্ণনা দাও। পাঁচটি বাক্যে বর্ণনা দাও।
৬. দুই তীরে কবিতায় কবি কেন নদীর এপার ভালবাসেন?

শিক্ষা উপকরণ

১. **নিচের পদ্যাংশটুকু রেলগাড়িতে সাজিয়ে লেখ:**

শরৎকালে যে নির্জনে
শীতের দিনে বিদেশি সব
নদীর বালুচর,
হাঁসের বসবাস।
সেথায় ফুটে কাশ
আমি ভালোবাসি আমার
চকাচকির ঘর
তটের চারি পাশ

২. **পূর্বের শব্দ গুলো দেখে উপযুক্ত শব্দ লিখে ছকটি পূরণ কর:**

বাঁকা গলি	
	শাখায় গলা গলি
	বধূর মেলা
ছেলের দল	

৩. **নিচের ছকে দেয়া শব্দগুলো দেখে ছকটি পূরণ কর:**

কবির ভালবাসা:

শরৎকাল	
কাশফুল	
বিদেশি হাঁস	
কচ্ছপ	
জেলের ডিঙ্গি	

৪. **চিত্র দেখে বর্ণনা কর:**

বিপরীত শব্দ

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
ধীরে	
নির্জন	
বিদেশি	
বাঁকা	
ভাসায়	
ছেলে	
জলে	
শীতকালে	
ঘন	
সন্ধ্যায়	
বধূ	
ভালোবাসা	
ঘর	

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
নির্জন-	
চকাচকি-	
তট	
ডিঙ্গি-	
আচ্ছাদন-	
বেণুবন-	
জেলে-	
ভেলা-	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ন্ম			
গ্য			
র্থ			
প্র			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
জনশূন্য স্থান	
নদীর তীর	
বাঁশের বাগান	
বালির পলিতে উৎপন্ন চর	
জলাশয়ে অবতরণের জায়গা	
কাঠের ছোট নৌকা	
হাঁস জাতীয় পাখি	
গলায় গলায় যে ভাব	
সোজা নয় যা	
অন্য দেশে থেকে এসেছে যা	
শক্তি আছে যার	
বহু লোকের বিশৃঙ্খল সমাবেশ	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
সকাল	
বন	
বধূ	
ফসল	
জল	
ঘর	
ধীরে	
তীর	
নদী	
নির্জন	
সন্ধ্যা	
আচ্ছাদন	
বেণু	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
চলিয়া	
পোহাইয়া	
ভিড়িয়া	
ভাসাইয়া	

বিদায় হজ

ক) এক লাইনের প্রশ্ন :

১. মহানবি (স:) কত হিজরি সনে ভাষণ প্রদান করেন?
২. কোন দেশের লোকেরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন?
৩. কত লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসে?
৪. কোন ময়দানে সবাই সমবেত হয়েছে?
৫. নবিজির ভাষণ কী নামে খ্যাত?
৬. নবিজির কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেন?
৭. কোন দেশের লোকেরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন?
৮. মহানবি (স:) অন্তরে কীসের আহ্বান অনুভব করলেন?
৯. কোনমাসে সবাই সমবেত হয়েছে?
১০. কখন আরব দেশের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল?
১১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) মানুসের কাছে কিসের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন?
১২. কখন মহনবি অন্তরের কাবার আহবান অনুভব করেছিলেন?
১৩. মহানবি কাদের সাথে হজ পালন করার জন্য স্থির করলেন?
১৪. কোন মাসে হজ পালন করা হয়?
১৫. কেন হাজার হাজার মানুষ নবিজি (স:) কাছে সমবেত হয়েছে?
১৬. যিলকাদ মাসের শেষের দিকে মহানবি (স:) কাদের সঙ্গে মক্কারপথে যাত্রা করেছিলেন?
১৭. আরাফাত ময়দানে এসে মহানবি (স:) এমন আনন্দে ভরে গেল কেন?
১৮. কোন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মহানবি (স:) সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন?
১৯. নবিজি (স:) শেষ ভাষণ কী নামে খ্যাত?
২০. আল্লাহ কেন আমাদের কাছে হিসাব চাইবেন?
২১. নবিজি (সা:) আমিরদের নিয়ে কী বলেছেন?
২২. মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক কী?
২৩. নবিজি (সা:) সম্পত্তি নিয়ে কী বলেছেন?
২৪. নবিজি (স:) কাদের কাছে তার উপদেশ পৌঁছে দিতে বলেছেন?
২৫. কাদের উপর ধর্ম চাপিয়ে দিতে মানা করেছেন?
২৬. নবিজি (স:) কার উপসনা করতে বলেছেন?
২৭. নবিজি (স:) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?
২৮. নবিজি (স:) আমাদের কাছে কয়টি জিনিস রেখে গিয়েছিলেন?
২৯. ভাষণ শেষে মহানবি (স:) কেমন অনুভব করছিলেন?

খ) শূন্যস্থান পূরন কর:

১. ..... মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী।
২. .....হজের সময় এসে গেল।
৩. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা:) .....গভীর কাবার আহ্বান অনুভব করলেন।
৪. নবিজির সাহাবিদের সঙ্গে .....পালন করবেন।
৫. .....ময়দানে বিপুল সংখ্যক মানুষ হাজির হলো।
৬. মহানবি .....পাহাড়ে ভাষণ দিলেন।
৭. এটি .....ভাষণ নামে খ্যাত।
৮. সব ..... এক অন্যের ভাই।
৯. কোনো .....যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তাকে মেনে চলবে।
১০. মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তি মুসলমানদের পরস্পরের.....।
১১. আমরা একদিন আল্লাহর কাছে.....।
১২. তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদের ও তাই .....।
১৩. মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই .....।
১৪. ধর্ম নিয়ে .....।

১৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও .....।
১৬. কারও ওপর ..... না।
১৭. ..... মনে হলো হয়ত এটাই তাঁর জীবনের .....।
১৮. ..... এ বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।
১৯. ..... কাবার আহবান অনুভব করলেন।
২০. ..... লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন।
২১. আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ..... জীবনের আদর্শ।

গ) **সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় কর :**

১. ফেরাউন সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সত্য ,ন্যায় ও মানবতার বাণী।
২. ইংরেজরা অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।
৩. যিলকাদ মাসে হজ পালন করা হয়।
৪. মহানবি (স:) স্থির করলেন একা একা হজ পালন করবেন।
৫. আরবদেশের নানা স্থান থেকে তিন লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসে।
৬. জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মহানবী (স:) বিদায় হজের ভাষণ দেন।
৭. মহানবী (স:) বিশেষভাবে ৩টি কথা মনে রাখতে বলেছেন।
৮. নবিজির এ ভাষণটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত।
৯. যিলকাদ মাসের শেষ দিকে সাহাবিরা মহানবি (স:) এর সাথে মক্কার পথে যাত্রা করলেন।
১০. মহানবিকে একবার দেখার জন্য সবাই হাজির হলেন।
১১. সাফা মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।
১২. নবিজির ভাষণটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত।
১৩. মহানবি (স:) প্রথমেই সাহাবিদের প্রশংসা করলেন।
১৪. ক্রীতদাস -ক্রীতদাসীরা ও আল্লাহর বান্দা।
১৫. মহানবি আমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচেছ।
১৬. আরাফাতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল "হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।"
১৭. সাহাবীরা বললেন, " তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি । বিদায়!"

ঘ) **সঠিক উত্তর দাও:**

১. কোন হিজরি সনে নবিজি বিদায় হজের ভাষণ প্রদান করেছেন?

ক) নবম
খ) একাদশ
গ) দশম
ঘ) অষ্টম

২. কোন দেশের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন?

ক) চিন
খ) মিশর
গ) আরব
ঘ) বাংলাদেশ

৩. কোন বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে?

ক) বৌদ্ধ
খ) হিন্দু
গ) ইসলাম
ঘ) খ্রিষ্টান

৪. মহানবি (সা:) কাদের সাথে হজ পালন করতে চান?

ক) বান্দা
খ) ইমানদার
গ) সাহাবি
ঘ) ফেরেসতা

৫. কোন মাসে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল?

ক) যিলকাদ
খ) মহররম
গ) রবিউল আউয়াল
ঘ) সফর

৬. যিলকাদ মাসে মহানবী কোথায় যাত্রা করলেন?

ক) মদীনা
খ) রিয়াদ
গ) মক্কা
ঘ) জেদ্দা

৭. কোন ব্যক্তিকে দেখার জন্য সবাই কাবাশরিফে এলেন?
ক) মহানবি (সা:)
খ) ইসা (আ:)
গ) ইসমাইল (আ:)
ঘ) মুসা (আ:)

৮. ভাষণের প্রথমেই মহানবি (সা:) কার প্রশংসা করলেন?
ক) আল্লাহর
খ) বান্দার
গ) সাহাবীদের
ঘ) ফেরেসতাদের

৯. মহানবি (সা:) আমাদের কাছে কয়টি জিনিস রেখে গেছেন?
ক) ১
খ) ২
গ) ৩
ঘ) ৪

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:
১. কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়? আরাফাত ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজি (সা:) এর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?
২. মহানবী (সা:) তার ভাষণে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?
৩. ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (সা:) কী উপদেশ গিয়েছেন?
৪. কোন চারটি কথা নবিজি বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?
৫. মহানবি (সা:) আমাদের কাছে কোন দুটি জিনিস রেখে গিয়েছেন?
৬. মহানবি (সা:) আরাফাত ময়দানে তার ভাষণ শেষে কী বলে মানুষের কাছে থেকে বিদায় নিলেন?

শিক্ষা উপকরণ:

১. তথ্য বিষয়ক ছক- নিচের শব্দগুলো দেখে সঠিক তথ্য বসাও:

১.	আরবের অবস্থা	
২.	ধর্ম	
৩.	শেষ নবী	
৪.	হজ	
৫.	যিলকাদ	

১.	লোকসংখ্যা	
২.	জাবালে রাহমাত	
৩.	আরাফাত ময়দান	
৪.	কাবা শরিফ	

১.	নাম-অন্যায়	
২.	জীবন সম্পত্তি	
৩.	হিসাব	
৪.	ক্রীতদাস ক্রীতদাসী	
৫.	মুসলমান	
১.	ধর্ম	
২.	চারটি কথা	
৩.	বিশেষ কথা	১. ২. ৩. ৪.

১.	দুটি জিনিস	
২.	প্রতিক্রিয়া	
৩.	শেষ হজ	

৪. তথ্যমূলক ছক পূরণ কর: ক ও খ ছকে প্রদত্ত শব্দগুলো দেখে ছকটি পূরণ কর:

ক	খ
জাবালে রাহমাত	
	বিদায় হজ
ক্রীতদাস -ক্রীতদাসী	
	আরাফাত ময়দান

৪. বিদায় হজের পাঁচটি ভাষণ:

১.
২.

৩.
৪.
৫.

৬. জীবন বৃত্তান্ত উপস্থান

হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জন্ম, মৃত্যু ও কর্মময় জীবন সম্পর্কে উপস্থাপন:

৭. গল্প লিখন

নিম্মোক্ত শব্দগুলো অবলম্বন করে গল্প লেখ।

দশম হিজরি, মহানবি (স:) কাবা শরীফ, যিলকদ, জাবালে রাহমাত, আরাফাত ময়দান, ক্রীতাদাস, কুরআন, শেষ হজ

৮. বিদায় হজ গল্প পড়ে গল্প সম্পর্কে তুমি যা বুঝেছো নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
হিজরি-	
মহানবী-	
কাবা শরিফ-	
আরাফাত-	
ভাষণ	
বান্দা	
আমির	
উপাসনা	
ক্রীতদাস	
যিলকাদ	
হজ্জ	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
স্ম			
ঞ্জ			
জ্ঞ			
ক্ত			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এক কথায় প্রকাশ
মহান যে নবী	
পাপহীন অবস্থা	
কারও গুণকীর্তন	
সশরীরে উপস্থিত	
সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান	
মূল্য দিয়ে কেনা গোলাম	
যা ন্যায় সঙ্গত নয়	
যা প্রেরণ করা হয়েছে	
পরের সম্পদ হরণ	
যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না	
উপদেশ মূলক উক্তি	
যার দয়া মায়া নেই	

বিপরীত শব্দ:

স্থির	বিপরীত শব্দ
আনন্দে	
মনোযোগ	
কাছে	
নিষ্ঠুর	
আমির	
পাপ	
ইচ্ছা	
সত্য	
পবিত্র	
উপস্থিত	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
ময়দান	
সংবাদ	
আমির	
পৃথিবী	
আকাশ	
ভাই	

শেষ	
স্থির	
বিপুল	
দ্রুত	
ক্রীতদাস	
আনন্দ	
বাণী	
স্বাগত	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

মহানবি জোর দিয়ে বললেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না নিজের ধর্ম পালন করবে যারা অন্য ধর্ম পালন করে তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো না
মহানবি (স:) তার ভাষণ শেষ করলেন তাঁর চোখমুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন হে আল্লাহ আমি কি তোমার বানী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি

<u>সাধু থেকে চলিত:</u>

পৌঁছাইয়া	
হইবে	
দেখিয়া	
বলিবে	
তাকাইয়া	
করিলেন	
খাইবে	
মানিয়া	
উঠিল	
পারিয়াছেন	
যাইতেছি	

দেখে এলাম নায়াগ্রা

ক) এক লাইনের প্রশ্ন :

১. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত?
২. আমেরিকা কিংবা কানাডায় প্রায় সকলেরই নিজের কী থাকে?
৩. কিসে গেলে নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে থামা যায় না?
৪. সেখানকার রাস্তা কেমন?
৫. পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত কোনটি?
৬. নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?
৭. লেখক কীভাবে নায়াগ্রা দেখতে গিয়েছিলেন?
৮. কানাডার রাস্তায় কেন দ্রুত গাড়ি চালানো সম্ভব?
৯. নায়াগ্রা কী?
১০. জলপ্রপাত কী?
১১. ঝর্ণা আর জলপ্রপাতের মধ্যে তফাত কতটুকু?
১২. বিশ্ব ভূমণ্ডল কেমন?
১৩. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত কোনটি?
১৪. ঝর্ণার জল গড়িয়ে কোথায় যায়?
১৫. সমতলের উপর দিয়ে কী বইছে?
১৬. জলের ধর্ম কী?
১৭. নদীর মধ্যকার ফাঁকটি কতুটুকু চওড়া?
১৮. সাধারণ জলপ্রপাতের পানি কোথা থেকে পড়ে?
১৯. নায়াগ্রার জল কোথা থেকে পড়ে?
২০. লেখক নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে কেন ভিন্ন রকমের বলেছেন?

খ) শূন্যস্থান পূরন করঃ

১. একদিন ..... গল্পের মজলিসে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা উঠলো।
২. জলপ্রপাত দেখার ..... একবার হয়েছিল।
৩. হোঁচট খেলে ..... ঠেকানো দায়।
৪. নদীর জল ..... হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।
৫. পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা ..... বলি।
৬. আমরা ..... হাঁটতে পারি।
৭. ..... একটি বড় দেশ।
৮. যে মাটির ওপর দিয়ে এই ..... নদী টি প্রবাহিত হচেছ সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাঁক
৯. ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে..... কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সে রকম নয়।
১০. তখন আমিও পড়েছি ..... জলপ্রপাতে কথা।
১১. সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা.....।
১২. নায়াগ্রা হলো .....।
১৩. জল গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী .....।

গ) সঠিক উত্তর দাওঃ

১. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

ক) কানাডা
খ) জাপান
গ) ভারত
ঘ) রাশিয়া

২. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পানি কোথা থেকে পড়ছে?

ক) পাহাড় থেকে
খ) উঁচু স্থান থেকে
গ) সমতল ভূমি থেকে
ঘ) পাহাড়ি ঢল থেকে

৩. জলের ধর্ম কী?

ক) সাগরে মেশা
খ) ভেসে যাওয়া
গ) গড়িয়ে যাওয়া
ঘ) ফুলে ওঠা

৪. লেখক বন্ধুর গাড়িতে চড়ে কী দেখতে গিয়েছিলেন?

ক) নদী
খ) জলপ্রপাত
গ) সমুদ্র
ঘ) ঝর্ণা

৫. সমতলের ওপর দিয়ে কী বইছে?

ক) ঝর্ণা
খ) হ্রদ
গ) জলের ধারা
ঘ) নদী

৬. জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?

ক) বাসের ভাড়া বেশি
খ) সেখানে বাস যায় না
গ) বাসে উচ্ছেমতো থামা যায় না
ঘ) বাসে সময় বেশি লাগে

৭. লেখক বন্ধুর গাড়িতে চড়ে কী দেখতে গিয়েছিলেন?

ক) নদী
খ) সমুদ্র
গ) ঝরণা
ঘ) জলপ্রপাত

৮. পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

ক) নায়াগ্রা
খ) উসয়অজু
গ) কাইটার
ঘ) রাইন

৯. জলপ্রপাতের উপর দিয়ে কি বইছে?

ক) ঝরণা
খ) জলের ধারা
গ) হ্রদ
ঘ) নদী

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. আমেরিকা কিংবা বাংলাদেশে প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি থাকে।
২. বন্ধুরই এক বিশাল ট্রাকে একদিন চড়ে বসলাম।
৩. বাসে চেপে গেলে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে থামা যায় না।
৪. এখানে রাস্তা মোটেই আকাবাঁকা থাকে না, রেললাইনের মতো সোজা ।
৫. নায়াগ্রা হলো ঝর্ণা।
৬. ঝর্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড় এটুকুই তফাত।
৭. জলের ধর্ম তো স্থির থাকা।
৮. ঝর্ণার জলও গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।
৯. বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে ।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?
২. কানাডার একটি বড় শহর কোনটি?
৩. নায়াগ্রা দেখতে গেলে কীভাবে যেতে হয়?
৪. কানাডার রাস্তা কেমন হয় ২টি বাক্যে লিখ।
৫. জলপ্রপাত কী?
৬. নায়াগ্রা কী ধরনের জল প্রপাত?
৭. ঝর্ণা কী?
৮. জলপ্রপাত ও ঝর্ণার মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ।
৯. জলপ্রপাত ও ঝর্নার জলের মধ্যে ২টি মিল লিখ।

১০. জল প্রপাত ও পাহাড়ের মধ্যে ২টি সম্পর্ক লিখ।
১১. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত কোনটি?
১২. নায়াগ্রা জপ্রপাত কোনদিক থেকে অন্য জলপ্রপাত থেকে আলাদা?
১৩. সমতলের উপর দিয়ে কী বইছে?
১৪. কেন খরস্রোতা নদীটি সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেনা ২টি বাক্যে লিখ।
১৫. দুদিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক-এই বিরাট ফাঁক সম্পর্কে ২টি বাক্য লিখ।
১৬. নায়াগ্রার জল কীভাবে পড়ছে?
১৭. বিশ্ব-ভূমন্ডলের বৈচিত্রতার ২টি উদাহরণ দাও।
১৮. নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে কেন বৈচিত্রময় বলা হয়েছে?
১৯. সাধারন জল প্রপাত ও নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মধ্যে ২টি মিল লিখ।
২০. সাধারন জল প্রপাত ও নায়াগ্রার মধ্যে ২টি পাথর্ক্য বা অমিল লিখ।

চ) বড় প্রশ্ন:
১। জলের প্রপাত কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ।
২। কোথাও ভ্রমণের আগে কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয়-২টি বাক্যে লিখ।
৩। নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত এবং সে শহর সম্পর্কে কী জানো? লিখ।
৪। মজলিস শব্দটির অর্থ কী?
৫। আমেরিকা বা কানাডার রাস্তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৬। বাংলাদেশ ও আমেরিকার রাস্তার মধ্যে কি মিল বা অমিল রয়েছে ২টি বাক্যে লিখ।
৭। বিশ্ব-ভূণ্ডল বলতে কি বোঝায়?
৮। নায়াগ্রাকে কোন ভিন্ন রকমের জল প্রপাত বলা হয়েছে লিখ।
৯। বিশ্ব ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র বাক্যটির পক্ষে তোমার যুক্তি দাও।
১০। সমতল ভূমি বলতে কী বোঝায়?
১১। নায়াগ্রা জলে প্রপাত সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে পড়ছে তার একটি বর্ণনা দাও।
১২। নায়াগ্রা ও ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য লিখ।
১৩। প্রবাহিত হওয়া শব্দটির অর্থ লিখ।
১৪। সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বাইছে- কথাটিতে কোন নদীটির কথা বলা হয়েছে এবং নদীটির সম্পর্কে ২টি বাক্য লিখ।
১৫। নায়াগ্রা প্রপাত কোন কোন দিক থেকে অন্য জলপ্রপাত থেকে আলাদা কতার একটি তালিকা তৈরি কর।

শিক্ষা উপকরণ:

১. দেখে এলাম নায়াগ্রা গল্পটি পড়ে তুমি যা বুঝেছো নিজের ভাষায় ১০টি বাক্যে বুঝিয়ে লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
প্রপাত	
কানাডা	
দ্রুতগতিতে	
পতন	
সমতল ভূমি	
প্রবাহিত হওয়া	
গহ্বর	
খন্দ	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
র্য			
ভ্য			
ত্ত্ব			
ট্ট			
র্জ			
ম্ব			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
ভালো ভাগ্য	
সম্ভব নয় এমন	
তীব্র স্রোত বিশিষ্ট জলধারা	
উঁচু নিচু নয় এমন	
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু	
জানবার ইচ্ছা	
উঁচু নিচু পাহাড়ি নয় এমন জমি	
বিস্ময় সৃষ্টি করে যা	
গল্পগুজব করার আসর	
খুব তাড়াতাড়ি করে	
পতনশীল জলধারা	
উঁচু স্থান থেকে প্রবাহিত জলধারা	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
ঠিক	
সভ্য	
সম্ভব	
পতন	
চওড়া	
আঁকাবাকা	
সৌভাগ্য	
বিদেশ	
ইচ্ছা	
দ্রুত	
বিশাল	
ধর্ম	
সমতল	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
বিশাল	
পাহাড়	
তফাত	
দিন	
জল	

চাঁদ	
শহর	
নদী	
বিশ্ব	
ঝাঁক	
মজলিস	
পানি	
চওড়া	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

বিশ্ব-ভূমন্ডল বড়ই বিচিত্র কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু কই? কিছুই তো ভাসছে না তার কারণ যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল

ঝর্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড় এটুকু যা তফাত উপর থেকে নিচে জলপতনের ব্যাপার দুই জায়গাতেই ঘটছে জল যদি না-ই পড়ে তা হলে ঝর্ণাও হবে না জলপ্রপাতও হবে না

কে, কী, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর:

লেখক বন্ধুদের সাথে একবার কানাডার টরন্টো শহরে গিয়েছিলেন নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। মাটির ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে সেখানে হাঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। নায়াগ্রার জল ঐ ফাটলের ফাঁকে ভিতরে চলে যাচ্ছে। এখানে সমতল থেকে পানি যাচ্ছে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

সাধু থেকে চলিত

সাধু	চলিত
১. নামিয়া	
২. গড়াইয়া	
৩. চড়িয়া	
৪. শুনিয়াছি	
৫. গিয়াছি	
৬. পড়িতেছে	
৭. যাইবে	
৮. দেখিবার	
৯. ভাসিতেছে	
১০. যাইতেছে	
১১. হইতে	

রৌদ্র লেখে জয়

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. কারা এদেশে খাজনা নিতে এসেছিল?
২. কারা অনেক মানুষ মারল?
৩. বর্গিরা কী কী পুড়িয়েছিল?
৪. মুক্তিসেনারা কাদের সাথে লড়েছিল?
৫. দেশের মানুষ কেন মুক্তিসেনাদের কথা ভুলবে না?
৬. কোথায় পায়রা পাখা মেলে?
৭. কবি দেশকে কার সাথে তুলনা করেছেন?
৮. কালকে আঁধারের জায়গায় আজ কী আছে?
৯. আজকের ভাল জায়গায় কাল কী ছিল?
১০. কোথায় নতুন করে রৌদ্র জয় লেখা হয়েছে?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. বর্গিরা এদেশে ..... নিতে।
২. বর্গিরা এদেশের অনেক মানুষকে.....।
৩. অনেক গ্রাম, শহর..... পুড়িয়েছিল।
৪. হানাদারদের সঙ্গে..... লড়ে।
৫. ..... কথা আমরা ভুলব না।
৬. নীল আকাশে ..... পাখা মেলে।
৭. দেশের মাটি বুকে.....।
৮. ..... আধার ছিল আজ সেখানে .....।
৯. কাল যেখ ানে ..... ছিল আজ সেখানে ভালো।
১০. কাল যেখানে ..... হয়, আজ শেখানে নতুন করে.....।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. 'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতাটির কবির নাম কী?
ক) আহসান হাবীব
খ) সুফিয়া কামাল
গ) শামসুর রহমান
ঘ) ফররুখ আহমেদ

২. শামসুর রাহমান কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৯৩০ সালে
খ) ১৯২৯ সালে
গ) ১৯৩১ সালে
ঘ) ১৯৩২ সালে

৩. শামসুর রাহমান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ২০০৫ সালে
খ) ২০০৪ সালে
গ) ২০০৬ সালে
ঘ) ২০০৭ সালে

৪. শামসুর রাহমান কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) বরিশাল
খ) ঢাকা
গ) খুলনা
ঘ) সিলেট

৫. এলাটিং বেলাটিং কে লিখেছেন?
ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য
খ) শামসুর রাহমান
গ) আহসার হাবীব
ঘ) কামিনী রায়

৬. কত সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?
ক) ১৯৭০ সালে
খ) ১৯৭৫ সালে
গ) ১৯৭১ সালে
ঘ) ১৯৭২ সালে

৭. পূর্বে আমাদের দেশের নাম কী ছিল?

ক) পূর্ব পাকিস্তান
খ) ভারত
গ) পশ্চিম পাকিস্তান
ঘ) বাংলাদেশ

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. ১৯৭০ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়।
২. আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।
৩. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশে আক্রমণ চালিয়েছিল।
৪. যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা হেরে যান।
৫. বর্গিরা এদেশে বেড়াতে আসতো।

ঙ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। বর্গি কারা? তারা খাজনা নিতে আসতো কেন?
২। বর্গিরা এদেশে ি

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ

৩। করেছিল?
৪। কাদের কথা দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না ? কেন?
৫। কাদের সঙ্গে মুক্তিসেনারা লড়ে? কেন?
৬। মা কিভাবে দেশের মাটি হয়ে যায়?
৭। হানাদারের সঙ্গে মুক্তিসেনারা কীভাবে লড়াই করেছিল?
৮। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে এক রাষ্ট্র কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
৯। রৌদ্র লেখে জয় কবিতায় কাদের কথা বলা হয়েছে? দুটি বাক্য লিখ।
১০। হানাদার কারা?
১১। 'খাজনা নিতে' অর্থ কি? এ কবিতায় এ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
১২। কবি শামসুর রাহমানের জন্ম পরিচয় দাও।
১৩। কবি শামসুর রাহমানের লেখা ছোটদের বিখ্যাত বইয়ের নাম কী?
১৪। কবি শামসুর রাহমান কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
১৫। কাল যেখানে আঁধার ছিল বলতে কবিতায় কোন অবস্থাকে বলা হয়েছে?
১৬। কিসের বিনিময়ে বাঙালীরা বিজয় লাভ করে?
১৭। মুক্তিসেনা কারা?
১৮। পাকিস্তানে দুটি অংশের মধ্যে বাংলাদেশ অংশের নাম কি ছিল?
১৯। বর্গিরা খাজনা নিতে এসে বাংলাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার করতো কেন?
২০। মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কেন? দুটি বাক্যে লিখ।
২১। মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে কেমন ভালবাসতেন?

চ) **বড় প্রশ্ন:**

১। রৌদ্র লেখে জয় কবিতার মূলভাব লিখ।
২। কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো- কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
৩। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা কেন এদেশের মানুষ ভুলবে না? চারটি বাক্যে উপস্থাপন কর।
৪। মুক্তিসেনারা কেন যুদ্ধ করেছিল? চারটি কারণ লিখ।
৫। রৌদ্র লেখে জয় কবিতায় কাদের কথা বলা হয়েছে? চারটি বাক্যে লিখ।
৬। বর্গিরা এদেশে কী কী করেছিল? তিনটি বাক্যে লিখ।
৭। মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান চারটি বাক্যে উপস্থাপন কর।
৮। বর্গি এলো খাজনা নিতে, মারল মানুষ কত, কবিতাংশটুকুর ভাবার্থ লিখ।

শিক্ষা উপকরণ:

১. এলোমেলো কবিতার লাইনগুলো মইয়ের মধ্যে সাজিয়ে লিখ।

রৌদ্র লেখে জয়।
কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে আলো
কাল সেখানে আলো।
কাল সেখানে মন্দ
ছিল,
কাল সেখানে
পরাজয়ের
আজ সেখানে নতুন
করে
কাল সেখানে আঁধার
ছিল
আজ সেখানে
ভালো।

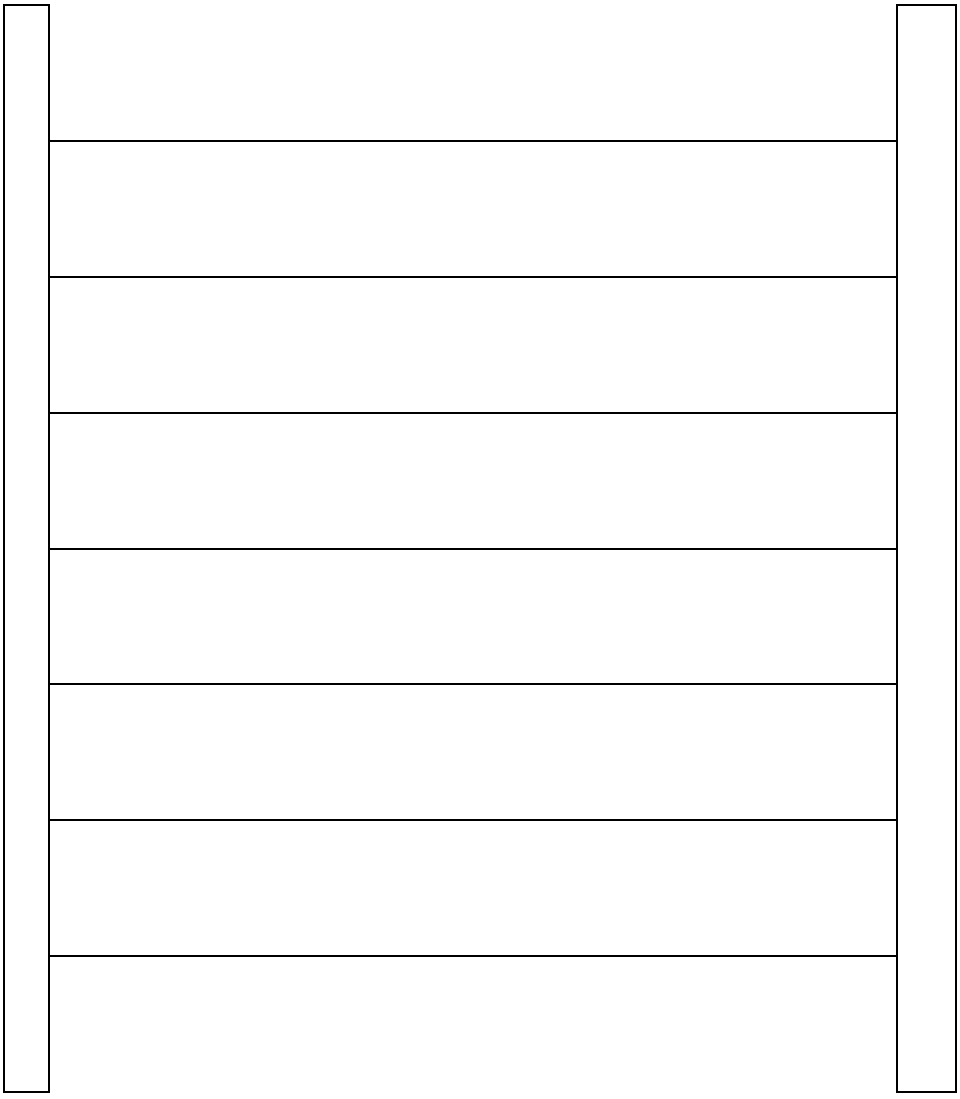

২. শব্দগুলো ব্যবহার করে ২টি করে বাক্য লিখ।

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ	১।
	২।
২। পূর্ব পাকিস্তান	১।
	২।
৩। হানাদার বাহিনী	১।
	২।
৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা	১।
	২।
৫। বর্গি	১।
	২।
৬। খাজনা নিতে	১।
	২।
৭। দেশের মাটি	১।
	২।

৩. শামসুর রাহমানের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা কর:

৪. রৌদ্র লেখে জয় কবিতাটি নিজের ভাষায় পাঁচটি বাক্যে লিখ:

৫. নিচের কবিতার লাইনগুলোর ভাবার্থ ছকে উপস্থাপন কর:

বর্গি এলো খাজনা নিতে মারল মানুষ কত	

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
বর্গি	
হানাদার	
খাজনা	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ক্ত			
ঙ্গ			
ন্দ			
দ্র			
ন্ধ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
মারাঠা দুস্যু	
অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী	
দেশের মুক্তির জন্য যারা লড়াই করে	
শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট	
হানা দেয় যে	
রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে যা	
অক্ষির সম্মুখে	
অক্ষির অগোচরে	
জানবার ইচ্ছা	
পূর্ব পুরুষ থেকে প্রাপ্ত	
মুক্তির জন্য যুদ্ধ	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
শহর	
কাল	
আঁধার	
সন্ধ্যা	
নতুন	
জয়	
নিতে	
সরল	
বিরুদ্ধে	
ভালো	
বন্দি	
অর্জন	
আকাশ	
সুন্দর	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
রৌদ্র	
খাজনা	
শক্তি	
সেনা	
আকাশ	
পায়রা	
আঁধার	
তরুণ	
বায়ু	
পতাকা	
সুন্দর	
যুদ্ধ	
মন্দ	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
লইতে	
লড়িয়াছে	
ভুলিবে	
মেলিয়াছে	
থাকিবে	
সেইখানে	
মেলিয়া	
সাজাইয়া	
পুড়িল	
করিয়া	

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ক) এক কথায় উত্তর দাও:

১. আব্দুল হামিদ খান কোথায় এবং কোন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন?
২. তিনি কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
৩. তাঁর বাবা ও মায়ের নাম কী?
৪. মাদরাসার পড়া শেষ করে তিনি কোথায় শিক্ষকতা শুরু করেন?
৫. তিনি কত বছর বয়সে এবং কার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন?
৬. অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়ার পর তাকে কী করা হয়?
৭. ভাসানী কবে সিরাজগঞ্জে ভাষণ দেন?
৮. এই ভাষণে কাদের কাহিনী তুলে ধরেন?
৯. ভাসানী কেন নিজের জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়ে ছিলেন?
১০. ভাসানী সিরাজগঞ্জ থেকে কোথায় এবং কেন যান?
১১. কত সালে আসামের ধুবড়ি জেলায় প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করা হয়?
১২. প্রতিবাদী সমাবেশে ভাসানী কিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান?
১৩. কেন মাওলানা আবদুল হামিদের নাম ভাসানী হলো?
১৪. মওলানা ভাসানী কাদের নিয়ে কথা বলতেন?
১৫. কত সালে ভাসানী আসাম থেকে পূর্ববাংলায় আসেন?
১৬. কখন ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন?
১৭. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পরবর্তী নাম কী?
১৮. ১৯৫২ সালে ভাসানী কিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান?
১৯. কেন মওলানা আবদুল হামিদের নাম ভাসানী হলো?
২০. মওলানা ভাসানী কাদের নিয়ে কথা বলতেন?
২১. ১৯৫২ সালে ভাসানী কেন গ্রেফতার হন?
২২. তিনি কাদের সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন?
২৩. মওলানা ভাসানী ভারত বিভাগের কোথায় চলে আসেন?
২৪. কত সালে নির্বাচন যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়?
২৫. কাগমারি সম্মেলন কবে হয়?
২৬. এই সম্মেলনে ভাসানী কীসের চিত্র তুলে ধরেছেন?
২৭. ভাসানী কাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন?
২৮. ১৯৭০ সালে তিনি কোথায় ভাষণ দেন?
২৯. এই ভাষাণের মূল ব্যক্তব্য কী ছিল?
৩০. ভাসানী কীভাবে বুঝে ছিলেন যে এ দেশ একদিন স্বাধীন হবেই?
৩১. ১৯৭১ সালের কবে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়?
৩২. কার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল?
৩৩. মুক্তিযুদ্ধের শুরুর সময় মওলানা ভাসানী কোথায় ছিল?
৩৪. কেন ভাসানী ভারতে চলে যান?
৩৫. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ভাসানী কোন পদের সদস্য হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন?
৩৬. কখন ভাসানী বাংলাদেশে ফিরে আসেন?
৩৭. ভাসানীর কোন ক্ষেত্রে অনেক অবদান ছিল?
৩৮. ভাসানী কোন কোন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?
৩৯. মওলানা ভাসানী কেমন মানুষ ছিলেন?

৪০. মওলানা ভাসানীর জীবনাচরণ কেমন ছিলেন?
৪১. মওলানা শেষ বয়সে কোথায় ছিলেন?
৪২. মওলানা ভাসানী কী ধরনের খাবার খেতেন?
৪৩. মওলানা কবে কোথায় মারা যান?
৪৪. ভাসানীকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
৪৫. তিনি কাদের সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন?

খ) সঠিক উত্তর দাও:

১. কে বাংলার কৃষক-মজুর শ্রমিকের অতি আপন জন?
ক) শহীধ তিতুমীর
খ) মওলানা আবদুল হামিদ খান
গ) জগদীশ চন্দ্র
ঘ) মুন্সী আব্দুর রউফ

২. মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?
ক) নির্যাতিত
খ) অবহেলিত
গ) সুখী
ঘ) বড়লোক

৩. তাঁকে কেন কাগমারি ছাড়তে হয়?
ক) গ্রামের মানুষের কারণে
খ) জমিদারদের কারণে
গ) ব্যবসায়ীদের কারণে
ঘ) রাজনৈতিক কারনে

৪. মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহ দৃষ্টি লাভ করেন?
ক) ইরাকের
খ) বাংলাদেশের
গ) ভারতের
ঘ) পাকিস্তানের

৫. মাওলানা ভাসানী তার এক ভাষণে কী বলেছেন?
ক) আমি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলি
খ) আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি
গ) আমি সুখী মানুষের কথা বলি
ঘ) আমি ভালো মানুষের কথা বলি

৬. মাওলানা ভাসানী কত সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারনে গ্রেফতার হন?
ক) ১৯৫০ সালে
খ) ১৯৫১ সালে
গ) ১৯৬২ সালে
ঘ) ১৯৫২ সালে

৭. যুক্তফ্রন্ট কত সালে বিপুল ভোটে জয়ী হয়?
ক) ১৯৫১ সালে
খ) ১৯৫২ সালে
গ) ১৯৫৩ সালে
ঘ) ১৯৫৪ সালে

৮. মওলানা ভাসানী কত সালে পল্টনে ভাষণ দেন?
ক) ১৯৭০ সালে
খ) ১৯৭১ সালে
গ) ১৯৭৫সালে
ঘ) ১৯৫৪ সালে

৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানী কোথায় যান?
ক) ভারতে
খ) চীনে
গ) পাকিস্তানে
ঘ) বিলেতে

১০. মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ কোথায়?
ক) সন্তোষে
খ) টাঙ্গাইলে
গ) ঢাকা
ঘ) মহীপুরে

১১. ..... ছিলেন একজন নিরহংকার আর্দশবান মানুষ।
ক) মওলানা মোহাম্মদ আলী
খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ) আবদুল রউফ
ঘ) মাওলানা ভাসানী

১২. মাওলানা ভাসানী কত বছরে বয়সে মারা যান?

ক) ৮৪ বছরে
খ) ৪০ বছরে
গ) ২২ বছরে
ঘ) ৯৬ বছরে

গ) শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. মজলুম মানুষের সুখে-দু:খে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা .....।
২. সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবার .....।
৩. এ সময় তিনি দেশত্মবোধে উদ্বুদ্ধ .....।
৪. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে তিনি .....।
৫. সারা জীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্যই .....।
৬. বাংলার কৃষক মজুর শ্রমিক অতি আপনজন.....।
৭. মওলানা আবদুল হামিদ ছিলেন.....।
৮. সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের ভাসানী.....।
৯. মাদরাসা পড়াশোনা কালে মওলানা এক পীর সাহেবের ..... করেন।
১০. মওলানা ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পড়াশোনার সময় দেশাত্মবোধ .....।
১১. মওলানা টাঙ্গাইলের কাগমারির এক প্রাইমারি স্কুলে ..... করেন।
১২. জমিদারদের অত্যাচরের বিরুদ্ধে মওলানা ..... ও শুরু করেন।
১৩. ভাসানী জমিদারের ..... পড়েন।
১৪. ভাসানী চিত্তরঞ্জনদাসের আদর্শে.....।
১৫. অসহযোগ আন্দোলন যোগ দেয়ার জন্য ভাসানী .....।
১৬. ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জ এক সভার .....।
১৭. সারা জীবন ভাসানী নিপীড়িত মানুষের জন্য.....।
১৮. ১৯৪৭ সালে মওলানা ভারত বিভাগের পর আসাম থেকে পূর্ব বাংলায়.....।
১৯. ..... রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ভাসানী ..... আহবান করেন।
২০. মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানীরা বাংলার মানুষকে.....।
২১. ১৯৭০ সালের ..... মাওলানা পল্টন ময়দানে .....।
২২. মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা .....দেয়।
২৩. মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মওলানা ভাসানী.....চলে যান।
২৪. মুক্তিযুদ্ধ জলাকালে মওলানা..... ছিলেন।
২৫. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী.....করে।
২৬. স্বাধীনতার পর মওলানা সবসময় জনগনের পাশে বিভিন্ন জনমুখী.....।
২৭. মওলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক ..... করতে পারেন নি।
২৮. মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলে ..... প্রতিষ্ঠা করেন।
২৯. ..... ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ।
৩০. ..... জীবনাচরণ ছিল অত্যন্ত সাদা মাটা ও সহজ সরল ।
৩১. মওলানা ভাসানী অনাড়ম্বর জীবনযাপন খুব ..... ।
৩২. ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর ..... মারা যান।
৩৩. মওলানা ভাসানীকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে .....সমাহিত করা হয়।
৩৪. যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে .....।
৩৫. তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে .....।
৩৬. জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন .....।

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম।
২. আব্দুল হামিদ ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন।
৩. আব্দুল হামিদ বৃটিশের বিষ নজরে পড়ে।

৪. ১৯২৫ সালে আব্দুল হামিদ সিরাজগঞ্জের এক সভায় ভাষণ দেন।
৫. মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।
৬. মাওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।
৭. মাওলানা ভাসানীর বিশ্বাস করতেন দেশ কোনদিনই স্বাধীন হবে না।
৮. ১৯৫২ সালে মাওলানা ভাসানী কারাগার থেকে মুক্তি পান।
৯. ১৯৭১ সালের ১৭ই নভেম্বর মাওলানা ভাসানী মারা যান।

ঙ) সংক্ষিপ্ত পশ্ন:
১. মওলানা ভাসানী সব সময় কাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে?
২. মওলানা ভাসানীর পিতা ও মাতার নাম কি?
৩. মওলানা ভাসানী কখন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন?
৪. তাঁর জন্ম কত সালে এবং কোথায়?
৫. মওলানা ভাসানী পেশাজীবনে কি ছিলেন এবং কোথায় ছিলেন?
৬. তিনি কেন জমিদারদের বিষ-নজরে পড়েন?
৭. কত বছর বয়সে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন?
৮. ১৯২৪ সালের ভাষণে মওলানা ভাসানী সিরাজগঞ্জের ভাষণে কিসের কাহিনি তুলে ধরেন?
৯. তাঁকে নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হয় কেন?
১০. ভাসানচর কোথায়?
১১. কৃষক-শ্রমিক কারা?
১২. তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রথম নাম কি?
১৩. যুক্তফ্রন্ট কে কে গঠন করেন এবং কত সালে?
১৪. কাগমারি সম্মেলন কী?
১৫. কাগমারি সম্মেলনে কিসের চিত্র তুলে ধরেন মওলানা ভাসানী?
১৬. মওলানা ভাসানী কাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন?
১৭. কখন পল্টন ময়দানে মওলানা ভাষণ দেন?

বড় প্রশ্ন:
১. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাঁকে মজলুম জননেতা বলা হয়?
২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জন্মপরিচয় লেখ।
৩. মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?
৪. মওলানা ভাসানীর কর্মজীবন সম্পর্কে লিখ?
৫. মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় কিভাবে?
৬. কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?
৭. মওলানা ভাসানী খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা লিখ।
৮. যুক্তফ্রন্ট গঠন হয় কীভাবে?
৯. পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয় বস্তু কী?

শিক্ষা উপকরণ

১. প্রদত্ত কথাগুলো দেখে নিচের ছকটি পূরণ কর:

মওলানা ভাসানীকে বলা হয়	
মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে	
	তিনি পিতৃমাতৃহীন হন
দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন যখন	
	শিক্ষকতা শুরু করেন
অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাঁকে জমিদারদের	
	বাইশ বছর বয়সে অনুপ্রাণিত হন।

রাজনীতিতে যোগদান করার পর যোগ দেন	
কারা রুদ্ধ হওয়ার পর মুক্তি পান	
	সিরাজগঞ্জে ভাষণ দেন
জন্মভূমি ছেড়ে চলে যান	
	ভাসান চরের মওলানা নাম পান

২. সালগুলোতে তোমার জানা তথ্য উল্লেখ কর:

১৮৮০	
১৯২৪	
১৯৪৭	
১৯৫২	
১৯৫৪	
১৯৫৭	
১৯৫৮	
১৯৭১	
১৯৭৬	

৩. নিচের ছকে তথ্যগুলো দিয়ে মওলানা ভাসানীর জীবনী বর্ণনা কর:

জন্ম পরিচয়	
শিক্ষা জীবন	
কর্ম জীবন	
রাজনৈতিক জীবন	
উপাধি অর্জন	
সাংগঠনিক ভূমিকা	
নির্বাচন জয়লাভ	
আন্তর্জাতিক সম্মেলন	
পল্টন ময়দানে ভাষণ	
মুক্তিযুদ্ধে অবদান	
শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান	
জীবনচার	
মৃত্যু	
স্বদেশপ্রেম	

৪.শব্দগুলো দিয়ে সংক্ষেপে ভাসানীর রাজনীতি কাল সম্পর্কে লিখ।
ভারত বিভাগ, সংগঠন প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, সাধারণ নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট, কাগমারি সম্মেলন, শোষণ, গণ-আন্দোলন, ভাষণ, সতর্ক, স্বাধীন দেশ।

২. নিজের ভাষায় মওলানা ভাসানী সম্পর্কে (দশটি বাক্য) লেখ।

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
১। নির্যাতিত	
২। নিপীড়িত	
৩। মজলুম	
৪। প্রতিবাদী	
৫। সমাবেশ	
৬। কাগমারি	
৭। স্নেহদৃষ্টি	
৮। সংগ্রাম	
৯। কর্মসূচী	
১০। সম্মেলন	
১১। সংহতি	
১২। আত্মসমর্পণ	
১৩। মোহ	
১৪। অনাড়ম্বর	
১৫। বঞ্চনা	
১৬। সৈরাচারী	
১৭। প্রবাসী	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
ঞ্চ			
ঙ্গ			
ন্ধ			
দ্ধ			
খ্র			
ষ্ট			
ত্র			
স্প			
ঞ্চ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
স্নেহের দৃষ্টি	
নিজ দেশের স্বার্থই নিজের স্বার্থ এই উপলব্ধি	
সহায়তারে সাহায্য না করা	
কারাগারে অবরুদ্ধ	
ভিন্ন দেশে যে বাসকরে	
সম্পূর্ণ অন্যের বশ্যতা স্বীকার	
অহংকার নেই যার	
নির্যাতনের শিকার হয় যারা	
যে জমিতে ফসল জন্মায় না	
যার দুহাত সমান চলে	
যে বিদ্যালাভ করেছে	

বিপরীত শব্দ:

দরিদ্র	বিপরীত শব্দ
বিশাল	
প্রিয়	
পশ্চিম	
স্বাধীন	
নিরহংকার	
অনাড়ম্বর	
শহিদ	
কারারুদ্ধ	
ঘুমন্ত	
সার্থকতা	
অন্তর	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
মজলুম	
সংগ্রাম	
বিমর্ষ	
কাহিনী	
সভা	
বঞ্চনা	
সতর্ক	
জুলুম	
শুরু	
শৈশব	
নজর	
প্রাঙ্গন	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
ছাড়িতে	
হইয়াছিলেন	
করিয়াছিলেন	
বলিয়াছেন	
ভুলিব না	
ডাকিলেন	
ঢালিতেছে	
ভাবিতে ভাবিতে	
বলিলেন	
ডাকিয়া	
তুলেছিলাম	
পেরেছিলেন	
করতেন	
ধরেছিলেন	
মিলেছিল	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

মওলানা ভাসানী তার এক ভাষণে বলেছেন আমি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলি এই মানুষেরা কাজ করে খেতে খামারে কাজ করে কলে কারখানায় এরা কৃষক এরা শ্রমিক আর এরাই জমিদার মহাজন মালিকের জুলুমের শিকার হয়

১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহবান করেন এ সম্মেলন কাগমারি সম্মেলন নামে খ্যাত সম্মেলনে যোগ দেন দেশ বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন

কে, কী, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর:

মূলত সারা জীবন মওলানা ভাসানী নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন। ১৯৭৪ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি আসাম থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। তিনি পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বাস করতে শুরু করেন ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারনে তিনি আবার গ্রেফতার হন।

ক) এক বাক্যে উত্তর দাও:

১. ১৯৮২ সালে কে জন্ম গ্রহণ করেন?
২. তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
৩. কোন গ্রামে বাস করত এক বনিয়াদি মুসলিম পরিবার?
৪. তিনি কতদিন তেতো ওষুধ খেয়েছিলেন?
৫. ছোট বলোয় তাঁকে কী নামে ডাকা হত?
৬. কেন তাকে ছোট বেলায় তেতো ওষুধ দিয়েছিলো?
৭. তিতুমীরের জন্মের সময় এদেশের মানুষদের কারা অত্যাচার করত?
৮. তিতুমীর ছোট বেলায় কী নিয়ে ভাবতেন?
৯. মাদ্রাসার হাফেজের নাম কী ছিল?
১০. তিতুমীর কার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল?
১১. গ্রামে গ্রামে কী শেখানো হতো?
১২. মুষ্ঠিযুদ্ধ, লাঠি খেলা, তীর ছোঁড়া কেন শিখানো হত?
১৩. তিতুমীর কী হিসেবে নাম করলেন?
১৪. তিতুমীরের স্বভাব কেমন ছিল?
১৫. ওস্তাদের সাথে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?
১৬. তিনি মুসলমানদের কী হবার আহবান জানালেন?
১৭. তিনি হিন্দুদের কী বললেন?
১৮. তিতুমীরের কথায় কারা সাড়া দিয়েছিল?
১৯. তিতুমীর মক্কায় কেন গিয়েছিলন?
২০. সেখানে গিয়ে কার সাথে তিতুমীরের পরিচয় হল?
২১. হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভী কে ছিলেন?
২২. তিতুমীর কার শিষ্য হলেন?
২৩. দেশে ফিরে তিনি কিসের ডাক দিলেন?
২৪. কারা তাকে প্রথম বাঁধা দিল?
২৫. তিতুমীর নিজ গ্রাম ছেড়ে কোথায় গিয়েছিল?
২৬. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব কে ছিলেন?
২৭. তিতুমীর নারকেল বাড়িয়ায় কী নির্মাণ করেন?
২৮. বাঁশের কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?
২৯. কোন কোন অঞ্চল তিতুমীরের দখলে ছিল?
৩০. সৈয়দ মীর নিসার আলী কে ছিল?
৩১. তিতুমীরকে দমন করার জন্য কাকে পাঠানো হয়?
৩২. কত সালে আলেকজান্ডারকে নিয়োগ দেওয়া হয়?
৩৩. তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে কারা বন্দি করল?
৩৪. কারা ইংরেজদের সাথে হাত মেলাল?
৩৫. তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য বেন্টিক কী পাঠালেন?
৩৬. ইংরেজরা কোথায় কর্তৃত্ব হারিয়েছিল?
৩৭. গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি কে ছিলেন?
৩৮. তিতুমীরকে দমন করার জন্য ১৮৩০ সালে কে এসেছিল?
৩৯. পৌনে দু'শ বছর ইংরেজরা কোন অঞ্চল শাসন করত?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. তিতুমীর চাঁদপুর গ্রামে বাস করত এক .....মুসলিম পরিবার
২. তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন .....বংশে।
৩. রোগ সরানোর জন্য তিতুমীর .....ঔষধ খায়।
৪. তার জন্মের সময় .....পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন।
৫. তিতুমীরের গায়ে অনেক .....ছিল।
৬. প্রথম বাঁধা পেলেন .....কাছ থেকে।
৭. আলেকজান্ডারকে নিয়োগ দেয়া হয় .....
৮. তিতুমীরে .....সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল।
৯. ..... হলেন বাংলার প্রথম শহীদ।
১০. ..... সালে তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
১১. বশিরহাট মহকুমার একটি গ্রামের নাম.....।
১২. এ গ্রামে বাস করত ..... মুসলিম পরিবার।
১৩. ..... বংশে জন্ম নেয় এক শিশু।
১৪. ইংরেজরা চালাত.....।
১৫. তিতুমীরের গ্রামে ছিল একটি .....।
১৬. শিক্ষক হিসেবে এলেন ধর্মপ্রাণ এক .....।
১৭. তিনি ডনকুস্তি শিখে..... ও ..... হিসেবে নাম করলেন।
১৮. তিতুমীরে গায়ে তিনি..... সফরে গেলেন।
১৯. ..... সালে তিতুমীরের বয়স চল্লিশ
২০. তিনি হজ পালন করতে গেলেন.....।
২১. প্রথম বাধা পেলেন..... কাছ থেকে।
২২. নিজ গ্রাম ছেড়ে তিনি গেলেন..... নারিকেল বাড়িয়ায়।
২৩. তিতুমীরের কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল.....।
২৪. ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট..... পাঠানো হয় তিতুমীরকে দখল করে নেয়।
২৫. ..... তখন ভারতবর্ষের গভনর জেনারেল।
২৬. তিতুমীর কয়েকটি ..... দখল করে নেয়।
২৭. তিতুমীরের..... জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল।
২৮. বীর নায়ক তিতুমীর ..... হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে।

গ) সঠিক উত্তর দাও:

১. তিতুমীর কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) নদীয়া
খ) জব্বিশ পরগনা
গ) বর্ধমান
ঘ) দক্ষিন দিনাজপুর

২. তিতুমীর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ১৭৮৫
খ) ১৭৭০
গ) ১৭৮২
ঘ) ১৭৮৯

৩. তিতুমীর কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) হিন্দু
খ) মুসলিম
গ) বৌদ্ধ
ঘ) খ্রিস্টান

৪. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী ছিল?

ক) সৈয়দপুর মনসুর আলী
খ) আবুল হাসান
গ) সৈয়দ মীর নিসার আলী
ঘ) হাসান মাহমুদ

৫. তিতুমীরের জন্মের সময় ভারতবর্ষ কেমন ছিল?
ক) সবাধীন
খ) পরাধীণ
গ) উপনিবেশ
ঘ) স্বায়ত্তশাসন

৬. তিতুমীরের জন্মের সময় কারা ভারতবর্ষ শাসন করত?
ক) ডাচরা
খ) ব্রিটিশরা
গ) পতুগীজরা
ঘ) আমেরিকানরা

৭. হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ কী ছিলেন?
ক) কবি
খ) সাহিত্যিক
গ) শিক্ষক
ঘ) সমাজ সেবক

৮. কুস্তিগির ও পালোয়ান হিসেবে কার নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে?
ক) নেয়ামত উল্লাহ
খ) আলেকজান্ডার
গ) তিতুমীর
ঘ) হাজী শরিয়ত উল্লাহ

৯. তিতুমীর কেমন প্রকৃতির লোক ছিল?
ক) শান্ত
খ) চঞ্চল
গ) দুস্ট
ঘ) বীর

১০. ১৮২২ সালে তিতুমীরের বয়স কত ছিল?
ক) পঞ্চাশ
খ) চল্লিশ
গ) আটত্রিশ
ঘ) পয়তাল্লিশ

১১. তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?
ক) ফরিদপুর
খ) নদীয়ায়
গ) নারকেল বাড়িয়ায়
ঘ) শরীয়াতপুর

১২. তিতুমীরকে দমন করার জন্য ব্রিটিশরা নিয়োগ দেয়?
ক) সৈয়দ আহমদ
খ) নেয়ামত উল্লাহ
গ) আলেক জান্ডার
ঘ) বেন্টিক

১৩. তিতুমীরের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?
ক) ৫৬ হাজার
খ) ৩-৪ হাজার
গ) ৪-৫ হাজার
ঘ) ৬-৭ হাজার

১৪. তিতুমীর কিভাবে শহীদ হলেন?
ক) গুলিতে
খ) বোমার আঘাতে
গ) আত্মহত্যা করে
ঘ) গোলার আঘাতে

১৫. ভারতবর্সের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
ক) কর্নওয়ালিশ
খ) মাউন্ট
গ) বেন্টিক
ঘ) আলেকজান্ডার

১৬. কতজন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল?
ক) ২৩০
খ) ২৩৫
গ) ২৪৫
ঘ) ২৫০

১৭. কত বছর আগে স্বাধীনতার জন্য তিতুমীর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন?
ক) পৌনে দুশ
খ) পৌনে তিনশ
গ) পৌনে চারশ
ঘ) চারশ

ঘ) সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর:

১. তিতুমীর বশিরহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
২. তিতুমীর ১৮৮২ সালে চব্বিশ পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন।
৩. তিতুমীর তেতো ওষুধ খেতো শক্তিশালী হবার জন্য।
৪. তিতুমীরের নাম রাখা হয়েছে তেতো থেকে তিতু।
৫. তিতুমীরের জন্মের সময় বাংলাদেশ সহ পুরো ভারতবর্ষ ছিলো স্বাধীন।
৬. বশিরহাট গ্রামে একটি মন্দির ছিল।
৭. পঞ্চাশ বছর বয়সে তিতুমীর হজ পালন করতে গেলেন।
৮. নারকেল বাড়িয়ায় তিনি বাঁশের কেল্লা নির্মান করেন?
৯. তিতুমীর দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।
১০. সেকালে গ্রামে পালাগান ও নাট্যাভিনয়ের চর্চা হত।
১১. তিনি ওস্তাদের সাথে বিহার সফরে গেছেন।
১২. তিতুমীর কামান, গোলাবারুদ আর বন্ধুক নিয়ে যুদ্ধ করেন।
১৩. তিতুমীরের ৩০০ জন সৈনিক এ যুদ্ধে প্রাণ দিল।

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. 'শহিদ তিতুমীর'-এর প্রকৃত নাম কী?
২. তিতুমীর কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৩. তিতুমীর কোন পরিবার এবং বংশে জন্ম নেয়?
৪. 'তিতুমীর' নামটি কেমন করে হলো?
৫. ছোটবেলায় তিতুমীর কেমন ছিল? তা দুটি বাক্যে লেখ?
৬. তিতুমীরের যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশ সহ পুরো ভারতবর্ষ কেমন ছিল?
৭. তিতুমীরের গ্রামে একটি কি ছিল? সেখানে শিক্ষক হিসেবে কে ছিলেন?
৮. তিতুমীর কোথায় পড়তেন? তিনি কার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন?
৯. সেকালে গ্রামে গ্রামে ডনকুস্তি আর কী শেখানো হতো ? এর উদ্দেশ্য কী?
১০. তিতুমীর ডনকুস্তি শিখে কী হিসেবে নাম করলেন ? তিনি আর কী কী শিখলেন?
১১. তিতুমীরে গায়ে কেমন শক্তি ছিল? তিনি কেমন স্বভাবের ছিলেন?
১২. তিতুমীর কোথায় সফরে গিয়েছিলেন? সেখানে মানুষের অবস্থা কেমন?
১৩. তিতুমীর মুসলমানদের এবং হিন্দুদের কী কী বলেছেন? সে সম্পর্কে লিখ?
১৪. ১৮৮২ সালে তিতুমীরের বয়স কত ছিল? তিনি কখন মক্কায় গেলেন?
১৫. তিতুমীর দেশে ফিরে কিসের ডাক দিলেন? সে সম্পর্কে ২টি বাক্যে লিখ?
১৬. তিতুমীর নিজ গ্রাম ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন? সেখানকার লোকজন তাঁকে কিভাবে নিলো?
১৭. নারকেলবাড়িয়া কোথায়? সেখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন?
১৮. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা কত ছিলো? তখন কোন কোন জেলা তার দখলে ছিল?
১৯. তিতুমীরকে দমন করার জন্য কত সালে কাকে পাঠানো হয়?
২০. কত সালে কে ভারত বর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন?
২১. তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য কী পাঠানো হয়? এর নেতৃত্ব কে দেন?
২২. ষ্টুয়ার্ডের কাছে কী কী ছিল?
২৩. কিসের আঘাতে ছারখার হয়ে গেল নারকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা?
২৪. মীর তিতুমীর কী হলেন? কতজন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করলেন?
২৫. কত বছর আগে কে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন?
২৬. কীসের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে কে হলেন বাংলার প্রথম শহিদ?

চ) সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. মীর নিসার আলীর নাম কীভাবে তিতুমীর হয়েছিল? তা চারটি বাক্যে উল্লেখ কর।
২. তিতুমীরের জন্মের সময় কালে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল তা নিজের ভাষায় উপস্থাপন কর।
৩. কীভাবে নারকেল বাড়িয়ার "বাঁশের কেল্লা" তৈরি হয়েছিল? এর সম্পর্কে চারটি বাক্যে লিখ?
৪. তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য কে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন? তখন কী হয়েছিল তা সংক্ষেপে লিখ।
৫. তিতুমীরের নেতৃত্বধীন সৈন্যবাহিনী কেমন ছিল ? তা চারটি বাক্যে লিখ।
৬. তিতুমীর কিভাবে শহিদ হলেন? তা নিজের ভাষায় তুলে ধর।
৭. শহিদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন? তা ব্যাখ্যা কর।

শিক্ষা উপকরণ

১. **নিচের লাইনগুলো ছকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধর।**

- ❖ সৈয়দ বংশে জন্ম নেয় এক শিশু।
- ❖ এ গ্রামে বাস করত এক বনিয়াদি মুসলিম পরিবার।
- ❖ ১৯৮২ সাল, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলা।
- ❖ সে জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম চাঁদপুর।
- ❖ শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুখ হলো।
- ❖ তেতো থেকে তিতু, তার সাথে মীর লাগিয়ে হলো তিতুমীর।
- ❖ প্রায় দশ-বারোদিন তেতো ওষুধ খেলো।

২. শহিদ তিতুমীর সম্পর্কে যা জান তা দশটি বাক্যে লিখ।

৩. শহিদ তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ:

ক	খ
শহিদ তিতুমীর এর প্রকৃত নাম কী?	
	ছোট বেলায় তিতুমীর কেমন ছিল? ২টি বাক্যে লিখ।
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কে ছিলেন?	
	নারকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা কত?
কে বাংলার প্রথম শহিদ হন?	

বাঁশের কেল্লা	সৈন্য সংখ্যা	
	উদ্দেশ্য	
ম্যাজিস্ট্রেট আলেক জান্ডার	পাঠানো হয়	
	ফলাফল	
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক	ছিলেন	
	শায়েস্তা করার জন্য কাকে পাঠান	
শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ	ফলাফল	
	বাংলা প্রথম শহিদ	
	গোলার আঘাতে	

৫. নিচের তথ্যগুলো দিয়ে নিম্নের ছকটি পূরণ কর:

শহিদ তিতুমীর	জন্ম	বিভাগ	
		জেলা	
		গ্রাম	
	ব্রিটিশ শাসন	১৮৩২	

		১৮৩০	
		১৮৮২	
	বাঁশের কেল্লা	স্থান	
		উদ্দেশ্য	
		সৈন্য সংখ্যা	
	তিতুমীর নেতৃত্বাধীন	পরাজিত	
		প্রথম শহিদ	
		বন্দি সৈন্য	
		সৈন্যবাহিনী	

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
জেদি	
পরাধীন	
দাপটে	
ডনকুস্তি	
অসিচালনা	
দুর্ভেদ্য	
দুর্গ	
বাঁশের কেল্লা	
শায়েস্তা	
অমিত তেজ	
মুক্তিকামী	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
স্ন			
ল্ল			
স্ব			

ক্ম			
চ্ছ			
ঙ্ক			
ন্ত্র			
স্প			
ক্ষ			
ঞ্চ			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
কোনো কাজ করতে নাছোড়বান্দা যে	
যা কষ্টে ভেদ করা যায়	
প্রবল প্রতাপের সঙ্গে	
প্রাচীর ঘেরা সেনানিবাস	
বাঁশ দিয়ে তৈরি কেল্লা বা দুর্গ	
অসীম সাহস আর অদম্য শক্তি	
বুক ডন দিয়ে শরীরচর্চা আর শারীরিক শক্তি পরীক্ষা	
অন্যের অধীন	
প্রশিক্ষণ নিয়েছে	
মুক্তি কামনা করে যে	
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই	
যা দমন করা কষ্টকর	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
শিষ্য	
পরাধীন	
গ্রহণ	
সশস্ত্র	
সরব	
সবল	
শান্ত	
জন্ম	
কঠিন	
তেতো	
আনন্দ	
প্রকৃত	
দেশি	
মুক্ত	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
মুক্ত	
অসি	
দুর্গ	

পরাস্ত	
ছারখার	
জেদি	
যুদ্ধ	
গ্রাম	
সুন্দর	
প্রকৃত	
ঘোড়া	
শিক্ষক	
সফর	
সৈন্য	
বীর	
শান্ত	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
দেখতেন	
ভাবিতেন	
ছুটাইয়া	
চলিত	
হইতে	
জানাইলেন	
ফিরিয়া	
মিলাইয়া	
করিলেন	
চড়িবে	
শেখাইতে	
বেড়াইতে	
দাঁড়াইতে	

বিরাম চিহ্ন বসাও:

একবার ওস্তাদের সঙ্গে তিনি বিহার সফরে বেরোলেন মানুষের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনে দেশকে স্বাধীনতা করাবার চিন্তা এলো তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে আহ্বান জানালেন আর হিন্দুদের বললেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হিন্দু মুসলমান সকলে তাঁর কথায় সাড়া দিলেন

কে, কী, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর:

তিতুমীরের গ্রামে ছিল মাদ্রাসা । সেখানে শিক্ষক হিসেবে এলেন ধর্মপ্রাণ এক হাফেজ। নাম হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ। তিতুমীর এ মাদরাসায় পড়তেন। তিনি অল্প সময়েই হাফেজ উল্লাহ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

অপেক্ষা

ক) **এক লাইনে উত্তর:**

১. অপেক্ষা গল্পে রুমা ও রুমার মধ্যেকার সম্পর্ক কী ছিল?
২. রুমা ও রুবা কোথায় এক সাথে যায়?
৩. রুমীর বয়স কত?
৪. রুবার বয়স কত?
৫. জসীম মিয়া কে?
৬. রাহেলা বানু কার নাম?
৭. কখন শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল?
৮. রুমার জন্মের সময় শিউলি গাছটা কোথায় ছিল?
৯. রুমার জন্মের সময় কিসের খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল?
১০. কার জন্মের সময় আমগাছ বোলে ভরে ছিল?
১১. স্কুলে যাওয়ার পথে কী কি ছিঁড়ে দুই বোন বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে?
১২. 'বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক '- রুমা-রুবা কেন বাবাকে এ কথা বলেছিল?
১৩. রুমা ও রুবা মায়ের কপালে কী লাগিয়েছিল?
১৪. রুমা ও রুবা মায়ের কপালে ফুলের পাঁপড়ি লাগিয়ে কী বলেছিল?
১৫. 'আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি'- কে বলেছিল?
১৬. জসীম মিয়া মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কোথায় পাঠাবে?
১৭. জসীম মিয়া কী পরিমাণ চাল ডাল কিনে আনে?
১৮. লোকজন কোথায় বসে খবর শুনছে?
১৯. লোকজন কীসের মাধ্যমে খবর শুনছে?
২০. লোকজন কীভাবে গণহত্যার খবর জানতে পারে?
২১. বিবিসি এর পুরো নাম কী?
২২. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে কীসের ঘোষণা দেন?
২৩. লোকজন কী শুনে উত্তেজিত হয়েছিল?
২৪. জসীম মিয়া কাদের কাছ থেকে রাইফেল চালানো শিখেছিল?
২৫. বাজার কোথায় ছিল?
২৬. জসীম কেন নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়?
২৭. কোথায় কালো ধোঁয়া দেখা যায়?
২৮. দুই বোন কোথা থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে?
২৯. দুই বোন কেন লাকড়ি কুড়িয়ে জমিয়ে রাখে?
৩০. কখন মুক্তিযোদ্ধারা আসে?
৩১. কে দরজা খোলে?
৩২. কখন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীমের দেখা হয়েছিল?
৩৩. মুক্তিযোদ্ধারা কেন রুমাদের বাড়িতে এসেছিল?
৩৪. কোথায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প?
৩৫. কে গভীর আবেগে রাইফেল ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল?
৩৬. নদীর ঘাটে কারা মুক্তিযোদ্ধাদের অপেক্ষা করছিল?
৩৭. রাহেলা বানু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কী রান্না করে এনেছিল?
৩৮. কখন শিউলি ফুল ফোটে?
৩৯. রুমা-রুবা কাদের জন্য অপেক্ষা করে?

খ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. রুমা আর রুবা একসঙ্গে _____ এবং স্কুলে _____ |
২. রুমা আর রুবার মধ্যে খুব কম _____ ।
৩. রুমা আর রুবার জন্মদিনের একটি গল্প _____ ।

৪. রুমার জন্মের সময় বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছে অনেক ফুল _____ ।
৫. শিউলি ফুলের খুশবু চারদিকে _____ ।
৬. রুবার জন্মের সময় বাড়ির বাইরের আমগাছটা অনেক বোলে _____ ।
৭. আমগাছের বোলের গন্ধে চারদিকে _____ ।
৮. দুই বোন মা-বাবার আদরে _____ ।
৯. দুই বোন স্কুলে যাওয়ার সময় বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীর সঙ্গে _____ ।
১০. বুনোফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খাতার ভিতরে _____ ।
১১. রুমা আর রুবা চাইলে ওদের বাবা ওদের ঢাকা _____ ।
১২. জসীম মিয়া বাজার থেকে এসে ধপাস করে বারান্দায় _____ ।
১৩. জসীম মিয়া বাড়ির বাইরে হইচই _____ ।
১৪. লোকজন রেডিওতে খবর _____ ।
১৫. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে ভাষণ _____ ।
১৬. রুমা আর রুবা অন্য ছেলেমেয়েদের যুদ্ধের কথা _____ |
১৭. কয়েকমাস পর গাঁয়ে মিলিটারী _____ |
১৮. জসীম মুক্তিবাহিনী _____ |
১৯. জসীমের রক্তে নিজের শরীর মাখামাখি_____ |
২০. রাহেলা সারা রাত জসীমের জন্য _____ |
২১. গাঁয়ের লোক জসীমের লাশ বাড়িতে _____ |
২২. অনেক দূরের আকাশে কালো _____ |
২৩. রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় _____ |
২৪. রাহেলা বানু অন্যের বাড়ি থেকে চাল এনে ভাত _____ |
২৫. রাতে মুক্তিযোদ্ধা _____ |
২৬. রাহেলা বানু কাঁপা হাতে দরজা _____ ।
২৭. রাহেলা বানু পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্প _____ ।
২৮. যোদ্ধা দুই জন গপগপিয়ে _ _____ ।
২৯. খুকু মনিরা দরজা _____ আমরা মুক্তিযোদ্ধা।
৩০. রুমা ও রুবা ঠিকমত ঘুমাতে _____ না।

গ) **সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করঃ**

১. রুমা আর রুবার মধ্যে প্রায় সময়ই ঝগড়া হয়।
২. রুমার জন্মের সময় বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছে কোন ফুল ফোটেনি।
৩. দুই বোন স্কুলে যাওয়ার সময় গোলাপফুল ছিঁড়ে বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে।
৪. দুই বোন ফুলের পাপড়ি মায়ের মাথায় লাগিয়ে শুভ কামনা করে।
৫. লোকজন রেডিও বেতারে খবর শুনছিল।
৬. জসীম ঘোষণা করে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনাতার সংগ্রাম।
৭. রুমা রুবা যুদ্ধের কথা সবাইকে ফোন করে জানিয়ে দেয়।
৮. পাকিস্তানী মিলিটারীরা গাঁয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে।
৯. রাহেলা সারা দিন জসীমের জন্য অপেক্ষা করে |
১০. রাহেলা জসীমের লাশ দেখে রান্নাঘরের দরজায় চুপ করে বসে থাকে।
১১. সে রাত অমাবস্যার রাত ছিল।
১২. রুবা কাঁপা হাতে দরজা খোলে।
১৩. নদীর ধারে জসীমের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখা হয়েছিল।
১৪. রাহেলা বানু গরম ভাত আর আলু ভর্তা নিয়ে আসে।
১৫. রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধারা আবার চলে যায়।

ঘ) **সঠিক উত্তর দাও:**

১. জসিম মিয়ার কয়টি সন্তান?

ক) ২ গ) ৪
খ) ৩ ঘ) ৫

২. জসীম মিয়ার স্ত্রীর নাম কী?

ক) রাহেলা বানু গ) ফুলবানু
খ) আসমা ঘ) বিবি খাদিজা

৩. কোথায় বলা হয়েছে যে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হয়েছে?

ক) সিএনএন গ) সিএন র
খ) বিবিসি ঘ) বিডি নিউজ

৪. কয়েক মাস পর কারা গাঁয়ে আসে?

ক) মিলিটারি গ) পর্তুগিজরা
খ) ইংরেজরা ঘ) ভারতীয়রা

৫. বাজার কোথায় ছিল?

ক) বটগাছের নিচে গ) নদীর ধারে
খ) আমগাছের নিচে ঘ) বাড়ির কাছে

৬. রাহেলা সারারাত কার অপেক্ষা করে?

ক) জসীম মিয়া গ) রুবা
খ) রুমা ঘ) মুক্তিযোদ্ধা

৭. কার শরীর রক্তে ভেসে যায়?

ক) জসীম মিয়ার গ) রুবার
খ) রুমার ঘ) মুক্তিযোদ্ধার

৮. কার সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দেখা হয়েছিল?

ক) জসীম মিয়ার সাথে গ) রাহেলার সাথে
খ) পাকিস্তানি মিলিটারি সাথে ঘ) রুমা ও রুবা সাথে

৯. রুমা কী ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল?

ক) গোলা-বারুদ গ) পাথর
খ) বন্দুক ঘ) রাইফেল

১০. কত জন মুক্তিযোদ্ধা রুমা ও রুবাদের বাড়িতে এসেছিল?

ক) ৫ গ) ৩
খ) ৪ ঘ) ২

ঙ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১. 'অপেক্ষা' গল্প বর্ণিত দুই বোনের নাম ও বয়স লেখ?
২. রুমার জন্মের ঘটনাটি বর্ণনা কর।
৩. রুবার জন্মের গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।
৪. শুকনো ফুলের পাপড়ি দিয়ে রুমা-রুবা কী করতো?
৫. আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি -জসিম মিয়া এ কথা কেন বলেছিল?
৬. দুই বোন কেন হাততালি দিয়েছিল?
৭. জসিম মিয়া কেন বারান্দায় ধপাস করে বসে পড়ে?

৮. লোকজন আমগাছের নিচে গোল হয়ে বসে কী শুনছিল?
৯. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কী বলেছিলেন?
১০. **যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ।**-রুমা রুবা কেন এই কথা অন্য ছেলেমেয়েদের বলেছিল?
১১. জসীম মিয়া কাদের কাছ থেকে রাইফেল চালানো শিখেছিল এবং কেন?
১২. নদীর ধারে বাজারে কারা আগুন ধরিয়ে দেয়?
১৩. রুমা -রুবাদের ঘরে আগুন লাগেনি কেন?
১৪. রাহেলা বানু কার জন্য সারা রাত অপেক্ষা করে ?
১৫. রামা রুবা কেন নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল?
১৬. রুমার কাছে যুদ্ধের অর্থ কী?
১৭. দূরের আকাশে কালো ধোঁয়া দেখা যায় কেন?
১৮. বাবা মারা যাবার পর রুমা-রুবার কীভাবে দিন কাটে?
১৯. রাহেলা বানু দু-মুঠো করে চাল জমিয়ে রাখতো কেন?
২০. মুক্তিযোদ্ধারা কখন রুমাদের বাড়িতে আসে?
২১. মুক্তিযোদ্ধারা কেন দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়?
২২. অপেক্ষা গল্পে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে জসিম মিয়াকে চিনতো?
২৩. কেন মুক্তিযোদ্ধারা রুমাদের বাড়ি এসেছিল?
২৪. মুক্তি যোদ্ধারা কোথায় যাবে?
২৫. তোমাদের রাইফেলগুলো ছুয়ে দেখি এটি কে বলেছিল?
২৬. রাহেলা বানু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কী রান্না করেছিল?
২৭. মুক্তিযোদ্ধারা কেন গপগপিয়ে খেয়েছিল?
২৮. গণহত্যা বলতে কি বোঝ?
২৯. রুমা ও রুবা কাদের জন্য অপেক্ষা করে?
৩০. অপেক্ষা গল্পটি কে লিখেছেন?
৩১. সেলিনা হোসেন কোথায় জন্মগ্রহণ করে ছিলেন?
৩২. সেলিনা হোসেনের লেখা কিছু বইয়ের নাম লিখ।
৩৩. কত সালে সেলিনা হোসেন একুশে পদক লাভ করেন?
৩৪. সেলিনা হোসেন কত সালে এবং কোথা থেকে ডিলিট উপাধি পান?

ঙ) **বড় প্রশ্ন:**
১. 'অপেক্ষা' গল্পে রুমা-রুবার স্বভাব কেমন ছিল? তিনটি বাক্যে লিখ ।
২. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম -একথা কে বলেছিল?
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবারের কী ব্যবস্থা করা হয়? তিনটি বাক্যে লেখ।
৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় জন সাধারণ কীভাবে মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল?
৫. অপেক্ষা গল্পটি সারাংশ লেখ।
৬. রুমা-রুবা কীসের জন্য অপেক্ষা করত এবং কেন?
৭. তোমাদের রাইফেল ছুঁয়ে দেখি -রুমা একথাটি কাকে এবং কেন বলেছিল?
৮. নদীর ধারে বাজারে পাকিস্তানি মিলিটারীদের নির্মম কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দাও।
৯. জসিম মিয়া মারা যাবার পর তার পরিবারের অবস্থা বর্ণনা দাও। তিনটি বাক্যে লেখ।

শিক্ষা উপকরণ

২. **নিম্নোক্ত চরিত্রগুলো সম্পর্কে লেখ:**

রুমা-রুবা	৪।
	৫।
	৬।
জসিম মিয়া	৪।
	৫।

	৬।
রাহেলা বানু	৪।
	৫।
	৬।

৩. প্রদত্ত তথ্যগুলো ব্যবহার করে নিচের ছকটি পূরণ কর: রুমা-রুবার সম্পর্কে:

সম্পর্ক	
স্কুল	
খেলা	
বাবা-মা	
যুদ্ধ শুরু	
খবর	
গণহত্যা	
৭ই মার্চ	
মুক্তিবাহিনী গঠন:	
মিলিটারী	
রাইফেল	
মুক্তিবাহিনী	

৪. জসিম মিয়া মারা যাবার পর তার পরিবাররে দিন যাপন নিম্নে লিখ:

৫. নিচের লাইনগুলো সাজিয়ে টেবিলে লেখ:

ক) রাহেলা ভাত, ডিম , আলুর তরকারি রান্না করে আনে।
খ) জ্যোৎস্না ভরা ছিল উঠোন।
গ) যোদ্ধা দুইজন গপগপিয়ে খেয়ে চলে যায়।
ঘ) রাহেলা বানু দরজা খোলে।
ঙ) দুইজন মুক্তি যোদ্ধা দরজায় শব্দ করে।

চিত্র দেখে বনর্ণা কর:

		১।
		২।
		৩।
		৪।
		৫।
		১।
		২।
		৩।
		৪।
		৫।

		১। ২। ৩। ৪। ৫।

১. লেখক পরিচিতি: সেলিনা হোসেন

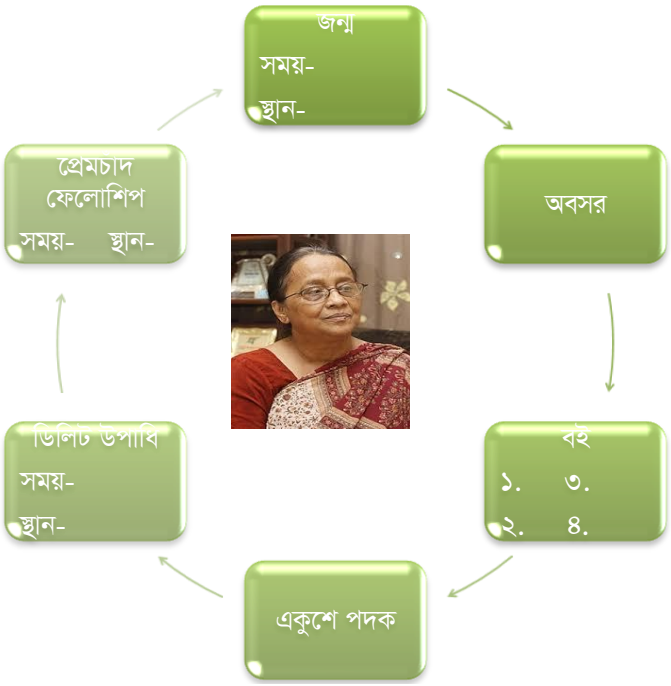

২. অপেক্ষা গল্পটি পড়ে তুমি যা বুঝেছো তা ১০ টি বাক্যে নিজের ভাষায় লিখ:

শব্দার্থ

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
জন্মদিন	
আয়ু	
অপেক্ষা	
মুক্তিযোদ্ধা	
রেডিও	

যুক্তবর্ণ:

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
শ			
ম্ভ			
ন্দ			
দ্র			
স্ট্র			

ষ্ক			
প্ত			
ন্ড			
চ্ছ			
ধ্ব			

এক কথায় প্রকাশ:

প্রদত্ত বাক্য	এককথায় প্রকাশ
প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করা	
অনেক লোকে বিনা অপরাধে হত্যা করা	
শত্রু দখল থেকে দেশকে রক্ষা জন্য লড়াই করেছিল সেনাদল	
সৈনিক বা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাঁটি	
সামরিক বাহিনী	
জমির সীমানা নির্দেশক বাঁধ	
প্রবল আগ্রহী	
নির্বিচারে হত্যা	
নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যিনি	
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই	
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	
কোথাও উঁচু কোথাও অবনত	

বিপরীত শব্দ:

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ
সবর	
সামনে	
শুকনো	
দূরে	
গভীর	
উৎসাহ	
শত্রু	
জন্ম	
কান্না	
ভরা	
যুদ্ধ	
বড়	

সমার্থক শব্দ:

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
খবর	
বাজার	
নদী	
বাবা	
আগুন	
আকাশ	

দেহ	
ঝগড়া	
ফুল	
গাছ	
গন্ধ	
কপাল	

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ:

প্রদত্ত শব্দ (ক্রিয়া)	চলিতরূপ
পাঠাইব	
ভরিয়া	
উঠিয়াছে	
ধরিয়া	
চলিয়া	
থাকিব	
যাইতে	
পড়িয়া	
লাগাইয়া	
আসিতে	

বিরাম চিহ্ন:

কিছু বলার আগেই জসীম শুনতে পায় বাইকে হইচই ও দুই মেয়ের হাত ধরে বাইরে আসে দেখে লোকজন আম গাছের নিচে গোল হয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছে বিবিসির খবরে বলছে ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে গণ হত্যা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী

তোর গল্পটা আমি বলব মা এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে যেদিন তুই হলি সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটার নিচে বসে আছি।

কে, কি, কোথায়, কখন, কেন দিয়ে প্রশ্ন তৈরি কর:

কয়েকমাস পরে গাঁয়ে মিলিটারি আসে। জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে রাইফেল চালানো শিখে নেয় তারপর ড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। রাহেলা মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে থাকবে। জসীম চেয়েছিল রাহেলা ওর বাবর বাড়ি চলে যাক, কিন্তু রাহেলা যেতে রাজি হয়নি।

রচনা

১. শখের মৃৎশিল্প
২. বীর শ্রেষ্ঠ
৩. শীতের সকাল
৪. একুশে ফেব্রুয়ারি
৫. বর্ষকাল
৬. মোবাইল ফোন
৭. বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ
৮. আমাদের বিদ্যালয়
৯. আমাদের গ্রাম
১০. আমাদের ষড়ঋতু
১১. আমাদের দেশ/ স্বদেশ
১২. প্রাণিজগৎ
১৩. বিদায় হজ
১৪. মাওলানা হামিদ খান ভাসানী
১৫. আমাদের প্রিয় খেলা ফুটবল
১৬. কম্পিউটার

১. শখের মৃৎশিল্প

সূচনা:

বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও গর্বের একটি অন্যতম অংশ হলো মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করেন।

মৃৎশিল্প:

মাটির তৈরি শিল্প কর্মকেই মৃৎশিল্প বলে। যারা মাটি দিয়ে নানা রকম হাড়ি পাতিল, কলস, সরা, জালা, বাসন-কোসন ইত্যাদি দ্রব্য তৈরি করে তাদেরকে কুমোর বলে।

মৃৎশিল্পের উপকরণ:

মাটির জিনিস তৈরির প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না । দরকার হয় পরিষ্কার এঁটেল মাটি।

মৃৎশিল্পের পরিচয়:

মাটির থৈরি জিনিস যে আমাদের সংস্কৃতিকে বহন করে তার পরিচয় পাওয়া যায় নকশা করা ঘোড়া, হাতি , ইলিশ , কুলো ডালা ঝুড়ি, চালুন , মাছ ধরার চাই, খালুই, সংবলিত।

মৃৎশিল্পর ঐতিহ্য:

বাংলাদেশে মৃৎশিল্পের এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। হাঁড়ি, কলসিদ ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় গড়ে উঠেছিল সুন্দর পোড়ামাটির টেরাকোটা বা ফলকের কাজ। এ টেরাকোটা বাংলার প্রাচীণ মৃৎশিল্প । শালবন বিহার , মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, সোমপুর বিহার, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

বাংলাদেশের মৃৎশিল্প:

বাংলাাদেশের প্রাচীন শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় মৃৎশিল্পে। এটা এদেশের নিজস্ব শিল্প। মৃৎশিল্প যে বাংলাদেশে সুপ্রাচীন শিল্প তার নিদর্শন হিসেবে পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা একনও এদেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। বর্তমানে ঘরের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সৌন্দয্য বৃদ্ধিতে পোড়ামাটির নকশার কদর বাড়ছে।

মৃৎশিল্পের বর্তমান অবস্থা:

আমাদের দেশে বর্তমানে মৃৎশিল্পের অবস্থা খুবই দুর্দশাগ্রস্থ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ কাচ, চীনামাটি মেলামাইন, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি দিয়ে তৈরি জিনিস পত্রের ব্যবহার করছে। যার ফলে বর্তমানে মৃৎশিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। উপসংহার: আবহমান কাল ধরে প্রচলিত মৃৎশিল্প আমাদের ঐতিহ্য ও গর্ব। তা্ই এ শিল্প কে সমৃদ্ধ তথা আধুনিকায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ভাবে পৃষ্টপোষকতা অপরিহার্য

২. বীরশ্রেষ্ঠ

সূচনা:
১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণার পর পরই বাংলাদেশের মানুষ সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ ১৬ ই ডিসেম্বর স্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে জায়গা করে নেয়। এ বীর শহিদদের ত্যাগের বিনিময়ে ও ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীনতা।

যাদের রক্তে দেশ স্বাধীন হলো:
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ যুদ্ধে অংশ নেয়। এদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ শহিদদের কথা আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি। তাঁদের মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের গৌরব, আজকের দিনের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের অঙ্গীকার।

বীরশ্রেষ্ঠ যারা:
মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের কারণে সাতজনকে 'বীরশেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তারা হলেন সিপাহী মোহাম্মাদ মোস্তফা কামাল, সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ, ক্যাপটেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, ইঞ্জিনরূম আর্টিফিশর রূহুল আমীন, ফ্লাইট ল্যাফটেন্যান্ট মতিউর রহমান।

সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল:
মোস্তফা কামাল ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলাতখান থানার হাজিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাবিবুর রহমান ও মাতার নাম মোসাম্মদ মালেকা বেগম। তিনি ৮ নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধে অংশ নেন। সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল যশোর সীমান্তে সম্মুখ যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অভিযান প্রতিহত করতে গিয়ে শহিদ হন।

সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান:
হামিদুর রহমান ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদাহ জেলার মেহেশপুর থানার খোরদা খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আক্কাস আলী ও মাতার নাম কায়দাছুন্নেসা। তিনি ৪ নং সেক্টরে অধীনে মৌলবাজারস্থ কমলগঞ্জের ধলইতে যুদ্ধ করেন। পাকহানাদার বাহিনীর সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহদাৎ বরণ করেন।

ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ:
মুন্সি আব্দুর রউফ ১৯৪৬ সালে ১লা মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল রাঙামাটি ও মহালদৃত্তির সংযোগ পথ বুড়িঘাট এলাকায় পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবং পালায়নরত হানাদার বাহিনীর গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন।
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৬৩ সালের ২৬ শে এপ্রিল নড়াইল জেলার সাহেবখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টম্বর ৮ নম্বর সেক্টরে স্থায়ী টহলে নিয়োজিত থাকার সময় পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে পড়েন। এবং সঙ্গীদের বাঁচাতে গিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাৎ বরণ করেন।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর:
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে চাঁপাই নবাবগঞ্জে ৭ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

ইঞ্জিনরূম আর্টিফিশার রুহুল আমীন:
রুহুল আমীনের জন্ম ১৯৩৪ সালে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর জাহাজ বি এন এস পদ্মার স্কোয়াডন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ১০ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর বিমান হামলায় জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন লেগে শাহাদাৎ বরণ করেন।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান:
মতিউর রহমান ১৯৪১ সালের ১৯ অক্টোবর নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত অবস্থায় সুযোগ বুঝে টি-৩৩ জঙ্গী বিমান ছিনিয়ে নেন এবং বাংলাদেশের পথে রওয়ানা দেন। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের মরু অঞ্চলে বিমানটি বিধ্বস্থ হলে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন।

উপসংহার:
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ শহিদদের অবদান বলে শেষ করা যাবে না। তাঁদের জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে বাঙালি পেয়েছে স্বাধীনতা। তাইতো বাংলাদেশ যতদিন বেঁচে থাকবে বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে বীরশ্রেষ্ঠদের স্বরণ করবে।

৩. শীতের সকাল

ভূমিকা:

'এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে নয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঋতুরঘামিয়ী রূপসী বাংলাদেশ। বসন্ত ঋতুর পূর্বে শীত আগমন ঘটে। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে শীত আসে আর শীতের সকাল মানব মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে। সেই পাতাঝরা কুয়াশা মোড়া সকালের দিকে মন কেমন বিষন্ন হয়ে ওঠে। তখন শীতকে মনে হয় উদাসী এক বাউল। তার হাতে একতারা আর বৈরাগ্যের সুর কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। শীত এসে মানুষকে আরও প্রানচঞ্চল ও আনন্দ মুখর করে তোলে। মানুষ তখন নানা সাজে নিজেকে আরও মণোহর করে তোলে। শীতের সময়ই নানা মেলা, নানা পার্বন। শীত এসে মানুষের নিরানন্দের ঢাকনাকে যখন সরিয়ে দেয় মানুষের মনে তখন খুশির ছোঁয়া। শীতের সকালের কাছে এ আমাদের বড় পাওনা।

শীতের আগমণ:

পৌষ মাঘ দুমাস শীতকাল। হেমন্তের পর শীতের আবির্ভাব অলঙ্গনীয় বিধানের মতো । শুষ্ক কাঠিন্য, পরিপূর্ণ রিক্ততা ও দিগন্ত ব্যাপী সুদূর বিষাদের প্রতিমূর্তি সে। তার তাপবিরল রূপ মূর্তিে মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এক মহামুনি অপস্বীর এবং অনন্ত বৈরাগ্যের ধূসর অঙ্গীকার। বিবর্নকাননবীথির পাতায় পাতায় নিঃশেষে ঝরে যাবার নির্মম ডাক এসে পৌঁছায়। এক সীমাহীন রিক্ততায় অসহায় ডালপালা গুলো একদিন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে।

বৈশিষ্ট্য:

ষড়ঋতুর পঞ্চম ও উষ্ণতার গ্রীষ্মের বিপরীতে বছরের শীথলতর ঋতু শীতকাল। বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে পৌষ ও মাঘ এ দুমাস শীতকাল হলেও বাস্তবে নভেম্বর থেকে ফ্রেব্রুয়ারি প্রর্যন্ত শীত অনুভূতি হয়। শীতকাল প্রধানত শুষ্ক। শীতের রাত্রি হয় দির্ঘ। জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা দেশের উত্তর পশ্চিমা অঞ্চলে ১১ সেলসিয়াস থেকে শুরু করে উপকূলীয় অঞ্চলে ২০-২১ সে. পর্যন্ত বজায় থাকে। প্রবল শীত প্রবাহে দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় প্রাণহানিও ঘটে। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের মাত্র ৪ শতাংশ এই ঋতুতে সংঘঠিত হয়।

শীতের সকাল:

"হিম হিম শীত শীত/ শীত বুড়ি এলো রে,
কনকনে ঠাণ্ডায়/ দম বুঝি গেল রে।"

শীতের সকালে একটা রৌদ্রমাখা সকাল আমাদের কাছে পরম প্রতীক্ষিত হয়ে ওঠে। সবাই গেন কাকডাকা ভোর থেকে প্রতীক্ষা করতে থাকে কাঙ্খিত সূর্য দেবতার একটু ছোঁয়া পাওয়ার জন্য সূর্যমামা আলো ছড়াতে থাকে । উত্তরের হিম শীতল হাওয়া বইতে থাকে ধীরে ধীরে। বনের গাছপালা থেকৈ টুপটাপ ঝরে পড়ে ভোরের শিশির। শিশির ভেজা দূর্বা ঘাসে কিংবা টিনের চালে সূর্যালোক পড়লে মনে হয় মুক্তা ঝলমল করছে। ঘন কুয়াশী ভেদ করে কুসুম কুসুম উত্তাপ ছড়াতে সূর্যকে বেশ বেগ পেতে হয়। এ উত্তাপ ছড়ানো শুরু না হওয়া পর্যন্ত কেউ আর লেপের উষ্ণতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় না। চোখে থাকে ঘুমের আবেশ। কত বেলা হয়েছে বোঝা যায় না।

শীতের সকালের প্রকৃতি:

উত্তর দিক থেকে হিমশীতল বাতাস এক দীর্গশ্বাসের মতো হাঠাৎ শিরশির করে বনের গাছেগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে যায়। শিশির ঝরে পড়ে বনের মেঠো পথ শিশিরে সিক্ত হয়ে ওঠে। সূর্য একবোরে দক্ষিন দিকে হেরে পড়ে গোতে থাকে । অনেক সময় ঘন কুয়াশায় দূরের সব কিছু ঢেকে যায়, কিছুই দেখা যায় না। হলুদ সরষে ক্ষেতে যখন ফুল ফোটে তখন অলির গুঞ্জনে মুখর হয়ে ওঠে। খেঁজুর গাছে ঝুলতে থাকে রসের হাঁড়ি। গাছের পাতারা বিবর্ণ হয়ে ওঠে এবং বুড়িয়ে যায়। তারপর ঝরতে থাকে।

গ্রামের শীতের সকাল:

গ্রামের মানুষ শীতৈর সকালেও জেগে ওঠে। গায়ে তাদের সামান্য শীতবস্ত্র থাকে। অনেকের আবার তাও থাকে না। শীতের সকালে কম্পমান শরীরে তারা নিজ নিজ কাজে যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও বৃদ্ধরা আগুনের পাশে গোল

হয়ে বসে গল্পগুজাব মেতে ওঠে। সকালে মাঠের দিকে তাকালে সবুজের সমারোহ মনটা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে । ছেলে মেয়ে খড়ের আগুনে আলু পুড়িয়ে তাদের রসনা তৃপ্ত করে।

শীতের সকালে গরিব লোকের অবস্থা:
শীত যমন আনন্দের ঋতু, তেমনি কষ্টের ও । গরিব লোকেরা গরম কাপড় কিনতে পারে না বলে শীতের সকালে তাদের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। আবার এমনও অনেক লোক আছে যাদের ঘরবাড়ি নেই তারা রাস্তায় বা ফুটপাতে ঘুমায়। তাদের জন্য শীত এক অভিশাপ।

শীতের সকালে খাবার দাবার:
শীতের সকালে রকমারি খাবার তৈরি হয়। গাঁয়ের প্রতিটি ঘরে লেগে যায় পিঠা তৈরির ধুম। শীতের সকালে নরম রোদে বসে ভাপাপিঠা খাওয়ার আনন্দ বোধ হয় সবারি জানা। শুধু গ্রামের নয় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মোড়েও ভাপাপিঠা, রসপিঠা, তেলের পিঠা বিক্রি হয়। টমেটো, গাজর, কপি, বরবটি, পালং, মুলেঅ, পিঁয়াজ, আলু, রসুন সবাই শীতের ফসল। কই, মাগুর, শিং এ সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গাঁদা ও সূর্যমুখি ফুল এ সময় ফোটে।

উপসংহার:
শীতের সকাল সারা উংরের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয় সবার কাছে, সবার কাছে উপভোগ। কুয়াশা বা নরম রোদ যাই হোক না কেন শীতের সকালি কিছুটা স ময় মানুষকে কর্মের চাপ থেকে দূরে রেখে আনন্দ মগ্ন হবার সুযোগ দেয়। সময়ের পরিধি বিবেচনায় শীতের সকাল তেমন দীর্ঘ কিছু নয়। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তা মানব জীবনে তাৎপর্য পূর্ণ। শীতের সকাল শেষ হয়ে যায় কুয়াশা কেটে গেলে, কিন্তু তার আমেজ থেকে যায় অনেক পরেও। এমন এক সকাল উপভোগের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে মানব মনের কোনে বহুদিন।

৪. একুশে ফেব্রুয়ারি”

ভূমিকা:

“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি”

মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম ও অপরিমেয়। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়ের সেরা কষ্টিপাথর মাতৃভাষা। মাতৃভাষা অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। মাতৃভাষা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের এক মৌলিক সম্পদ। বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৫২ সালে বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালি বিশ্ব-ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারই স্বীকৃতি পেয়েছি আমরা শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে। বিশ্ব এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা:
বাংলা ভাষার প্রতি অনেক আগে থেকেই অবহেলা চলে আসছে। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার সত্ত্বেও বাংলাকে অবহেলা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলার সচেতন মানুষ এ ঘোষণা মেনে নিতে পারেনি। তাদের সোচ্চার প্রতিবাদ কণ্ঠে সারা বাংলা জেগে ওঠে।

বাংলা ভাষার আন্দোলন:
মূলত ১৯৪৮ সালে থেকেই বাংলা ভাষার আন্দোলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে এ আন্দোলন সারা বাংলাদেশে তথা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা এ আন্দোলনের সূত্রপাত করলেও ধীরে ধীরে সমস্ত জনগণ এটাতে জড়িয়ে পড়ে এবং এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। সরকার যতই ভাষা আন্দোলনের ওপর দমননীতি চালায়, ততই আন্দোলন প্রকট হতে থাকে।

শহিদ দিবস:
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির বর্বর হত্যাকান্ডের স্মৃতি স্মরণ করার জন্য প্রতিবছর ভাবগম্বীর পরিবেশে শহিদ দিবস পালন করা হয়। কিন্তু শুধু শহিদ দিবস পালনের মধ্যেই একুশে ফেব্রুয়ারি তাৎপর্য সীমাবদ্ধ থাকে না । তা বাঙালি জাতির জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি:
১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি জঘন্য হত্যাকন্ডের খবর দ্রুত সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ খবরে সারা দেশের জনগণ বিক্ষোভ ফেফে পড়ে। এরই ফলে পাকিস্তানি সরকার ১৯৬৫ সালের সংবিধানে বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ:
কানাডার প্রবাসী বহুভাষী জনের সংগঠন ‘মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়াল্ড’ প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর পেছনে যে দুজন প্রবাসী বাঙালির অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম। বহুভাষী ভাষাপ্রেমিক ঐ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানকে একটি চিঠি লেখা হয়। কফি আনান ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরমের্শ জানালে ইউনেস্কোতে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষা বিভাগের প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ বেসরকারি উদ্যোগে কোনো প্রস্তাব গ্রহণের অপরাগতার কথা জানান। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিষয়টি ‘জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়। ২৭টি দেশ এ প্রস্তবকে সমর্থন জানায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩১তম সম্মেলনে ২ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের স্বীকৃতি পায়। সে দিবসটি কেবল ‘ভাষা শহিদ দিবস’ হিসেবে পালিত হত আজ তা ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’।

সাহিত্যক্ষেত্রে একুশের অবদান:

একুশ শুধু আমাদের অধিকার সচেতন করে তোলেনি, এর পাশাপাশি আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে ও অনেক অবদান রেখেছে। আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতিফলন সাহিত্যক্ষেত্রে ও ব্যাপক ভাবে লক্ষ করা যায়। আমাদের কথাসাহিত্য, নাটক, ছোটগল্প, কবিতায় ও সংগীতে একুশের চেতনাকে তুলে ধরা হয়েছে। ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলার দামাল ছেলেরা জীবন দিয়ে যে প্রতিবাদে শুরু করেছিল। সেটা সাহিত্যের মাধ্যমে সক্রিয় করে রেখেছিল সাহিত্যিকরা। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন সিকানদার আবু জাফর, মুনীর চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবুল ফজল, শামসুর রাহমান প্রমুখ। তেমনই কয়েকটি সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে 'শহিদ স্মরণে', 'স্বাধীনতা তুমি', ' একুশে ফেব্রুয়ারি', 'সংগ্রামে চলবেই', 'মাতৃভাষা ও বাঙালি মুসলমান'- এসব সাহিত্য বাংলার মানুষকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা:

ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকে বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য দেশগুলোর কাছে তারিখ নির্নয়ের সুপারিশ চাওয়া হয়। বাংলাদেশও দিবসটি পালনের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারির গৌরবগাথা বা তাৎপর্য তুলে ধরে। মাতৃভাষার জণ্য জীবন দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, একমাত্র বাঙালিরা। তাই ইউনেস্কো এই আত্মত্যাগের বিষয়টিকে সম্মান জানিয়েই একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ও বাংলাদেশের গুরুত্ব:

এখন শুধু আমরা বাঙালিরা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান জানানোর জন্য শহিদ মিনারে যাই না এখন পুরো বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শহিদ মিনারে ছুটে যায় শহিদদের সম্মান জানানোর জন্য। আমরা বাঙালিরাই একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি মাতৃভাষা রক্ষার প্রতীক হয়ে রয়েছে বিশ্ববাসী এখন বাংলাদেশকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে আমাদের মাতৃভাষা প্রীতির কারণে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাঙালির বুকভরা গৌরবের দিবস এখন থেকে শতাব্দীতে ২ শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে পালিতি হবে। আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাংলাদেশের ভাষা সৈনিকদের আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধভরে স্বরণ করবে। একবিংশ শতাব্দীতে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী -ই বা হতে পারে। তাই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলতে পারি-

"বাংলা ভাষার প্রাণ
বাঙালির অবদান
বাংলা ভাষার বিশ্ব স্বীকৃতি
প্রকাশিত হলো জাতি শ্রেষ্ঠত্ব নহে জাতি অবনতি"---

৫. বর্ষাকাল

সূচনা:

"বরষা ওই এল বরষা।
অঝোর ধারায় জল ঝরঝরি অবিরল
ধূসর নীরস ধরা হল সরসা।

শুধু কাজী নজরুল ইসলামের এই পংক্তিতেই বর্ষার রূপটি ফুটে ওঠেনি। বরং বাংলাদেশের সকল কবির রচনার মধ্যে বিচিত্র রূপে বর্ষার ছবি আমরা দেখতে পাই। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় ঋতু। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপে সারা বাংলাদেশ যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন বর্ষা আসে আশীর্বাদের মতো আশার বাণী নিয়ে।

বর্ষার কালসীমা:

বর্ষার অঝোর বৃষ্টিপাতে শুকিয়ে যাওয়া নদীনালা, খালবিল, পানিতে হয়ে ওঠে ভরপুর। আষাঢ় শ্রাবণ এ দু'মাস বর্ষাকাল। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ষার আগমন অনেক সময় অনেক আগেই ঘটে থাকে। কোনো কোনো সময় বর্ষা জৈষ্ঠ্য মাসে শুরু হয়ে আশ্বিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বর্ষার আগমন:

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহের পর বর্ষার আগমন ঘটে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদহে যখন প্রকৃতি জন জীবন অসহ্য গরমে ছটফট করতে থাকে ঠিক তখনই নেমে আসে বৃষ্টির ধারা।

তাইতো কবি বলেছেন-
"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

বর্ষার বৈশিষ্ট্য:

বর্ষার আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। কালো মেঘ হাওয়ার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে উত্তর দিকে ছুটতে থাকে। আকাশ তখন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যায়। বজ্রের হুঙ্কারে ও কাঁপতে থাকে বর্ষার পানিতে নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে থৈ থৈ করতে থাকে। গাছ-পালা, তরুলতা সজীব ও সবল হয়ে ওঠে।

পল্লী বর্ষা:

বাংলাদেশে বর্ষঋতুকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় পল্লীগ্রামে। বর্ষায় পল্লীগ্রামের জীবন এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়। বর্ষায় গ্রামের মানুষের এক মাত্র বাহন নৌকা। তারা এসময় প্রচুর মাছ ধরে আর গল্প করে সময় কাটায়।

শহরে বর্ষা:

শহরে বর্ষা জনজীবনে প্রাণের সঞ্চার করে। তবে শহরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হওয়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। বিঘ্নিত হয় জনজীবন।

বর্ষার ফুল:

বর্ষাকালে আমাদের দেশে বিভিন্ন ফুল ফোটে। তাদের মধ্যে কেয়া, কামিনী, কদম, জুঁই, বেলী, চাপা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ষা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি:

মাছে ভাতে অভ্যস্ত বাঙালির জীবনে বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব আশীর্বাদস্বরূপ। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ পুকুর নদীর জল শুকিয়ে দেয়, নীরস মাটির বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়। বাংলাদেশের মানুষ তখন আকুল প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। প্রবাসী মেঘে তখন ফিরে আসে। বৃষ্টির পানিতে পুকুর ভরে ওঠে। মাঠ ভিজে যায়। মাছগুলো নতুন পানিতে ছোটা ছুটি করে। বাংলার শষ্যক্ষেত্রের সেচের জলের প্রধান উৎসই বর্ষার ধারাজল। কৃষকের মুখে হাসি ফোটে। শুধু ধানই নয়, পাটের আবাদও হয় এ বর্ষায়। আর এগুলোই তো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।

বর্ষাকালের যোগাযোগ ব্যবস্থা:
বর্ষাকালে গ্রামের অধিকাংশ রাস্তাঘাট ডুবে যায়। কোথাও পায়ে হেঁটে যাওয়ার উপায় থাকে না। তখন নৌকাই হয় একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

উপকারিতা:
বাংলাদেশের বর্ষা ঋতুর দানের শেষ নেই। বর্ষার পানি পেয়ে কৃষকেরা পাট ও ধানের ক্ষেত চাষ করে। যদি বর্ষাকালে বৃষ্টির এমন সমারোহ না হতো তবে ধান, পাট চাষ করা সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের শ্যামল শোভা ও মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মূলত বর্ষাকালের বৃষ্টি পাতের দান ছাড়া আর কিছুই নয়।
বর্ষাকালে বাংলাদেশে আনারস, কলা, পেয়ারা, চালকুমড়া, ঝিঙে, করলা প্রভৃতি ফলমূল ও তরকারি উৎপন্ন হয়। এ সময় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। বর্ষার সময় নৌকাযোগে বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

অপকারিতা:
বর্ষায় বাংলাদেশে বন্যার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। পানিতে মাঠ, ঘাট, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ডুবে যায়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়। জনজীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। রাস্তাঘাট পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় নৌকাছাড়া একেবারেই চলাচল করা যায় না। নদীর ভাঙনে বাড়িঘর ধসে যায়। মানবজীবনে অভিশাপ নেমে আসে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

উপসংহার:
বাংলাদেশের মানুষের জীবনে বর্ষাঋতুর ভূমিকা অনন্য ও সতন্ত্র। ষড়ঋতুর কথা বলা হলেও বাংলার ঋতুরঙ্গশালায় গ্রীষ্ম ও বর্ষারই প্রধান আধিপত্য। বর্ষায় বাংলাদেশ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের স্পর্শলাভ করে ধন্য হয়। বাংলাদেশের এ শ্যামল সুন্দর দৃশ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ষারই অবদান। বর্ষা তাই বাঙালির জীবনে এক বিশিষ্ট অধ্যায়রূপে স্থান পায়।

৬. মোবাইল ফোন

ভূমিকা:
যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। যা টেটিল যোগাযোগ ব্যভস্থায় এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে।মোবাইল ফোন কার মোবাইল ফোন একটি ছোট আকারের ইলেকট্রিনিক ডিভাইস। মোবাইল ফোন দিয়ে সাধারণত কথা বলা হয়। এছাড়া মোবাইলের সাথে ক্যামেরা থাকে। যা দ্বারা ছবি তোলা যায়।

মোবাইল ফোন আবিষ্কার:
মোবাইল ফোন কোনো ব্যক্তি একভাবে আবিষ্কার করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এটির উদ্ভাবন কাজ শুরু হয়। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেল প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করেন। তাঁর দুই সহকারী গবেষক ছিলেন রিচার্ড এইচ ফ্রংকিয়েল এবং জোয়েল এস এ্যাঞ্জেল। এরাই পরবর্তীকালে মোবাইল ফোনের কৌশল উদ্ভাবন করেন এরপর ১৯৭৩ সালে মার্টিন কুপার হাতে খরা ছোট সেট তৈরি করেন।

মোবাইল ফোনের কার্যবলি:
যে এলাকা জুড়ে মোবাইল ফোন কাজ করে তার সবটাকে কতগুলেঅ সেলে ভাগ করা যায় । প্রত্যেক সেলে বেতার টাওয়ার থাকে। এই টাওয়ার গুলো একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগ তৈরি করে। তাছাড়া মোবাইল ফোনে একটি অ্যানটেনা থাকে। সারাক্ষণ তরঙ্গের মাধ্যমে এটি টাওয়ারের সাথে যোগযোগ করে। আর এভাবেই মোবইলের মাধ্যমে একজনের কথা আরেকজনের কাচে পৌঁছে যায়।

মোবইল ফোন ব্যবহারের সুবিধা:
মোবাইল ফোনের সুবিধা আছে । নেটওয়ার্কের সমস্যা হলে টাইল করে খুদেবার্তা পাঠানো যায়। মোবইল দিয়ে এমএসএস ধারন করে পাঠানো যা।

মোবাইল ফোন ব্যবহারের অসুবিধা:
মোবাইল ফোনের সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধাও আছে। মোবইল ফোন খুব বেশি কথা বললে স্বাস্থের ক্ষতি হতে পারে।

মোবাইল ফোনের গুরুত্ব:
আধুনিক জীবনে মোবাইল ফোনের গুরুত্ব অনেক। মোবইল ফোনের মাধ্যমে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মানুষের কথা মুহূর্তেই শোনা যায় ও বলা যায়। তাছাড়া মোবাইল বর্তমানে মিনি কম্পিউটার কাজও করছে।

উপসংহার:
মোবইল ফোন আধুনির বিজ্ঞানের একটি বড় আবিষ্কার এটি মানব জীবনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে।

৭. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

ভূমিকা:
স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা বীরের মতো লড়াই করে শহিদ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজন নূর মোহাম্মদ শেখ। তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়া হয়।

জন্ম:
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ তৎকালীন যশোর জেলার নড়াইল সার ডিভিশনের মহেশখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ হলো ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি

পিতা-মাতা
নূর মোহাম্মদ শেখের পিতার নাম আমানত শেখ আর মাতার নাম জান্নাতুল নেসা।

শিক্ষাজীবন:
নূর মোহামমদ শেখ বিশেষ পড়ালেখা করতে পারেননি। কারন তার ঝোঁক ছিল গান, নাটক আর এিংটোরের প্রতি।

কর্মজীবন:
বাল্যকালেই নূর মোহাম্মদ শেখ পিতা-মাতাকে হারান। ফলে বদলে যায় তার জীবনের গতি। তিনি যোগ দেন ইপি আর বাহিনীতে।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান:
১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। নূর মোহাম্মদ শেখও বসে থাকেননি , যোগ দিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে।

বীরত্ব:
নূর মোহাম্মদ শেখ যশোরের গোয়ালহাটি ক্যাম্পে সহযোদ্ধাদের সাথে টহল দিচ্ছিলেন। তাঁদের অবস্থানের খবর পেয়ে রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনী তিন দিন থেকে ঘিরে ফেলে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসীম কৌশলে তিন সহযোদ্ধাদের রক্ষার করেন।

যেভাবে শহিদ হলেন:
যুদ্ধে নিজেদেরকে পিছিয়ে যেতে বলেন আর তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধা নান্নুমিঞাকে কাঁধে নিয়ে একই যুদ্ধ করতে থাকেন। এক সময় শত্রুরগুলিতে মারা যান।

বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ:
স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

উপসংহার: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ একজন সাহসী যোদ্ধ ছিলেন। দেশের জন্য তিনি জীবন দিয়েছেন। আমরা তাঁকে কখোনা ভুলব না।

৮. আমাদের বিদ্যালয়

সূচনা:

"বর্ণমালার আলো নিত্য তুমি জ্বালো
তোমার আলো বিশ্বজোড়া আঁধার করেক্ষয় তুমি মানবতার জয়"

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম বেহালা প্রাথমিক এ বিদ্যালয়টি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের বিধ্যালয়টি এলাকার মধ্যে একটি আদর্শ ও বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অবস্থান:

আমাদের বিদ্যালয়টি বরগুনা জেলার আমতলী থানার অন্তর্গত। বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে একটি বড় রাস্তা চলে গেছে। আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে।

বিদ্যালয়গৃহের বর্ণনা;

আমাদের বিদ্যালয়টি অনেক সুন্দর। সারি সারি তালগাছের ছায়াঘেরা একটি তৃতীয় তলা বিশিষ্ঠ ভবন। এতে ১৮ টি কক্ষ আছে। প্রতিটি কক্ষ ২৫ হাত দৈর্ঘ্য ও ২০ হাত প্রস্থ বিশিষ্ঠ। এর মধ্যে ১৩ টি কক্ষে আমাদের বিভিন্ন ক্লাস চলে। অবশিষ্ট কক্ষগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যভহৃত হয়। যেমন: একটি কমনরুম, একটি পাঠাগার, একটি বিজ্ঞানগার, একটি শিক্ষকমন্ডলীর কক্সখও একটি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ আছে। এছাড়াও একটি মিলনায়নও আছে।

জীবনে বিদ্যালয়ের অবদান:

শিক্ষা মানুষের জীভনে অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা। মানুষের জীবনে তাই বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারের পরপরই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সবার শিক্ষাজবন শুরু হয়। বিদ্যালয় থেকেই আমরা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবার্তিতা, চরিত্র গঠন এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারি। প্রতিটি শিশুর সামাজিকরণ, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার উত্তম ক্ষেত্র বিদ্যালয়। এছাড়াও প্রতিটি শিশুর সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক শিক্ষার আশ্রয়স্থাল হিসেবে বিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম।

বিদ্যালয়ের জন্য করণীয়:

আমাদের জীবনে বিধ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। তাই বিদ্যালয়ের জন্যেও আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। আমরা বিদ্যালয়ের নিয়শ শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো। আমাদের শিক্ষকদের আদেশ, উপদেশ মেনে চলবো। বিদ্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করব যাতে বিদ্যালয়ের সম্মান বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার:

আমাদের বিদ্যালয় এই এলাকয় দীর্ঘদিন বিদ্যালয়টি এই এলাকার মধ্যে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এখানে পড়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

"বিদ্যার্থীর জন্য বিদ্যামন্দির স্বর্গতুল্য।"

৯. আমাদের গ্রাম

সূচনা: অনিন্দ্র সুন্দর আমাদের এ বাংলাদেশ। এর যেুদকে চোখ যায় শুধু শস্য শ্যামল মাঠ আর মাঠ। এরূপ একটি ছোট গ্রামে আমার বাস। আমাদের গ্রামের নাম ফুলতলা । গ্রামের কথা স্মৃতিপটে এলল আমার মনে পড়ে যায় কবি আহসান হাবীবের ছড়াখানি-

"আমাদের গ্রামখানি ছবির মতন
মাটির তলায় এর ছড়ানো রতন
সোনার সুরু আনে সোনার প্রভাত
পাখির কাকলি শুনে কেটে যায় রাত।"

অবস্থান:
আমাদের গ্রামটি মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। গ্রামের একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে ধলেশ্বরী দী অন্যপাশে ঢাকা আরিচা মহাসড়ক।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য:
আমাদের গ্রামটি খুব সুন্দর । আম, জাম, কাঁঠাল, বট পাকুড় গাছ আর বাঁশ ঝাড়ের নিবিড় ছায়ায় ঢাকা গ্রামের ঘরগুলো। আর আছে জারুল, কনকচাঁপা, কদম, শিউলি, ছাতিম, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, সোনালু ইত্যাদি ফুলের গাছ। প্রতিটি মৌসুমে নানা রকম ফুলে রঙিন হয়ে যায় আমাদের গ্রাম।

লোকসংখ্যা ও পেশা:
ফলতলা গ্রামের মানুষগুলোও ভারি সুন্দর। তারা কেউ কলহ পছন্দ্র করে না। আমাদের গ্রামে প্রায় দুই হাজার লোকের বাস। এখানে আছে নানা পেশার নানা ধর্মের মানুষ। কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ ব্যবসা, কেউ চাকুরি । পুজোয়, বড়দিনে আর নববর্ষে উৎসবে মেতে উঠে ফুলতলা গ্রাম।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান:
আমাদের গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি লাইব্রেরি, একটি খেলার মাঠ, একটি বাজার, দুটি মসজিদ, একটি মন্দির ও একটি গির্জা আছে ।

ঘাট-বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:
গ্রামের মধ্যে একটি উঁচু রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়ে শহরের মূল রাস্তায় যাওয়া যায়।

উৎপন্ন দ্রব্য:
গ্রামের মাঠে মাঠে ফলে প্রচুর ধান, পাট, গম, মসুর, সরিষা, আক ইত্যাদি। বড় বড় পুকুরগুলোতে নানা রকম মাছের চাষ হয়। তাছাড়া ধলেশ্বরী নদীতে হরেক রকম মাছের চাষ হয়।

উপসংহার:
একটি আদর্শ গ্রাম হিসাবে আমাদের গ্রাম অতুলনীয়। আমাদের গ্রামকে আমরা সবাই মায়ের মতো ভালোবাসি।

"গ্রাম বিধাতার দান
শহর মানুষের দান।"

১০. বাংলাদেশের ষড়ঋতু

ভূমিকা:
বাংলাদেশ ঋতু বৈচিত্রের দেশ। প্রতি বছর ছয়টি ঋতু পরপর আসে বলে আমাদে দেশকে ষড়ঋতুর দেশও বলা হয়। প্রতিটি ঋতুর আগমনে বাংলাদেশের প্রকৃতি বিচিত্র রুপ ধারণ করে। আর এ ঋতু বৈচিত্রের কারণেই এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবার চোখ জুড়ায়।

ষড়ঋতু:
গ্রীষ্ম, বর্সা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত বাংলাদেশের ছয়টি ঋতু। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস মিলে গ্রাষ্মকাল, আষাঢ়-শ্রাবণ মিলে বর্ষকাল, ভাদ্র-আশ্বিন মিলে শরৎকাল, কার্তিক-অগ্রহায়ন মিলে হেমন্তকাল, পৌষ-মাঘ মিলে শীতকাল ও ফাল্গুন-চৈত্র মিলে বসন্তকাল।

গ্রীষ্মকাল:
গ্রীষ্ম বাংলার প্রথম ঋতু। এ ঋতুতে প্রচন্ড গরম পড়ে। খাল-বিল, নদী-নালা শুকিয়ে যায়। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এ সময় কাল বৈশাখী ঝড় হয়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু তরমুজ, আনারস, প্রভৃতি ফল এ ঋতুতেই পাওয়া যয়।

বর্ষাকাল:
গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষাকাল। এ সময় আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে ভরপুর থাকে । এ সময় নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কেয়া, কদম, চামেলী এগুলো বর্ষাকালের ফুল।

শরৎকাল:
বর্ষার পর আসে শরৎকাল। এ সময় আকাশের রং হয় গাঢ়,নীল, আর সাদা রঙের মেঘ ভেসে বেড়ায়। শরৎকালে বিলে-ঝিলে প্রচুর শাপলা ও পদ্ম ফুলের সমারোহ ঘটে। এ সময় কাশফুল ও শিউলি ফুল ফোটে।

হেমন্তকাল:
হেমন্তকালকে ফসলের ঋতু বলা হয়। কৃষকরা নতুন ধান কাটার আনন্দে মেতে ওঠে। পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। সারাদেশে মুখরিত হয় হেমন্তের নবান্ন উৎসবে। শেষ রাতের দিকে হালকা ঠাণ্ডা জানান দিয়ে যায় শীতকালের আগমনী বার্তা।

শীতকাল:
হেমন্তের পর আসে শীত। মিষ্টি রোদ আর খেঁজুরের রস নিয়ে আসে শীতের সকাল এসময় উত্তর দিক থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। ছেলে-বুড়ো সবাই আগন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে উত্তাপ নেয়। এ সময় গাছপালার পাতা ঝরতে থাকে। এ সময় নানা রকম শাকসবজি পাওয়া যায়।

বসন্তকাল:
বসন্তকালকে ঋতুর রাজা বলা হয়। গাছে গাছে নতুন নতুন পাতা গজায়। এ সময় বিভিন্ন ফুল ফোটে , কোকিল ডাকে , দখিনা বাতাস বইতে শুরু করে। আনন্দের হিল্লোল জাগে সবার প্রাণে।

উপসংহার:
ঋতু বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ বিশ্বের এক অনন্যা মনোরম দেশ। ঋতু বৈচিত্রই বাংলাকে করেছে রূপসী বাংলা তাইতো কবি বলেছেন-

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

১১. আমাদের দেশ

ভূমিকা:
সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এ বাংলাদেশ। এদেশে বনে বনে ফুলের সমারোহ, মাঠে মাঠে ফসলের মেলা, নদী ভরা মাছ, আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাওয়া পাখপাখালি সবই মনোমুগ্ধকর।

অবস্থান ও আয়তন:
বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের পূর্বে ভারতের আসাম, পশ্চিমে ত্রিপুরা, বার্মা, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়, দক্ষিণে মায়ানমার ও বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের আয়তন ৫৬,১৭৭ বর্গমাইল বা ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।

স্বাধীনতা লাভ:
১৯৭১ সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানের কাছে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

জনসংখ্যা:
বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। পৃথিবীতে জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ অষ্টম স্থানে আছে।

জাতি ও ধর্ম:
বাংলাদেশে অনেক জাতির মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতির মধ্যে রয়েছে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মগ, চাকমা, মারমা, সাওতাল, ত্রিপুরা, মুরং, মনিপুরি, রাখাইন ইত্যাদি। এদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

ভাষা:
বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলাদেশের ১৫ কোটি লোক ছাড়াও আরও প্রায় দশ কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। এছাড়া এদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে।

রাজধানী শহর:
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। মোঘল আমল থেকেই ঐতিহ্যবাহী এ শহরটি বিখ্যাত। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি:
বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই পলিবাহিত সমভূমি। সিলেটের কিছু অংশ, পার্বত্য চট্রগ্রাম, কুমিল্লার কিছু অংশে পাহাড়ও রয়েছে। দক্ষিণে ময়নামতি ও সুন্দরবন রয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য:
বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য অসাধারণ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত-এদের রূপবৈচিত্র্যে বাংলাদেশ অপরুপ সাজে সেজে থাকে।

নদ নদী:
বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রক্ষ্মপুত্র এদেশের প্রধান নদনদী। এছাড়াও বাংলাদেশে শাখা-প্রশাখাসহ নদনদীর সংখ্যা প্রায় ২৩০ টি।

মানুষের পেশা:
বাংলাদেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষক। এছাড়া রয়েছে জেলে, মাঝি, তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতার ও অন্যান্য শ্রমিক।

বাংলাদেশের শহর:
বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহর হচ্ছে- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট। এছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট শহর রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রাম:
বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। পঁচাশি হাজার গ্রামের দেশ বাংলাদেশ। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম। পুকুর, খাল, কাঁচা-পাকা ঘর, সবুজ ফসল দেখে নয়ন জুড়িয়ে যায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা:
বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষকদের চাষাবাদের কোনো আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নেই এবং পর্যাপ্ত যত্নের অভাব থাকায় কৃষির তেমন উন্নতি হচ্ছে না। পাট, তৈরি পোষাক, চায়ের ওপরও বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভর করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ:
বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়াও অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। যেমন: কয়লা।

বাংলাদেশের গান:
এদেশের প্রাকৃতিক রং ও রূপ যেমন বিচিত্র, গান ও তেমনি। বাংলাদেশের গানের সুমধুর সুরে ভেসে ওঠে প্রকৃতি ও জীবনের প্রকৃত দিক। বাংলাদেশের গানে রয়েছে বৈচিত্র্য। বিভিন্ন গানের মধ্যে রয়েছে লোকসংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, লালন সংগীত, হাসন রাজার গান, অতুল প্রসাদের গান, আধুনিক গান, টম্পাগান, কীর্তন, ব্যান্ডসংগীত, ভজন, গজল ইত্যাদি।

শিক্ষা:
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর তিনভাগে বিভক্ত। এছাড়া বয়স্কদের জন্য গণশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

উপসংহার:
মা ও মাতৃভূমি আমাদের সবার প্রিয়। আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি।

কবির ভাষায়- "আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।"

১২. প্রাণিজগৎ

ভূমিকা:
পৃথিবীর প্রাণিজগৎ এক বিস্ময়। বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, সমুদ্রের তলায়, মরু ও মেরু অঞ্চলে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর প্রাণিদের মধ্যে হাতি-গণ্ডার, জিরাফ, গরিলা, উটপাখি এবং সমুদ্রে বিচরণশীল প্রাণিদের মধ্যে দানবাকার স্কুইড, বীভৎস চেহারার অক্টোপাস, রক্ত পিপাসু হাঙর, বৃহদাকার নীল তিমি প্রভৃতি বিস্ময়কর প্রাণির সমারোহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

ধরণ:
পৃথিবীর প্রাণিজগৎ তিনভাগে বিভক্ত। জলজ, স্থলজ এবং খেচর। যারা আকাশে উড়ে বেড়ায় তাদের খেচর বলে।

হাতি:
স্থলজ প্রাণিদের মধ্যে হাতির মত বড় দ্বিতীয় কোনো প্রাণি নেই। এরা গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং দলবেঁধে থাকতে ভালবাসে। প্রত্যেকটি দলে থাকে একটি দলপতি। হাতির বিশাল দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গটি হচ্ছে তার শুড়। হাতির দৈনিক প্রয়োজন আট থেকে নয় মন ঘাস, পাতা আর ছয় মনের মত পানি। হাতি দাঁড়িয়ে ঘুমায়।

গণ্ডার:
গণ্ডার এক আজব প্রাণি। এর নাকের ওপর শিং থাকে। এ শিং আসলে পুরুলোমের তৈরি। এর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি প্রখর। গণ্ডার একবার পানিতে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। ঘণ্টায় এটি ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটতে পারে। গণ্ডারকে বনের ছোট-বড় সব প্রাণি ভয় পায়।

জিরাফ:
জিরাফ সব চেয়ে উঁচু প্রাণি। এটি প্রায় আঠারো ফুট উঁচু হয়। এই বিশাল শরীরে নিয়ে সে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলেরও বেশি বেগে ছুটতে পারে। জিরাফের গলা অনেক লম্বা। এটি পা বাঁকাতে পারে না। জিরাফ দাঁড়িয়ে ঘুমায়। জিরাফের বড় শত্রু সিংহ।

গরিলা:
বুনো জন্তুদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিধর হলো গরিলা। গহীন অরণ্যে এদের বাস। বনের পশুদের মধ্যে গরিলাদের জীবনযাত্রা খুবই সুন্দর। মা-বাবা ও সন্তানদের নিয়ে গরিলার সংসার। এটি খুব শান্তি প্রিয় প্রাণী। নিজে আঘাত না পেলে কাউকে আঘাত করে না।

উটপাখি:
উটপাখির অপর নাম দৈত্যপাখি। এটি খুব জোরে ছুটতে পারলেও উড়তে পারে না। ঘন্টায় এরা ষাট সত্তর মাইল বা এর চেয়েও বেশি বেগে দৌড়াতে পারে। এরা মরুভূমিতে বাস করে। বালি খুড়ে এরা বাসা তৈরি করে। এদের ডিম আকারে খুব বড় ফুটবলের মতো। উটপাখি মাংস, ফুলমূল ও শাকসবজি খায়।

স্কুইড:
সামদ্রিক প্রাণিদের মধ্যে অতি ভয়াবহ হলো দানবাকার স্কুইড। পৃথিবীতে অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের মধ্যে এত বড়, এত দ্রুত গতিসম্পন্ন দানবাকার স্কুইড অর্থাৎ মারাত্মক প্রাণি আর নেই। কোনো কোনো স্কুইড আকারে তিমির সমান হয় আর মরণপণ যুদ্ধে প্রায় যেকোনো সামদ্রিক জীবকে হারিয়ে দিতে পারে।

অক্টোপাস:
অক্টোপাস কথাটার অর্থ হলো আটপাওয়ালা। অক্টোপাসের চেহারা বিভৎস হলেও এরা ভীতু আর ঠাণ্ডা মেজাজের প্রাণি। এছাড়া চোখের পলকে এদের চিত্র বিচিত্র শরীরের রং পাল্টাতে পারে।

নীল তিমি:
সাগরের সবচেয়ে বড় প্রাণি হলো নীল তিমি। নীল তিমি লম্বায় প্রায় একশ ফুট পর্যন্ত হয়। ওজন হয় একশ থেকে দেড়শ টন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতো বড় প্রাণি কখনও সৃষ্টি হয়নি।

উপসংহার:

প্রাণিজগতে বিস্ময় সৃষ্টিকারী জীবজন্তু কমে যাচ্ছে। কারণ মানুষ বসতি স্থাপনের জন্যে বন-জঙ্গল কেটে ফেলছে। ফলে প্রাণিদের বসবাসের জন্যে জায়গা অপ্রতুল হয়ে পড়ছে, বিপন্ন হয়ে পড়েছে প্রাণিজগৎ। আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে যাতে অদ্ভুত সুন্দর এই প্রাণিজগৎ টিকে থাকে, নিরাপদে থাকে।

১৩. বিদায় হজ

ভূমিকা:
যুগে যুগে যেসব মহামানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় রাসুল ও নবী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

বর্ণনা :
দশম হিযরিতে যিলকদ মাসের শেষ দিকে মহানবী (সঃ) এর সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ হজের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। আরাফাত ময়দানে প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত হলেন। 'জাবালে রাহমাত' নামক পাহাড়ে দাড়িয়ে মহানবী (স:) সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে নবীজীর 'শেষ ভাষণ' বা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত।

নারী ও পুরুষের অধিকার:
নারী ও পুরুষের অধিকার সম্পর্কে নবীজী তার ভাষনে বলেছেন-"আজকের এদিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের পরস্পরের জানমাল ও উজ্জত আবরু পরস্পরের নিকট পবিত্র। নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও তেমন অধিকার আছে।

কৃতদাস-কৃতদাসীর অধিকার:
নবীজী কৃতদাস সম্পর্কে বলেন-"তোমাদের কৃতদাস-দাসীদের আল্লাহর বান্দা।তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করো না। তোমরা নিজেরা যা খাবে তাদের কে তা খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে। কোন কৃতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ মর্যদার কথা বলবে না।

ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ:
ধর্ম সম্পর্কে নবীজীর উপদেশ হলো- সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তোমরা একভাই কখনও অন্য ভাইয়ের সম্পত্তি জোর করে দখল করোনা, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবো না । নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমার ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো না।"
মহানবী (স:) চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন। এই চারটি কথা হলো:

১) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপসনা করো না।
২) অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করো না।
৩) পরের সম্পদ অপহরণ করো না।
৪) কারও উপর অত্যাচার করো না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) আরও বললেন: "তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি-

১) আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন।
২) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ রাসুলের জীবনের আদশ। এই দুটি তোমাদের সরল ও সঠিক পথ দেখাবে।

উপসংহার:
ইসলামের পথ প্রদর্শক, মানবতার মুক্তির অগ্রদুত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর বিদায় হজের ভাষণ ছিল মানব জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব জাতির জন্যে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব জাতি চিরদিন তাঁর এ ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবো।

১৪. মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

সূচনা:
দেশের স্বার্থে মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে নেতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার মহান নেতা মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা :
মওলানা ভাসানী সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রাম আনুমানিক ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল 'চেকা মিয়া' তাঁর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান , মাতার নাম মোসাম্মৎ মজিরন বিবি। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তারপর আরবি, ফারসি, কোরান ও হাদিস বিষয়ে শিক্ষালভ করেন।

রাজনৈতিক ও কর্মজীবন:
দেওবন্দ মাদরাসায় পাঠকালীন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। জমিদার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়। তারপর আসামের হিন্দু জমিদাররা মুসলমান গরিব প্রজাদের ওপর জুলুম করলে এসব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি দরিদ্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে আসামের ভাসনচরে এক ঐতিহাসিক সম্মেলন করেন। এরপর তিনি রংপুর সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন স্থানে কিছুকাল কাটিয়ে আবার াসাম যান এবং আসাম আইনসভার সদস্য পদ লাভ করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা:
১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে মওলানা ভাসানীর অবদান স্মরণযোগ্য। যুদ্ধকালীন তিনি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ছিলেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:
মওলানা ভাসানী শিক্ষঅ বিস্তারের জন্য হককুল ইবাদ মিশন, মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, সন্তোষ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

মৃত্যা:
দীর্ঘ সংগ্রামী জীভন অতিবাহিত করে ১৯৭৬ সালের ৭ নভেম্বর এ মহান নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

উপসংহার:
আমাদের প্রিয় নেতা, মজলুম নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তিনি তাঁর মহতী কর্মজীবনের মাধ্যমে বেঁচে আছেন , বেঁচে থাকবেন প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে।

১৫. আমার প্রিয় খেলা (ফুটবল)

ভূমিকা:

আমার প্রিয় খেলা ফুটবল। এটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। প্রতি চার বছর পর পর আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের সর্বত্রই এই খেলার প্রচলন দেখা যায়। অনেক দেশেই ফুটবলকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

উৎপত্তি:

ফুটবল খেলার উৎপত্তি স্থান হচ্ছে চীন। ধারণা করা হয় চীন দেশ থেকেই এটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর ইউরোপীয় খেলোয়াড়রাই সর্বপ্রথম ফুটবল আমদানি করে এবং এর প্রসার ঘটায়। ১৮৫০ সালের মধ্যভাগে প্রথম ফুটবল ক্লাব গড়ে ওঠে ইংলান্ডের শেফিল্ডে। এরপর পর্যায়ক্রমে ডেনমার্ক, ব্রাজিল, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপুলভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৪০ সালের ২১ মে ফ্রান্স ফেজরেল ইন্টার ন্যাশনাল ফুটবল অর্থাৎ ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ফিফা কর্তৃক প্রবর্তিত আইনই বর্তমান আধুনিক ফুটবলের জন্ম দেয়।

খেলার উপকরণ:

ফুটবল খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য হবে ১২০ গজ এবং প্রস্থ ৮০ গজ। এ খেলার প্রতিটি দলে ১১ জন করে মোট ২২ জন খেলোয়াড় মাঠে খেলে। মাঠের দুই প্রান্তে দুটো গোলপোষ্ট থাকে। খেলার জন্য চামড়ার একটা বল ও রেফারির হাতে সংকেত দেয়ার জন্য একটি বাঁশির প্রয়োজন হয়।

খেলার সময়:

আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে ফুটবল খেলা সাধারণত ৯০ মিনিট বা দেড়ঘন্টা স্থায়ী হয়। মাঝে ১৫ মিনিটের বিরতি দেয়া হয়।

খেলার ব্যবস্থা পদ্ধতি:

মাঠের মধ্যেস্থলে দুইদল সমানা সামনি দাঁড়ায়। প্রত্যেক দলের ১১ (জন খেলোয়াড়ের পাঁচজন সামনের ভাগে দাঁড়ায়, তাদের ফরোয়ার্ড বলে। তাদের পেছনে তিনজন হাফব্যাক, হাফব্যাকের পিছনে দুইজন ফুলব্যাক এবং সবার পেছনে গোলপোষ্টের সামনে থাকে একজন গোলরক্ষক)। ফরোওয়ার্ডের কাজ হল নিজের পা দিয়ে বল ধরে সম্মুখস্থ বিপক্ষের খেলোয়াড়দের বূহ্যভেদ করে তৎপর হাফব্যাক ও ফুলব্যাককে অতিক্রম করে বলটি বিপক্ষদলের গোলপোষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা। এই অতিক্রম পথে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে তারা সুবিধা মতো বলটিকে ডানে বামে বা পেছনে তার দলের কোনো খেলোয়াড়কে দিয়ে থাকে। হাফব্যাক তিনজন ফরওয়ার্ডকে সাহায্য করে থাকে। ফুলব্যাকের কাজ হল বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত বল কে প্রতিহত করা বল যেন গোলপোষ্টের ঢুকতে না পারে সে দিকে লক্ষ রাখা। একজন রেফারী খেলা পরিচালনা করেন। তার কাজ হলো উভয় পক্ষের খেলোয়াড়রা নিয়ম কানুন মেনে চলছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা। এজন্য তাকে সারা মাঠে ছোটা ছুটি করে বেড়াতে হয়। বল কখন কোন স্থান দিয়ে বাইরে গেল তা দেখার জন্য দুজন সীমানা পরিদর্শক থাকে।

খেলার নিয়ম-কানুন:

ফুটবল খেলা চলে দেড় ঘন্টা। এসময়ের মধ্যে যদি কোনো পক্ষই গোল দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে খেলার পরিচালক বা রেফারী পেনাল্টি অথবা সময় বাড়ানোর সীদ্ধান্ত নেয়। নির্দিষ্ট সময়ে রেফারীর বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খেলা শুরু হয়। একমাত্র গোলকিপার ছাড়া কোনো খেলোয়াড়ের হাতে বল লাগলে হ্যান্ড বল হয়। কেউ বিপক্ষের খেলোয়াড় কে বিনা কারণে ধাক্কা বা লাথি দিলে 'ফাউল' হয়। গোলপোষ্টের সামনে ডি বক্সের মধ্যে নিজ পক্ষে ফাউল করলে কিক দেয়া হয়। বলটি কোনো পক্ষের গোলপোষ্টের মধ্য দিয়ে চলে গেলে সে পক্ষের বিরুদ্ধে গোল হয়। কোনো খেলোয়াড় নিয়ম ভঙ্গ করলে রেফারী বহিস্কারসূচক লালকার্ড দেখাতে পারে।

বিশ্বকাপ ফুটবল:

ফুটবল খেলা পৃথিবীতে এতটাই জনপ্রিয় যে, এটির শক্তিশালী একটি সংস্থা আছে। এ সংস্থাটির নাম ফিফা। বিশ্বকাপ অঙ্গনে ফুটবলের প্রথম পদার্পন ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে। বর্তমান বিশ্বকাপের নাম ফিফা বিশ্বকাপ।

বিশ্ব ফুটবলের তারকারা:
বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার ফুটবল বিশ্ব ফুটবলে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ফুটবলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে ফুটবলের ঝটিকা গতিসম্পন্ন দৃষ্টিনন্দনরূপে। সেই সুবাদে আমরা ফুটবলের উজ্জ্বলতম দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে। তার ফলে ফুটবলের রাজা পেলে। ফুটবলের যুবরাজ বেকেন বাওয়ার, ম্যারাডোনা, প্লাতিনি, লোথার ম্যাথ্যুজ, ভোয়েলার, ক্লিন্সম্যান, রুডগুলিট, ভ্যান বাস্তেন, জিকো, রাজার মিল্লা, রোনালদো, মেসি, ক্রিশটিয়ানো রোনালদো আজ আমাদের ঘরের মানুষ, প্রিয় পরিজন।

উপকারিতা:
ফুটবল খেলার মধ্যে বেশ আনন্দ আছে। এ খেলা স্বাস্থের জন্য উপকারী। এতে দেহের সকল অংশ উত্তম রূপে পরিচালিত হয় বলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ সবল ও দৃঢ় হয়।

অপরিকতা:
ফুটবল খেলার অপকারিতাও আছে। অধিক সময় ধরে খেললে স্বাস্থের উপকার না হয়ে বরং অপকারই হয়ে থাকে। তাই এ খেলার প্রতিটি নিয়ম মেনে খেলা উচিৎ।

ফুটবল খেলার বিস্তার:
ফুটবল আধিপত্য আজ আমাদের জীবনের সর্বত্র। ফুটবল বর্তমান স্কুল-কলেজ, অফিস, দোকান, বাসে, হাটে-বাজারে, অলিতে গলিতে, মাঠে ময়দানে, বৈঠকখানায়, খাবার ঘরে এমনকি রান্না ঘরেও ঢুকে পড়েছে। নিজ নিজ খেলোয়াড়দের ক্রীড়া নৈপূণ্য নিয়ে ঘরে-বাইরে, মাঠে ময়দানে, পথে ঘাটে, বিভিন্ন স্থানে চলে তর্ক-বিতর্ক। প্রিয় ক্লাব বা দলের জয়লাভে চলে বাজি, ফাটে পটকা, মোড়ে ওড়ে ক্লাবের বিজয় নিশান,

উপসংহার:
ফুটবল খেলা একটি আনন্দদায়ক খেলা। এ খেলাটি সব বয়সী মানুষেরই প্রিয় খেল। ফুটবল আজ আমাদের জীবনের আনাচে কানাচে অবাধ এবং গৌরবময় প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

১৬.কম্পিউটার

ভূমিকা:

মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের যেসব বিস্ময়কর অবদান রয়েছে তার মধ্যে একটি অনন্য নিদের্শনা হলো কম্পিউটার। এর দ্রুত উন্নয়ন, এর সীমাহীন উপযোগীতা, এর সমস্যা সমাধানের ব্যাপকতা এবং এ ধরনের বহুগুন কম্পিউটারকে আজকের দিনে করে তুলেছে মানুষের বিচিত্র কার্যক্রমের নিজসঙ্গী। মানব জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম থেকে শুরু করে মহাশূন্যের গবেষণায় কম্পিউটারের ব্যবহার এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জীবন যতই জটিল হচ্ছে, সমস্যা ততই প্রকট হচ্ছে। সেখানে সবকিছুই সহজে সমাধান করে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছ কম্পিউটার।

কুম্পিউটার কী:

কম্পিউটার একটি ইলেক্ট্রিনিক্স যন্ত্র বিশেষ। কম্পিউটার শব্দটি ইংরেজি হলেও এটি ল্যাটিন শব্দ কম্পোট থেকে এসেছে। কম্পিউটার শব্দের অর্থ হলো গণনা করী যন্ত্র। কুম্পউটার এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা অগানিত ডাটা বা উপাত্ত গ্রহণ করে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতি দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে সক্ষম। কম্পিউটার একটি তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার যন্ত্র। তার বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে তথ্যাদর বিশ্লেষণে, তুলনা করায় আর সীদ্ধান্ত প্রদানে।

আবিষ্কার:

সাম্প্রতিককালে কম্পিউটার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারোপযোগিতা অর্জন করলেও এর বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়েছে। ১৪২ সালে গনিতবিদ ক্লেইলি মোগ বিয়োগ করতে সক্ষম এমন গণনাযন্ত্র প্রথম তৈরি করেন। ১৮১২ সালে চার্লস ব্যাবেজ প্রথম আধুনিক ক্যালকুলেটরের মূলনীতির পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৪ সালে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.বি.এম কোম্পউটার তৈরি হয়।

কম্পিউটারের গঠন:

কম্পিউটারের গঠনরীতির প্রতি লক্ষ করলে এর প্রধান দুটি দিক আমাদের নজরে পড়ে। একটি হলো এর যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও অপটি হলো প্রোগ্রাম সরঞ্জাম।

শ্রেণি বিভাগ:

কম্পিউটার ব্যবহার বিচিত্র ধরণের বলে এর শ্রেণিভাগেও নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কম্পিউটারের গঠন বা আকৃতি, কাজের গতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় কম্পিউটারকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন:- সুপার কুম্পিউটার, মেইনক্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার ও মাউক্রো কম্পিউটার, কাজের ধরণ ও পদ্ধতি অনুসারে কম্পিউটার কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:- ডিজিটাল কম্পিউটার এনালগ কম্পিউটার, হাইব্রিড কম্পিউটার।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার:

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের বিপুল ব্যবহার হয়ে থাকে। কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে পাঠের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সামনে সহজেই তুলে ধরা যায়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ও রেজাল্টশীট তৈরি ও জমা রাখা হয় এর মাধ্যমে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহার"

আজকাল চিকিৎসাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা সম্পর্কিত সব ধরণের তথ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে রোগীদের রোগগুলো নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে শুধু কম্পিউটারের মাধ্যমে।

ব্যবসাক্ষেত্রে:

ব্যবসাক্ষেত্রে যেমন অফিস আদালত, ব্যাংক, বীমা এসব জায়গায় তথ্য সংরক্ষণ, হিসাব নিকাশ, টাকা লেনদেন সব প্রায় সব জায়গায় কম্পিউটারের ব্যবহার হচ্ছে।

বাংলাদেশে কম্পিউটার শিক্ষা:

বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহারের সূচনা হয় বিশশতকের ষাটের দশকে এবং নব্বই এর দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কম্পিউটার শিক্ষা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি ও

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কম্পিউটার শিক্ষার জন্য বিভাগ চালুকরা হয়েছে। এমনকি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

কম্পিউটারেরজনিত বিভিন্ন সমস্যা:
একনাগারে অনেক্ষন কম্পিউটার চালালে, কিংবা মাত্রাতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারে চোখের ক্ষতি হতে পারে, মাথাব্যথাসহ অন্যান্য শারীরিক উপসর্গও দেখা দিতে পারে। অনেক সময় ভাইরাস আক্রমণে অথবা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অথবা বৈদ্যুতিক গোলাযোগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুহুর্তেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে এসব বিষয় কম্পিউটার ব্যবহার ও প্রযুক্তি গত দিকের ওপর নির্ভর করে।

কম্পিউটারের গুরুত্ব:
বর্তমান পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। সামান্য কাজ থেকে শুরু করে জটিল কাজও কম্পিউটার সমাধান করতে পারে। রাশিয়া কম্পিউটার প্রযুক্তিতে এতো উন্নতি লাভ করেছে যে, সে দেশের কলকারখানার সব কাজ কম্পিউটার দ্বারা করানো হয়। আবার আমেরিকার ও কানাডার বড় বড় কৃষি খামারে কম্পিউটারের প্রচালন শুরু হয়েছে। গরু ছাগলকে খাওনোর জন্য কৃষকের কোনো কাজ করতে হয় না। সুইচ টিপ দিলেই খাবার এসে হাজির হয়। আধুনিক কালে মানুষের মহাকাশ বিজয়ের কাজে সর্বাদিক সহায়ক শক্তি হলো কম্পিউটার।

উপসংহার:
আধুনিক কালে মানবজাতির কল্যানের জন্য কম্পিউটারের অবদান অপরিসীম। কম্পিউটার মানবজাতির জন্য আর্শীবাদ স্বরুপ। তাই বিশ্ববাসীর শান্তি, নিরাপত্তা ও শ্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনে কম্পিউটার অভিশাপ নয় আর্শীবাদ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি।

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
৫ম শ্রেণি

ক্লাসে প্রথম জীবনে প্রথম

Cosmo School

A complete education under one roof